www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201906
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সূর্যমুখী চাষের খুটিনাটি
মাটি ও মানুষ
ছয়ের পাতায়

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ২২ সংখ্যা, ৪ চৈত্র – ১০ চৈত্র, ১৪২৩ ঃ ১৮ মার্চ – ২৪ মার্চ, ২০১৭

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 22, 18 March - 24 March, 2017 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : এক্তিয়ার নিয়ে বেনজির লড়াই চলছে সুপ্রিম কোর্ট

ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি চিন্নাস্বামী স্বামীনাথন কারনানের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে এমন বিচারব্যবস্থার কুল রাখি না মান রাখি গোছের অবস্থা।

রবিবার : সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে প্রকাশিত পাঁচ

রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফল শিলমোহর দিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপর আস্থা ও তাঁর নোট বাতিলের সিদ্ধান্তে। একমাত্র পঞ্জাব ছাড়া চার রাজ্যেই ক্ষমতার নাগাল পেল না কংগ্রেস।

সোমবার : এটিএম হোক বা লাইনে দাঁড়িয়ে সেভিংস ব্যাঙ্ক থেকে

টাকা তোলার ক্ষেত্রে আর কোনও সীমা রইল না। উঠে গেল সাপ্তাহিক উর্দ্ধসীমাও।

মঙ্গলবার : চিংড়ির পর এবার রোগজীবানুর উপস্থিতি বাধা হয়ে

দাঁড়ালো পচনের রফতানিতে। পানে ডায়রিয়ার জীবানু মেলায় আমদানির ছাড়পত্র নিয়ে প্রবল কড়াকড়ি শুরু করে দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

বুধবার : খোদ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

থেকে চুরি হয়ে গেল সদ্যজাত। এক আয়ার ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। সরকারি হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে শুরু হয়েছে সোরগোল।

বৃহস্পতিবার : সারদা, রোজভ্যালি সহ নানা চিটফান্ডের পর এবার কাঠগড়ায় প্রয়াগ। বেআইনি অর্থ লেনদেনের অভিযোগ ধরা

হয়েছে এই সংস্থার দুই কর্নধার বাসুদেব বাগচি ও অভীক বাগচি। চিটফান্ড তদন্তে আরও বেশ কিছু ব্যক্তিকে শীঘ্রই ধরা হবে বলে জানা গিয়েছে।

শুক্রবার : রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রক বিলে সই করে

ছাড়পত্র দিলেন রাজ্যপাল। তৈরি হবে ১১ সদস্যের কমিশন। লাগু হবে গাফিলতির কড়া শাস্তি।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

বিকিকিনির মানবহাটে বাংলা শীর্ষে

ওঁকার মিত্র : মানুষ কিনছে মানুষ। প্রকাশ্য হাটে ধনী মনিবের কাছে দাস বিক্রি ইতিহাসের পাতায় চেনা ছবি। রাজা-নবাবরা পয়সা দিয়ে বাঁদী কিনতেন, জমিদাররা নগদ কড়ি ফেলে বাঈজী সঙ্গ নিতেন। তখনকার সমাজ সংস্কারকদের চোখে এসব নাকি মানবাধিকার বিরোধী। তাইতো ১৮৩৯ সালে তৈরি হওয়া প্রাচীনতম মানবাধিকার সংগঠনের নাম 'অ্যান্টি স্লেভারি সোসাইটি'। বাংলা করলে যা দাঁড়ায় 'দাস বিরোধী সমিতি'। এমনকি প্রকাশ্যে দাস বিক্রির নামে মানুষ কেনাবেচার মতো পৈশাচিক প্রথা ১৮৩০ সালে বন্ধ হয়ে গেল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে। ১৮৬২ সালে এই প্রথা নিষিদ্ধ হল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। আজও এই 'ঘি'-এর গন্ধেই গোটা পৃথিবী মশগুল। এই সাফল্যে সমাজবিদরা দুহাত তুলে আজও লাফাচ্ছেন। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র অনুন্নত দেশগুলোর দিকে কজন তাকান? যে দেশের নাম ভারতবর্ষ, যেখানে দারিদ্র্য আর অনাহার ভোগ-বৈভবের পাশাপাশি চলে তার খবর কজন রাখেন? তাকিয়ে দেখুন ভারতের পূর্বাঞ্চলে। একটু গোপনে, একটু আড়ালে প্রতিদিন মানুষের হাতে মানুষ বিকোচ্ছে আজও। এর মধ্যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ও ঢিলেঢালা নজরদারিতে শিশু ও নারী পাচারে এ রাজ্য শীর্ষস্থান দখল করেছে। দারিদ্র্যের পুঁজিতে এখানে প্রতিদিন সাজানো হচ্ছে লোভ আর ভোগের অর্ঘ্য। শিশু হারাচ্ছে মা। মা হারাচ্ছেন সন্তান। কথার ভিড়ে ক্লান্ত না হয়ে নেওয়া যাক কিছু সমীক্ষা যা প্রমাণ করবে বক্তব্য মোটেই কষ্ট কল্প নয়।

রাষ্ট্রপুঞ্জ

রাষ্ট্রপুঞ্জের ড্রাগ ও অপরাধ দমন বিভাগের সমীক্ষা অনুযায়ী ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১৯০০০ নারী ও শিশু রহস্যজনক ভাবে হারিয়ে গিয়েছে। যাদের মধ্যে ৬০০ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং দক্ষিণবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় সব থেকে বেশি শিশু ও নারীপাচারের ঘটনা ঘটে।

ক্রাই

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর দেওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রখ্যাত এনজিও 'ক্রাই' জানিয়েছে, দেশ থেকে বিদেশে অথবা দেশেরই বিভিন্ন রাজ্যে যত কন্যাশিশু পাচার হয় তাদের ৪২ শতাংশই আসে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সবার থেকে এগিয়ে। অন্য যেসব রাজ্য নারী ও শিশুপাচারের ক্ষেত্রে সংবাদের শিরোনামে উঠে এসেছে তাদের মধ্যে রয়েছে অসম, বিহার, ওড়িশা এবং হরিয়ানা।

কেন্দ্র

কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী রাজ্যসভায় জানানো হয়েছে নারী ও শিশুপাচারের দেশের মধ্যে শীর্ষ স্থানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। গত তিন বছরের হিসেব অনুযায়ী এ রাজ্যে একদিকে যেমন পাচারের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে তেমনই কমছে উদ্ধারের সংখ্যা। সমীক্ষায় জানা গিয়েছে নারী ও শিশুপাচারের অবাধ ও মুক্ত করিডর হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সীমান্ত লাগোয়া অঞ্চল। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করেছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা।

মহারাষ্ট্রে পাচারকারীদের জাল কেটে বাঁচল উস্তির স্কুল ছাত্রী

মেহেবুব গাজি, উস্তি, ৬ মার্চ : বুদ্ধির জোরে ঠিক সিনেমার কায়দায় পাচারকারীদের খপ্পর থেকে রক্ষা পেল দশম শ্রেণির এক ছাত্রী। উস্তির নৈনানপুরের বাসিন্দা ওই ছাত্রী আপাতত মুম্বইয়ের একটি হোমে রয়েছে। চাইল্ড লাইনের মাধ্যমে ওই ছাত্রীকে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা চলছে।

ধৃত দম্পতি ফরিদা ও জাহাঙ্গির

গত ২৯ জানুয়ারি স্কুল যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল স্থানীয় নেতড়া হাই মাদ্রাসায় দশম শ্রেণির ছাত্রী মালেকা আখন। সেদিন সকালে স্কুলে আসার পথে সে নিখোঁজ হয়ে যায়। ঘটনার ঠিক ১০ দিন পর মহারাষ্ট্রের থানে জেলা থেকে ছাত্রীর বাড়িতে একটি ফোন আসে। সেই ফোনে থানের কাশ্মীরি থানা থেকে জানানো হয় মালেকা একটি হোমে আছে। এরপর মেয়ের সঙ্গেও ফোনে কথা বলে বাবা। এরপর তিনি মুম্বই যান মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে। মেয়ে সব কথা খুলে বলে। মালেকা জানায় ঘটনার দিন সকাল ১০টার সময় দেউলা থেকে ট্রেনে চাপে সে। নামে পরের স্টেশন নেতড়াতে। নেতড়া স্টেশনে দেখা হয় প্রতিবেশি প্রৌঢ়া ফরিদা বিবির সঙ্গে। ফরিদা ছাত্রীকে ঝালমুড়ি ও লস্যি খেতে দেয়। সেই খাবার খাওয়ার পর জ্ঞান হারায় তার। তারপর আর কিছুই মনে নেই। এর মধ্যে ট্রেনে করে ভিন রাজ্যে নিয়ে যাওয়ার পথে জ্ঞান ফেরে মালেকার। সঙ্গে ছিল এক মহিলা ও পুরুষ। মালেকা বলে কিছু জিজ্ঞেস করলেই হুমকি দিয়ে থামিয়ে দেওয়া হচ্ছিল তাকে। কান্নাকাটি করলে খুনের হুমকি দেয় সঙ্গের দুজন। অচেনা অপরিচিত এলাকা দিয়ে নিয়ে গিয়ে ছাত্রীকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রাখা হচ্ছিল এখানে ওখানে। এর মধ্যে একদিন থানে জেলার একটি ফ্ল্যাটে নিয়ে যাওয়ার মুখে ছাত্রী চিৎকার, চেঁচামেচি জুড়ে দেয়। সঙ্গে বাংলায় বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার করতে থাকে। ছাত্রীর এই চিৎকার শুনে ফ্ল্যাটের এক বাঙালি রক্ষী ছাত্রীকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন। তাঁর চেষ্টাতে ছাত্রী ও ২ সঙ্গীকে আটকে রেখে থানায় খবর দেওয়া হয়। স্থানীয় থানা থেকে পুলিশ এসে ছাত্রীকে উদ্ধার করে ও বাকি ২ জনকে গ্রেফতার করে। ছাত্রীকে আদালতে তোলা হয়। গোপন জবানবন্দী দেওয়ার পর আদালতের নির্দেশে হোমে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাকে। অভিযুক্ত ২ জন এখন জেল হেফাজতে।

এই পাচারের দায়ে মূল অভিযুক্ত দম্পতি ফরিদা বিবি ও জাহাঙ্গির মোল্লাকে গত শনিবার রাতে এক আত্মীয়র বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। আদালতের নির্দেশে তারা পুলিশ হেফাজতে।

রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ার পার্সন সুনন্দা মুখোপাধ্যায় ডায়মন্ড হারবারের মহকুমা শাসক শান্তনু বসুকে দ্রুত ব্যবস্থার নির্দেশ দেন। ফলতার ডিএসপি দুর্বার ব্যানার্জি ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে একটি মামলাও রুজু করে। সেই অভিযোগে ছাত্রীর প্রতিবেশী দম্পতি জাহাঙ্গির ও ফরিদার নাম ছিল। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান এই দম্পতি আগেও ভিন রাজ্যে প্রচুর কিশোরীকে পাচার করেছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

দিল্লির পতিতালয় থেকে গ্রেফতার পাচারকারী, উদ্ধার ১

সুভাষ চন্দ্র দাস, ক্যানিং : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার পুলিশ দিল্লি থেকে এক নারী পাচারকারীকে গ্রেফতার করল। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৩ বছরের এক শিশু কন্যা। ধৃতের নাম অঞ্জু বেগম বিবি ওরফে সিমরন। গত প্রায় দুমাস আগে দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে কাজ দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে এক শিশুকন্যাসহ মহিলাকে নিয়ে গিয়ে দিল্লির এক পতিতালয়ে বিক্রি করে দেয় সিমরন। তারপর সব বুঝতে পেরে ওই মহিলা নিজের তিন বছরের শিশুকন্যাকে ফেলে রেখে উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে পালিয়ে আসেন। তারপর সোজা ক্যানিং থানায় গিয়ে সমস্ত ঘটনার কথা জানান। তারপর ক্যানিং থানার সৌজন্যে ওই মহিলা তাঁর শিশুকন্যাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন। পুলিশ পাচারকারীকে গ্রেফতার করে। মহিলার উপস্থিত বুদ্ধিকে ক্যানিং থানার পুলিশ যথেষ্ট তারিখ করেছেন।

উদ্ধারের পর মায়ের সঙ্গে রুবিয়া

উল্লেখ্য গত জানুয়ারি মাসে কাজ দেওয়ার নাম করে থানার সুন্ধি পুকুরিয়া গ্রাম থেকে কারিমা মোল্লা নামে এক মহিলা ও তার তিন বছরের শিশু কন্যা রুবিয়া মোল্লা ওরফে খুশিকে পশ্চিম দিল্লিতে এক পতিতালয়ে বিক্রি করে দেয় সিমরন। তারপর নিজের উপস্থিত বুদ্ধি এবং সাহসে পতিতালয় থেকে পালিয়ে আসে কারিমা। কারিমার কথা মতো অভিযোগ দায়ের করে তদন্ত শুরু করে ক্যানিং থানার পুলিশ। গত সপ্তাহে ক্যানিং থানার এস আই সামাউন বাসারের নেতৃত্বে একটি দল দিল্লি গিয়ে উদ্ধার করে তিন বছরের শিশুকন্যাকে আর মূল অভিযুক্ত অঞ্জু বেগম ওরফে সিমরনকে গ্রেফতার করে ১৩ মার্চ রাতে ক্যানিং-এ ফেরেন পুলিশের দলটি। শিশুটির উপর অকথ্য অত্যাচার করা হয় বলে জেনেছে পুলিশ।

অভিযুক্ত অঞ্জু বেগম এর পিছনে আরও বড় কোনও চক্র আছে কিনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। শিশু উদ্ধারের ব্যাপারে এস আই সামাউন বাসারকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান পুলিশ হিসাবে কর্তব্য পালন করেছি মাত্র। তবে শিশুটিকে ওর মায়ের হাতে তুলে দিতে পেরে খুব আনন্দ লাগছে।

প্রাথমিকে নিয়োগ হয়েও বাতিল ১৯ শিক্ষক

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডায়মন্ড হারবার : ওঁরা সকলেই প্রাথমিক শিক্ষকের নিয়োগপত্র পেয়ে গিয়েছিলেন। নিয়োগপত্র পাওয়ার পর প্রত্যেকেই মাসখানেক ক্লাসও নিয়েছেন। নতুন চাকরি পাওয়ার আনন্দে খুশিতে মিষ্টি বিলিও করেছেন নবনিযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষকরা। কিন্তু দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের পক্ষ থেকে যোগ দেওয়া ১৯ জনের নিয়োগ বাতিলের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। বাতিলরা প্রত্যেকেই পার্শ্বশিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। এঁদের প্রত্যেককে নিজ নিজ এলাকার অবর বিদ্যালয়ের পরিদর্শকের সঙ্গে যোগাযোগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি ঘনশ্রী বাগ বলেন, 'পুরো নিয়োগপত্রের তালিকা আমাদেরকে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক পর্ষদ থেকে দেওয়া হয়েছিল। সেই তালিকা ধরে আমরা নিয়োগপত্র দিয়েছিলাম। আবার পর্ষদ থেকে নির্দেশ এসেছে। আমরা প্রত্যেক অবর বিদ্যালয় পরিদর্শককে তা পাঠিয়ে দিয়েছি। বিষয়টি নিয়ে পর্ষদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে প্রত্যেককে।'

টেট পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হওয়ার পর এঁদের প্রত্যেকে কাউন্সিলিংয়ের জন্য ডাকা হয়েছিল। কাউন্সিলিং শেষে আবেদনের সঙ্গে থাকা নথিও জমা দিয়েছিলেন এঁরা। সেই নথির ভিত্তিতে পর্ষদের পক্ষ থেকে এঁদের নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। সংসদ সূত্রে পাওয়া সেই তালিকা হল, সুচন্দ্রা কর্মকার, সৌমেন ঘোষ, অনুরেজা বৈদ্য, সাহিদুল ইসলাম বৈদ্য, ফিরোজ লস্কর, ময়ল হালদার, মৌমিতা মন্ডল, শুকদেব হালদার, অতনু হালদার, রীনা মন্ডল, মৃন্ময় মন্ডল, কেশমানন্দ দাস, সৌমেন হালদার, সূর্যকান্ত মুনিয়ান, অনন্যা মন্ডল, মৌমিতা গিরি, প্রকাশ পলতা, অর্চনা নস্কর ও সমীর ভুঁইয়া।

যেমন মগরাহাট পূর্ব অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীন হরিশঙ্করপুর, বাঁকিপুর এফপি স্কুলে যোগ দিয়েছিলেন অর্চনা নস্কর। ফেব্রুয়ারি মাসের ৩ তারিখ থেকে ক্লাসও নিচ্ছিলেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

বেসরকারি ক্লিনিকের কীর্তি

প্রসবে প্রমাণিত ভুল আল্ট্রাসোনোগ্রাফি

অরিন্দম রায়চৌধুরি : উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট জেলা হাসপাতালে এসে যমজ সন্তান প্রসব করলেন গর্ভবতী। অথচ বেসরকারি ক্লিনিকের আল্ট্রাসোনোগ্রাফি রিপোর্টে উল্লেখ ছিল, গর্ভে রয়েছে একটি সন্তান। বেসরকারি চিকিৎসকও একই কথা জানিয়েছিলেন। গর্ভবতীর পরিবারের অভিযোগ শিশু চুরি করার জন্যই আগাম পরিকল্পনা করে ওই রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছিল। তার রিপোর্ট অনুযায়ী একটি সন্তান মায়ের হাতে তুলে দিয়ে অন্য সন্তানটি বিক্রি করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। মঙ্গলবার এহেন বেনজির অভিযোগকে ঘিরে এলাকায় শোরগোল ছড়িয়েছে। প্রশাসনের লোকজনও হতবাক। ওই গর্ভবতী মহিলার

পাচারের গন্ধ পাচ্ছে পরিবার

বাড়ি মিনাখাঁ থানার অধীনে। তিনি বেসরকারি এক চিকিৎসকের কাছে দেখাতেন। ওই চিকিৎসকের নির্দেশেই তিনি চার মাস আগে একটা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করান। তার রিপোর্টে বলা ছিল ওয়ান লাইফ। অর্থাৎ গর্ভের ভিতরে একটি সন্তান রয়েছে। সেই রিপোর্ট দেখে ওই চিকিৎসক বলেছিলেন আপনার গর্ভে একটি সন্তান আছে। তাঁর কাছে প্রসব করানোর কথাও বলেছিলেন। পরিবার রাজিও হয়েছিল। কিন্তু গত সোমবার ওই মহিলার পেটে যন্ত্রণা শুরু হয়। বেসরকারি জায়গায় প্রসব করলে খরচ বেশি হবে বলে পরিবারের লোকজন তাঁকে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করেন। ওইদিন তিনি প্রথমে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন। তাকে বেড়ে দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। কারণ সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরাও ওই রিপোর্ট দেখেছিলেন। কিন্তু ঘন্টাখানেক পর তাঁর আবার প্রসব যন্ত্রণা শুরু হয়। ফের তাকে ডেলিভারি রুমে নিয়ে যাওয়ার পর ওই মহিলা দ্বিতীয়বার একটি কন্যাসন্তান প্রসব করেন। সেটি অবশ্য মৃত সন্তান। তখনই রিপোর্টের ভুলের ব্যাপারটা নজরে আসে।

আদিগঙ্গার পাড়ে নিকাশি প্ল্যান্ট স্থাপনের তোড়জোর

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার আদি গঙ্গার দুই পাড়ের পুরবাসীদের বহু প্রতীক্ষিত একটা সমস্যার সমাধানের জন্য জারি প্রক্রিয়ায় পুরসংস্থার নীতি-নির্ধারণের সর্বোচ্চ কমিটি আরও ইন্ধন দিল। আদি গঙ্গার সামগ্রিক সংস্কারের জন্য লাগোয়া জমিতে 'সুয়্যারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট' তৈরি হবে। 'ডিটেলস্ প্রজেক্ট রিপোর্ট' (ডি পি আর) তৈরির কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। আদি নালা লাগোয়া ৩৩টি ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধিদেরও এই বিষয়ে আরও সক্রিয় হতে পুর কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিয়েছেন। গত ৯ মার্চ আদিনালা সংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় পুরভবনে মহানাগরিক একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন। পুর টালিনালা (আদিগঙ্গা) দফতরের মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার, ওই ৩৩টি ওয়ার্ডের মধ্যে থেকে কয়েকজন পুরপ্রতিনিধি ও পুর আধিকারিকরা এই বৈঠক উপস্থিত ছিলেন। পুর সূত্রের খরব, ওই উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে, আদিগঙ্গার দু'পাড় বরাবর গরু, মোষ ও শূকরের খাটালগুলি সরানো হয়েছে। ফলে জমি সংক্রান্ত সমস্যাও এখন সমাধানের পথে। সেই জমি কোথায় কোথায় ওই 'সুয়্যারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট' তৈরি হবে, তার তালিকাও তৈরি হচ্ছে। এদিকে, কলকাতা পুরসংস্থা বিশ্ব ব্যাঙ্কের থেকে প্রায় ৬০০ কোটি টাকা 'লোন' নিয়ে আদিগঙ্গা সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছে। ইতিমধ্যেই, পুরসংস্থা এই বিষয়ে ডিপ্রিার তৈরির জন্য একটি ফরাসি সংস্থাকে দায়িত্ব দিয়েছে। পুরসূত্রে খবর, খিদিরপুর-হেস্টিংসের নিকটবর্তী দইঘাটের কাছ থেকে কলকাতার সুদূর দক্ষিণে গড়িয়া ঢালাই ব্রিজ পর্যন্ত ১৫.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ আদিগঙ্গার সামগ্রিক সংস্কারের কাজ করা হবে। কলকাতা পুরসংস্থার ৩৩টি ওয়ার্ডের নিকাশিনালার দূষিত জল এসে আদিগঙ্গার দু'পাড়ের জবরদখলের ফলেই জমির অভাবে গঙ্গার সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় 'লিফ্টিং পাম্পিং স্টেশন' (এলএম) এবং 'সুয়্যারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট' (এমটিপি) নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রসঙ্গত, দইঘাটের কাছে যেখানে হুগলি নদীর সঙ্গে মিশেছে আদিগঙ্গা, সেখানে জলের দিকে তাকালে সাদা চোখেই জলের রঙের তফাৎটা ধরা পড়ে। হুগলি নদীর জল খানিক ঘোলাটে, আর আদিগঙ্গার জল সেখানে পাঁকের মতো কালো। একঝলক দেখলেই মনে হবে যেন কোনও নিকাশি নালা। হেস্টিংস দইঘাট থেকে গড়িয়া এই অংশে কলকাতার ৫৭টি নর্দমা দিয়ে সরাসরি দূষিত জল আদিগঙ্গায় গিয়ে মিশছে। আদিগঙ্গার এই অংশের ওপর রয়েছে ১৭টি সেতু। আবার টালিগঞ্জ থেকে গড়িয়া পর্যন্ত মেট্রো রেলের জন্য সেই আদিগঙ্গার বুকের ওপরেই ৩০০টি পিলার তৈরি করা হয়েছে। এই পিলারগুলির কারণে স্বাভাবিক নিয়মে জল বইতে পারছে না। এই পিলারগুলির কারণে কালীঘাটের পর আর নৌকা চালানো যায় না সেই জলপথে। অন্যদিকে, নথি অনুযায়ী আদিগঙ্গার দৈর্ঘ্য ছিল ৭৫ কিলোমিটার। একসময়ে হুগলি এবং বিদ্যাধরী নদীকে যুক্ত করত আদিগঙ্গা। তার একটি অংশে এখন জোয়ার-ভাঁটা খেলে। পরের অংশটিতে জোয়ারের জল ঢুকলেও মেট্রো রেলের পিলার তৈরির ফলে জলের স্বাভাবিক প্রবাহ নষ্ট হয়েছে। তৃতীয় অংশটিতে এখন জলের কার্যত কোনও অস্তিত্বই নেই। কোথাও কোথাও তার খাতে বাড়িঘর পর্যন্ত তৈরি হয়ে গিয়েছে। মোটের ওপর তার পুরনো খাতটি আজ বয়ে গিয়েছে। চতুর্থ অংশটিতে এখনও জল প্রবাহিত হচ্ছে বলে দাবি পরিবেশবিদদের। এদিকে পুর বামফ্রন্টের মুখ্য সচেতক আদিগঙ্গার পাড়ের ১১১ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি চয়ন ভট্টাচার্যের বক্তব্য, কেবলমাত্র কলকাতা পুর এলাকায় কোনও কসমেটিক সার্জারি করলেই আদি গঙ্গার হাল ফেরানো যাবে না।

নানা অত্যাচারে কাতর ঐতিহাসিক আদিগঙ্গার কান্না

শহরের নিকাশি নালার জল দূষণ চরমে। স্বাভাবিক জল হারিয়ে আদিগঙ্গা এখন নিকাশি নালা।

বুক থেকে ওঠা মেট্রো রেলের ৩০০টি স্তম্ভ শেষ করে দিয়েছে আদিগঙ্গার স্বাভাবিক গতি ও জলযান চলার সম্ভাবনা

পাড়ে বেআইনি দখলদারে পরিবেশও জল দূষণ প্রতিদিনের যন্ত্রণা।

প্রতিদিন পলি জমছে সংস্কারের উদ্যোগ নেই কারোর। সেচ দফতর ও পুরসভা সকলেই অত্যাচারির ভূমিকায়।

মোদি মৌতাতে মুগ্ধ ভারতের শেয়ার বাজার

রাজ্যসভার ঘাটতি মেটার আশায় অঙ্কুরিত আর্থিক সংস্কারের রাস্তা

কালিদাস চক্রবর্তী

হর হর মোদি, ঘর ঘর মোদি এই স্লোগানে ২০১৪ তে মুখরিত হয়েছিল গোটা দেশ। আর হবে নাই বা কেন, যে বিপুল জনাদেশ নিয়ে বিজেপি তথা এনডিএ ক্ষমতাসীন হয়েছিল তাতে নরেন্দ্র মোদির অবদান ছিল ষোলো আনা। বস্তুত ২০১৪-র লোকসভা ভোটের পর ভারতের শেয়ার বাজারও ব্যাপকভাবে বেড়ে গিয়েছিল। ২০১২-১৩-র ৫২০০-র নিফটি মোদি ঝড়ে পৌঁছে গিয়েছিল ৯২০০ তে। এই ৪ হাজার পয়েন্ট বৃদ্ধি বাজারকে অনেক ওপরে নিয়ে যায়। ফ্ল্যাশব্যাকে সেই ছবিটাই দেখা যাচ্ছে আবার। ফের ভারতের শেয়ার বাজার বাড়ছে মোদি সুনামির হাত ধরে। যেভাবে সবাইকে চমকে দিয়ে উত্তরপ্রদেশে গেরুয়া ঝড় উঠল তাতে বাজার বা থেমে থাকে কি করে। শনিবার ভোটের ফল বেড়িয়েছিল। অথচ বাজার শনি-রবিবার এমনিতেই ছিল বন্ধ। এরপর আবার সোমবার হোলির জন্য বাজার বন্ধ থাকায় ৩ দিনের লম্বা ছুটি কাটিয়ে মঙ্গলবার বাজার খোলেই বিশাল উচুতে। বাজার যে বিজেপির এই জয়কে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত তার ইঙ্গিত অবশ্য মিলেছিল আগেই। সিঙ্গাপুরে এসজিএক্স নিফটি যে হারে বেড়েছিল (৯২০০-র কাছে পৌঁছে ছিল সিঙ্গাপুরের ট্রেডিং হওয়া নিফটি) তাতে বাজার বাড়ার পুরোপুরি রসদ ছিল।

পদ্মফুলে সমৃদ্ধ ভারতে নিফটি আরও নতুন নতুন উচ্চতার সন্ধান ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে। সেই কক্ষপথগুলি হল ৯২০০ (আগের উচ্চতা), ৯৬০০, ১০,৪০০ ইত্যাদি ইত্যাদি। ভালোই বুঝতে পারছেন কিভাবে রকেটের মতো আগুয়ান ভারতীয় শেয়ার বাজার। যেভাবে তা ধাপে ধাপে বেড়ে যাচ্ছে তাতে কারেকশন শব্দটাই কেমন যেন ফিকে শোনাচ্ছে। আর যারা এতটাই কেনার জন্য ছটফট করছেন তাদের একটা কথাই বলতে পারি স্বান্তনা না দিয়ে। সেটা হল যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। এখন বাজারের তালে তালে চলুন। অবশ্যই এই ভরপুর বাজারে অতিমাত্রায় শেয়ার কেনার দরকার নেই। তা বলে আবার দূরে সরে থাকাটাট ঠিক নয়। একটা জিনিস দেখে নিন ভালো করে আপনি বা আপনারা ঠিকঠাক সেক্টরে রয়েছেন তো? মানে ধরুন যখন যেটা চলে তাতে থাকাটাই শ্রেয়। এই যেমন এখন ব্যাঙ্কিং বা ফিনান্সিয়াল সেক্টরে বেশ তাগড়া লগ্নি চলছে। এতে খানিকটা গা ভাসিয়ে থাকলে ক্ষতি তো নেই। এই কিছুদিন আগেও যে পিএসইউ ব্যাঙ্ক বা সরকারি ব্যাঙ্ক অনুৎপাদক সম্পদ না এনপিএ-র জ্বালায় ত্রাহি ত্রাহি রব তুলেছিল সেখানেই এখন কেনার বহর চলছে। এর মধ্যে কোনও খারাপ খবরকে বাজার মোটেই পাত্তা দিচ্ছে না। দেশের সেরা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কটির কথাই ধরুন না। গত ফেব্রুয়ারি মাসে বাজার যখন ক্রমশ নিচের দিকে ঢলে পড়ছে তখন সেই ব্যাঙ্কের দাম হয়ে দাঁড়িয়েছিল ১৪৮ টাকা। তা কজন সেই দামে ওই বিশেষ শেয়ারটি কিনেছেন বলুন তো? উত্তরে দেখা যাবে অধিকাংশ ট্রেডার এই সুযোগ নষ্ট করেছেন।

অর্থনীতি

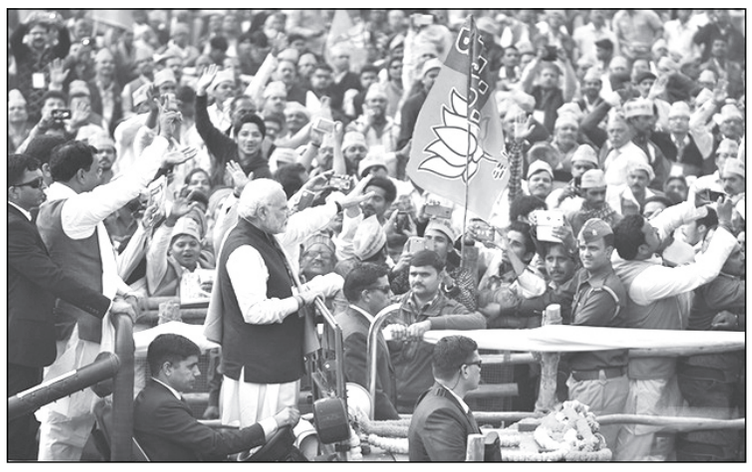

আসলে তখন বাজার জুড়ে খালি এই শব্দ শোনা যাচ্ছিল যে নিফটি-সেনসেক্স আরও অনেকটা নিচে যাবে। বাস্তবে তা ঘটল না। যখন তা আস্তে আস্তে ঘুরে গেল তখন দেখা গেল সেই শেয়ার ধরা ছোঁয়ার বাইরে পৌঁছে যাচ্ছে। আর তারপর ছমাস অতিক্রান্ত। দেখা গেল সেই শেয়ারের দাম প্রায় একশো টাকা ওপরে। ফেব্রুয়ারির সেই পতনকাল থেকে আজ পর্যন্ত অনেক শেয়ার রয়েছে যারা দ্বিগুণ, তিনগুণ কিংবা তার থেকেও অনেক বেশি হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ ওইসময় যেই মোটামুটি এই ধরণের শেয়ার স্টকে লগ্নি করেছিলেন তাদের অর্থমূল্য অন্তত ডবল হয়ে উঠেছে। এই খেলাটাই সকলকে বুঝতে হবে। ঝোপ বুঝে কোপ মারতে হবে ভালো শেয়ারে। তবেই দেখবেন বাজার বিশেষজ্ঞ জয়ে উঠছেন আপনি নিজেই। বিদেশিদের হাত ধরে সেই ভারতীয় বাজার যখন ফুলেফেঁপে উঠতে শুরু করল তখন আবার গল্প শুরু হয়েছিল এই অর্থবর্ষ ২০১৬-১৭ তেই ১০ হাজার পার করে দেবে সূচকের প্রধান স্তম্ভ নিফটি। সেনসেক্সও ৩২-৩৩ এ চলে যাবে অচিরেই বলে আশাবাদী বিশেষজ্ঞদের একদল হাঁকডাক শুরু করে দিয়েছিল।

সেই ছন্দেই ব্যাঘাত ঘটতে শুরু করল উপর্যুপরি কয়েকটি ঘটনা পরপর তাদের অস্তিত্বের জানান দেওয়ার পর থেকে। ভারতীয় সেনা ঘাঁটি উরিতে পাক মদতপুষ্ট উগ্রপন্থীদের নারকীয় আক্রমণের পর সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের পোশাকী নামে ভারত যোগ্য দিল অধিকৃত কাশ্মীরে রাতের অন্ধকারে হামলা চালিয়ে। যার জেরে ধ্বংস করে দেওয়া সম্ভব হল উগ্রপন্থীদের বেশ কয়েকটি শিবির। এই ঘটনার রেশ মিটতে না মিটতে দু-দুটি ঘটনা হঠাৎ করেই আরও কাঁপিয়ে দেয় ভারতের শেয়ার বাজারকে। তার মধ্যে নিঃসন্দেহে উল্লেখ করতে হবে ভারত সরকারের রাতারাতি পুরনো ৫০০-১০০০ টাকার নোট বাতিল করার সিদ্ধান্ত এবং পাশাপাশি রিপাবলিকান ডোনাল্ড ট্রাম্পের মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হওয়া। এই দুটি ঘটনার জন্য সেভাবে প্রস্তুত ছিল না ভারতের বাজার। কালোবাজারী রুখতে মোদি সরকারের নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা আম দেশবাসী মেনে নিয়েছেন। তাও এই সিদ্ধান্তের জেরে নগদের জোগানে সমস্যা ঘটায় বেশ কিছুটা চাপে পড়েছিল দেশের অর্থনীতি। এখন অন্তত দুটো ত্রৈমাসিক অর্থাৎ বড়জোর এই অর্থবর্ষ শেষ হওয়া পর্যন্ত ভারতের সার্বিক বৃদ্ধির হার এতে খানিকটা কমে যেতে পারে এমন একটা আশঙ্কা ছিল। যদিও বাস্তবে দেখা গেল সেরকম কোনও সমস্যা আদৌ হয় নি। তবে নোট বাতিলের সুফল যখন প্রকৃত ফলতে থাকবে তখন এই জিডিপি'র বৃদ্ধিও কিন্তু ঘটবে সমানতালে। তার জন্য এখন বাজারে খানিকটা 'ওয়াচ অ্যান্ড সি' নীতি নিয়ে চলার পক্ষেই মত দিচ্ছেন বিভিন্ন অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা। কারণ ভারতের অর্থনীতির বুনিয়াদ এতটাই মজবুত ও এখানকার গণতন্ত্র যেরকম শক্তিশালী তাতে বাজার ভবিষ্যতে অনেক ওপরে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এখন থেকেই অত্যন্ত সুলভ মূল্যে চলে আসা বিভিন্ন ভালো কোম্পানির শেয়ারের দিকে 'পাখির চোখ' করা ভীষণ প্রয়োজন। যার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর হল ফার্মা, আইটি এবং ব্যাঙ্ক। নজর দেওয়া যেতে পারে ধাতু সম্পর্কিত শেয়ারের দিকে।

পিএসইউ ব্যাঙ্ক তেজিয়ান হয়ে ওঠে বিদেশিদের কেনার হাত ধরে। যার জন্য মোদির নোট-বন্দিকে তারিফ জানাতেই হয়। অপরদিকে বাজারের পতন তথা ব্যাঙ্ক নিফটির কারেকশনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পতন ঘটেছে বেসরকারি ব্যাঙ্কেরও। সুতরাং ভারতীয় বাজারকে পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি অর্জন করতে হলে সবার আগে ব্যাঙ্ক নিফটিকে রুখে দাঁড়াতে হবে। সদর্পে গর্জন করে পুরো ভারতীয় বাজারের হাল ধরতে হবে। বাজারের এই সন্ধিক্ষণে দেশের বুল রান তথা ষাঁড় দৌড়কে সচল রাখতে প্রধান ভূমিকা নিতে হবে ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক সংস্থার শেয়ারগুলিকে। এটাই এই মুহূর্তের সবথেকে বড় চাহিদা। না হলে মুখ থুবড়ে পড়তে সময় লাগবে না। আশার কথা সেই ব্যাঙ্কের হাত ধরেই এবার বাজার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। তার সঙ্গে সামিল হয়েছে আরও এক মার খাওয়া কাউন্টার স্টিল বা ধাতু সেক্টর। উল্লেখযোগ্যভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে টাটা স্টিলের মতো বড় মাপের শেয়ার। তাছাড়া বহুদিন পেটাই খাওয়ার পরে ওষুধ কাউন্টারেও বইছে নব বসন্তের হাওয়া। এই হাওয়াকে আরও প্রবল করে তুলেছে মোদি সরকারের সাম্প্রতিক সাফল্য। এর রেশ ধরে ভারতের শেয়ার বাজার যদি ১০ হাজারের দিকে চলে যায় তাহলে অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না।

সি আর পি এফে ২১৯ স্টেনোগ্রাফার

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশ জুড়ে ২১৯ জন স্টেনোগ্রাফার নেবে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)। নিয়োগ হবে অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর পদে।

সাধারণ প্রার্থদের জন্য ৭৫টি (এর মধ্যে ৫টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে), তফসিলি জাতির প্রার্থীদের জন্য ৪২টি (এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে), তফসিলি উপজাতিদের জন্য ২২টি এবং ওবিসি প্রার্থীদের জন্য ৮০টি (এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে) শূন্যপদ সংরক্ষিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক সঙ্গে প্রতি মিনিটে ৮০টি শব্দের গতিতে শর্টহ্যান্ডে ১০ মিনিট ধরে লেখার দক্ষতা এবং শর্টহ্যান্ডে নেওয়া ডিক্টেশন ইংরেজিতে ৫০ মিনিটে বা হিন্দিতে ৬৫ মিনিটে কম্পিউটারে টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে।

দৈহিক মাপজোক : উচ্চতা : ১৬৫ সেমি (গোর্খা ও তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৬২.৫ সেমি)। মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৫৫ সেমি (তফসিলি উপজাতি এবং গোর্খা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৫০ সেমি)। বুকের ছাতি : পুরুষদের ক্ষেত্রে না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৭ ও ৮২ সেমি (তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭৬ ও ৮১ সেমি) সব ক্ষেত্রেই বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন হতে হবে। প্রার্থীকে শারীরিক ভাবে সুস্থ হতে হবে। ভাঙা হাঁটু, শিরাস্ফীতি, তির্যক দৃষ্টি এবং চ্যাটালো পায়ের পাতা থাকলে চলবে না।

দৃষ্টিশক্তি : চশমা ছাড়া কাছের ক্ষেত্রে ভালো চোখে

কাজের খবর

এন-৬, খারাপ চোখে এন-৯। দূরের ক্ষেত্রে ভালো চোখে ৬/৬, খারাপ চোখে ৬/৯। রং চেনার ক্ষমতা সিপি-থ্রি মানের হতে হবে।

বয়স : ২৫-৪-২০১৭ তারিখে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫ ওবিসিরা ৩, প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন ক্রম : ২৯,২০০-৯২,৩০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে দৈহিক মাপজোক যাচাই, লিখিত পরীক্ষা এবং স্কিল টেস্টের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষা ১৬ জুলাই। ২২৫ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে দুটি পার্টে। পার্ট-ওয়ানে প্রশ্ন হবে জেনারেল ইন্টেলিজেন্স, জেনারেল ইংলিশ বা হিন্দি, নিউমেরিক্যাল অ্যাপ্টিটিউড এবং ক্ল্যারিক্যাল অ্যাপ্টিটিউড বিষয়ে পার্ট-টুতে থাকবে হিন্দি বা ইংরেজি মাধ্যমে ডেসক্রিপটিভ ধরনের প্রশ্ন। এর পর স্কিল টেস্ট প্রতি মিনিটে ৮০টি শব্দের গতিতে ১০ মিনিট ধরে শর্টহ্যান্ড নেওয়া ডিক্টেশন ইংরেজিতে ৫০ মিনিটে বা

হিন্দিতে ৬৫ মিনিটে কম্পিউটারে টাইপ করতে হবে। সবশেষে নেওয়া হবে মেডিক্যাল এক্সামিনেশন।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.crpfindia.com প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে তিনটি পার্টে। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্তের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফটো এবং সই (উভয়ই জেপিজি ফর্ম্যাটে ৪ থেকে ১২ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

যথাযথভাবে অনলাইন দরখাস্ত সাবমিট করার পর অ্যাপ্লিকেশন নম্বর পাওয়া যাবে। পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে প্রয়োজন হবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ১০০ টাকা। অনলাইনে নেট ব্যাঙ্কিং বা ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে কিংবা অফলাইনে ব্যাঙ্ক চালানের মাধ্যমে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যে-কোনও শাখায় ফি জমা দিতে পারেন। এস বি আই চালানের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল। ফি জমা দিয়ে পাওয়া রসিদ নিজের কাছে রেখে দেবেন, পরে প্রয়োজন হবে। মহিলা, তফসিলি এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফি দিতে লাগবে না।

পরীক্ষাকেন্দ্র এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট। অথবা ফোন করতে পারেন এই নম্বরে : ০১১ ২৪৩৬ ৮৬৩০।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৮ মার্চ – ২৪ মার্চ, ২০১৭

মেষ : শরীর স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। চলাফেরায় সাবধান থাকতে হবে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। অনেকে কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। আর্থিক বিষয়ে শুভ। সঞ্চয়ে বাধা।

বৃষ : পতি-পত্নীর মধ্যে মতবিরোধ ঘটবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। ভ্রাতা বা ভগ্নীর সাহায্য পাবেন। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। ব্যবসায়ে লাভের যোগ লক্ষিত হয়।

মিথুন : গৃহে আত্মীয় সমাগম ঘটবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে ফল ভাল পাবেন। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। বুদ্ধির জোরে আপনি অসাধ্য সাধন করতে পারবেন। এবং আপনার সুনাম যশ বজায় থাকবে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

কর্কট : মনের উচ্চ আশাগুলি একে একে পূরণ হবে। চাকুরীর স্থলে উন্নতির যোগ রয়েছে। বেকারত্বের অবসান হবে। বাধা মতই আসুক লেখাপড়ায় ফল ভালই হবে । চোখের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। পিতার পক্ষে সময়টি শুভ।

সিংহ : অনেক চেষ্টা করেও শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। যাঁরা গান বাজনা নিয়ে আছেন তাঁদের পক্ষে সময়টি শুভ নয়। অর্থনৈতিক বিষয়ে ভাল ফল পাবেন না। সঞ্চয়ে বাধা। সন্তানের শরীর নিয়ে চিন্তিত থাকবেন।

কন্যা : প্রেম-প্রীতির দিকে অগ্রসর না হওয়াই ভালো, গৃহ-ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে বাধা আসবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল হবে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। পিতার পক্ষে সময়টি শুভ। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। ভ্রমণের যোগ।

তুলা : মানসিক চঞ্চলতার জন্য শিক্ষায় ক্ষতি। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে মিল মিশ হবে। বেকারত্বের অবসান হবে। পিতার আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। শরীরের প্রতি যত্নবান হউন। আয় উন্নতির যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলি ভালভাবে করবে সমর্থ হবেন।

বৃশ্চিক : মনের মধ্যে সবসময় একটা অশান্তি ভোগ করবেন। একটু ধৈর্য্য ধরুন। প্রত্যেকটি কাজ মন দিয়ে করার চেষ্টা করুন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। ধর্মের দিকে মন আকৃষ্ট হবে। তীর্থ ভ্রমণ যোগ রয়েছে।

ধনু : শরীর আপনার ভাল যাবে না। খাওয়া-দাওয়ায় খুব সাবধান থাকতে হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত হবেন। গৃহে অশান্তি না হলেও শান্তিও থাকবে না। খুব বুদ্ধি করে ধৈর্য্য ধরে চললে কিছুটা শান্তি বজায় থাকবে। অন্যের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেবেন না।

মকর : দায়িত্ব কর্তব্যের কাজে আপনি পিছুপা হবেন না। আপনার ধৈর্য শক্তিকে প্রশংসা করতেই হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষায় আশানুরূপ ফল পাবেন না। কর্মস্থলে সুনাম, যশ বজায় থাকবে। সন্তান-সন্ততি বিষয়ে শুভফল পাবেন।

কুম্ভ : বুদ্ধির ভুলে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে মোটামুটি শুভফল পাবেন। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে ভাল ফল পাবেন। দৈব-দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। অন্যের কথায় কান দেবেন না।

মীন : মাথা গরম না করে একটু ধৈর্য্য ধরে চলুন অবশ্যই উন্নতি হবে। ব্যবসায়ে লাভের যোগ লক্ষিত হয়। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা আসবে। ধর্মীয় বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। নূতন কর্মলাভের যোগ রয়েছে।

শব্দবার্তা ২২

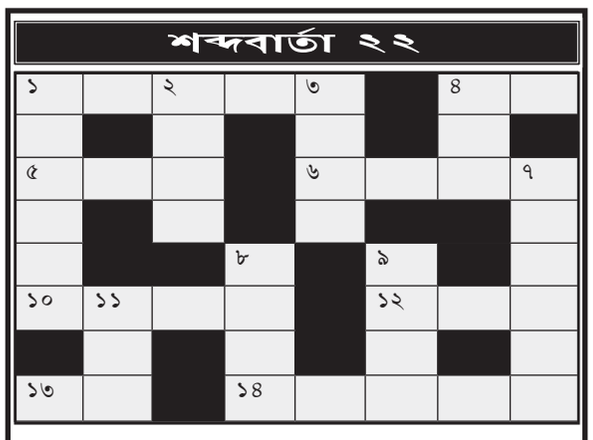

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। নক্ষত্রবিশেষ ৪। তালের রস ৫। আসকে পিঠে ৬। করমচা ফল ১০। খুব বেশি ১২। জমির পরিমাণ ১৩। দুই ভাগে বিভক্ত ১৪। যেদিনে কোনো ক্রিয়াকর্ম করলে ফলের সম্ভাবনা নেই।

উপর-নীচ

১। দেহে অস্ত্রোপচার ২। অতি গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদাসম্পন্ন বা প্রতিপত্তিশালী লোক ৩। টানাটানি, পীড়াপীড়ি ৪। শিক্ষা ও উপদেশ ৭। ভৃত্যবর্গ, দাসদাসী ৮। দুর্বৃত্ততা ৯। অসি, তরবারি ১১। ক্ষণমাত্র, একটুও।

সমাধান : শব্দবার্তা ২০

পাশাপাশি : ১। কয়লা ৩। নিশ্চুপ ৫। লাভালাভ ৭। সাঙ্গ ৮। সঠিক ১১। অলস ১৩। বনা ১৪। হাতাহাতি ১৫। রাবড়ি ১৬। কনিষ্ঠ।

উপর-নীচ : ১। কলম্বাস ২। লালাটিক ৩। নিভ ৪। পতঙ্গ ৬। লালন ৭। সামাল ৯। ঠিকানা ১০। ক্ষমতা ১১। অনৈতিক ১২। সত্যনিষ্ঠ ১৩। বখরা ১৪। হাড়ি।

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**-গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**-রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**-দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**-দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**-পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**-সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**-কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**-অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**-প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**-বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**-সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**-কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**– পিউ বুকস্টল ● **নিউ ব্যারাকপুর ২ প্ল্যাটফর্মম** –সোমেন পাল ● **কল্যাণী**-সব্যসাচী সান্যাল ● **ব্যারাকপুর**-বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**-নরেন চক্রবর্তী ● **শ্যামবাজার**-পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**-মহেন্দ্র বুকস্টল/ভানু বুকস্টল ● **হাতিবাগান**-দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**-তরুণ বুকস্টল ● **লেকটাউন**-গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**-টি এন বুকস্টল ● **কালিন্দী**-বিশুদা ● **পি এন বি**– এস বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**-জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**-চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**-খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং/ সুমন মুখার্জী ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম সাহা ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

বাইকে দুর্ঘটনায় আহত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি : বন্ধুর কেনা বাইকে চেপে হুগলি জেলার ডানকুনির চন্ডিতলার একটি বারে গিয়েছিল। সেখান থেকে বাড়ি ফেরার পথে বিমল ধাবার কাছে হাই রোডে বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়ে আরজি কর হাসপাতালে ভর্তি হল দুজনেই। এর মধ্যে হাওড়া নিশ্চিন্দা থানার সাঁপুই পাড়া রবীন্দ্রপল্লির বাসিন্দা রনি দাসের অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। তার ডান পায়ের হাঁটুর নিচের অবস্থা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। ডান পায়ের কিছুটা অংশ বাদ দিতে হতে পারে বলে জানান আরজি করের চিকিৎসকেরা। অন্যদিকে বালি শান্তিনগরের বন্ধুর পায়ের গোড়ালিটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা যায়। প্রথমদিকে রনি গাড়ি চালালেও পরে অবশ্য তার বন্ধু নিজের কেনা বাইক চালাতে গিয়েই টাল সামলাতে না পেরে বাইক নিয়ে হাই রোডে ছিটকে পড়লে লরির পিছনের চাকা দুই জনের পায়ের উপর দিয়ে চলে যায় বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। বন্ধু রনি দাসের স্ত্রী সাত মাসের অন্তসত্বা বলে জানা যায়। এই অবস্থায় স্থানীয় এই দুর্ঘটনা প্রচন্ড মানসিক এবং আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হন স্ত্রী। ঘটনাটি ঘটে শনিবার রাত সাড়ে আটটার সময়। রনি দাসের বন্ধুর পরিচয় অবশ্য জানা যায় নি।

বাইক–লরির সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : অশোকনগর থানা এলাকার কালীবাড়ি মোড় এলাকায় বাইক আরোহীর সঙ্গে লরির সংঘর্ষকে ঘিরে মঙ্গলবার উত্তেজনা ছড়াল, পুলিশ জানিয়েছে, জখম ওই বাইক আরোহীর মাথায় হেলমেট ছিল না। লরির ধাক্কায় তিনি জখম হওয়ার পরই স্থানীয়রা ডিভাইডারের দাবিতে ক্ষোভে ফেটে পড়ে। লরিটিতে ভাঙচুর ও চালানো হয়। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জখম আরাহীকে বারাসাত জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

বাইক কাড়ল বৃদ্ধার প্রাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফের বাইক দুর্ঘটনায় প্রান গেলো সোনারপুরে বোসপুকুরের বাসিন্দা প্রেমেন্দ্র নাথ ঘোষ ৬২ ।দুপুর দুটো নাগাদ নরেন্দ্রপুর মিশন গেটের সামনে এক যাত্রী বোঝাই অটো যাচ্ছিলো গন্তব্য স্থানে।অটোর দুপাশে দুটো বাইকের কেরামতি ও রেস করতে গিয়ে একটি বাইকের সঙ্গে ধাক্কা লাগে অটোতে । অটোচালকের সামনে বসা প্রেমেন্দ্র বাবু সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যায় রাস্তায় । মাথায় আঘাত লাগে। স্থানীয় লোকজনের সাহায্যে প্রেমেন্দ্র বাবুকে স্থানীয় নার্সিংহোম হিন্দুস্থান হেলথ পয়েন্টে নিয়ে যায় ওখান থেকে টালিগ' বাঙ্গুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষনা করে। প্রেমেন্দ্র বাবু ছিলেন বি, এস, এন, এলের এক জন অস্থায়ী কর্মী।সোনারপুর থানা বাইক দুটি আটক করে সঙ্গে গ্রেপ্তার করে চালককে।

ধর্ষণের দায়ে গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বারুইপুর থানার পশ্চিম দাস পুরের এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ধর্ষন ও শাসানীর ঘটনায় ছাত্রীর বাবা সফি উল্লা অভিযোগ করে বারুইপুর থানায়। পুলিশ সুত্রের খবর –ছয় মাস আগে অর্থাৎ ২০১৬ সালে মাধ্যমিকের ছাত্রীর গৃহ শিক্ষক ছিলো আবদুল রহিম। ছাত্রী ও শিক্ষক একই পাড়ায় বসবাস করতো। ছয় মাস আগে ছাত্রীকে পটিয়ে নিয়ে যায় ডায়মন্ড হারবারের একটি হোটেলে। সেখানে একটি জলের বোতলে ঘুমের অষুধ মিশিয়ে ছাত্রীকে বেহুশ করে ধর্ষন করে। শুধু তাই নয় ধর্ষনের ছবি ভিডিও করে ফেস বুকে আপলোড করার কথা বলে ভয় দেখাতে শুরু করে ছাত্রীটিকে। ছত্রীটিকে অনেক দিন ধরে ফেস বুকে ধর্ষনের ছবি দেখানোর কথা বলে রহিম। ছাত্রীকে ব্ল্যাক মেলিং শুরু করে দেয় রহিম। শেষ মেশ ছাত্রীটি গৃহ শিক্ষকের এই নোংরা আচরনে নিজে ঘুমের অষুধ খেয়ে আত্ম হত্যার চেষ্টা করে। রাতেই বারুইপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ।চিকিৎসকদের বক্তব্য –ছাত্রীটি নিজেই সব ঘটনা জানায়। এরপর ছাত্রীটির বাবা সফি উল্লা বারুইপুর থানায় অভিযোগ করলে ২৩ বছরের রহিমকে গ্রেফতার করে। বারুইপুর আদালত তিন দিনের পুলিশ হেফজত দেয়।

লাল সবুজ ছেড়ে গেরুয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তরাখন্ডে মোদী ঝড়ের আচঁ এখানেও ছোয়া লাগতে শুরু করেছে। দক্ষিন ২৪ পরগনা কুলতলী থেকে সিপিএম, এসইউসিআই ও তৃণমূল পার্টী থেকে ছেড়ে বি, জে, পিতে যোগদান করলো ৬৪ জন সমর্থক। দক্ষিন ২৪ পরগনা পূর্ব জেলা পার্টী অফিসে বি জে পির দক্ষিন চব্বিশ পরগনা জেলা সভাপতি ত্রিদিব মন্ডল তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিলেন। সদ্য যোগদানকারীরা বলেন আমরা ৬৪ জন আজ যোগদান করলাম এর সঙ্গে আমাদের পরিবার রয়েছে সুতরাং ৩০০–৪০০ জন বি জেপি পার্টীতে যোগ দিলাম দেশের উন্নয়নের সার্থে।

বাতিল টোটো বনাম অনুমোদিত ই–রিকশা

ক্ষোভের আগুন ছড়াবার অপেক্ষায়

উত্তর ২৪ পরগনা

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিবহন দফতরের পক্ষ থেকে সমগ্র জেলা জুড়ে বর্তমানে চালু 'চাইনিজ টোটো' বাতিল করে 'মেড ইন ইন্ডিয়া ই–রিকশা' চালু করছে। এই মর্মে সম্প্রতি জেলা শহর বারাসতের কাছারি ময়দানে ১০ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে এই ই–রিকশার সূচনা রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারি ও খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক।

এদিন চালক ও মালিক মিলিয়ে প্রায় এক হাজার লোকের হাতে ই–রিকশার চাবি তুলে দেওয়া হয়। এইসব ই–রিকশার ইঞ্জিন ও চেসিসগুলোতে নম্বর রয়েছে। রাস্তায় কোনও রকম দুর্ঘটনা ঘটলে এগুলির ক্ষেত্রে বিমার সুবিধা পাওয়া যাবে। এই ই–রিকশাগুলি জাতীয় সড়ক ও রাজ্য সড়ক এড়িয়ে কিভাবে চলবে, তা প্রশাসন ঠিক করে দেবে বলে জানানো হয়।

প্রসঙ্গত, সংখ্যায় কম হলেও ইতিমধ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে জেলার বেশ কয়েকটি পুরসভা এলাকায় এই ই–রিকশা চালু করা হয়েছে। চলতি মাসে জেলায় আরও এক হাজার এই রিকশা চালু করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের কর্তাদের দাবি পরবর্তীকালে সারা জেলার প্রতিটি রুটের ই–রিকশা চালু করা হবে। পরিবহন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় প্রায় ১৫–১৬ হাজার টোটো রয়েছে। এই টোটোগুলির বেশিরভাগই চাইনিজ টোটো। চিন থেকেই এই টোটোগুলির যন্ত্রাংশ আমদানি করা হয়। ভারতে কেবল জোড়া লাগানো হয়। পরিবহনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তাজনিত পরীক্ষা–নিরীক্ষা এগুলোতে করা হয় না। তাই এই ধরনের অবৈজ্ঞানিক চাইনিজ টোটোগুলি বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিবহন দফতর।

পরিবহন দফতরের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার আঞ্চলিক পরিবহন অধিকর্তা সিদ্ধার্থ রায় বলেন, 'সম্প্রতি বারাসত, মধ্যমগ্রাম, বনগাঁ, বারাকপুর, কামারহাটি, উত্তর বারাকপুর, উত্তর দমদম সহ জেলার বিভিন্ন এলাকায় আপাতত অল্পসংখ্যক ই–রিকশা চালু করা হয়েছে।' তিনি এও বলেন 'এই বাতিল টোটোগুলির মালিকরাই এগুলি কাটাই করবেন। যারা টোটো চালাচ্ছেন তাদেরই ই–রিকশা দেওয়া হবে। রুট পারমিটও দেওয়া হচ্ছে তাদের। প্রাথমিক পর্যায়ে ২০ হাজার টাকা ডাউন পেমেন্ট করতে হবে। বাকি টাকা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে মাসিক কিস্তিতে দিতে হবে। এক একটি ই–রিকশার মূল্য পড়বে প্রায় ৮৫ থেকে ৯০ হাজার টাকা।' টোটোর চালকরা বলেন, '৮৫ থেকে ৯০ হাজার টাকা এগুলির দাম পড়লেও ব্যাটারি ও চার্জার আলাদাভাবে কিনতে হচ্ছে। যার দাম প্রায় ৩০ হাজার টাকা। ফলে প্রায় এক লক্ষ ৩০ হাজার টাকা সাকুল্যে দাম পড়ে যাচ্ছে।' বাতিল টোটোগুলি নতুন কিনতে খরচ পড়েছিল প্রায় ৮০ থেকে ৯০ হাজার টাকা। অনেকেই বাড়ি সোনা–গয়না বিক্রি করে তা কিনেছিলেন। অনেকেরই এইসব টোটোর দাম এখনও শোধ হয়নি। ফলে নতুন করে এখন এই ই–রিকশা কেনা অনেকেরই সাধ্যের বাইরে। তবে এর মধ্যে কেউ কেউ আছেন, যাদের দশ–পনেরোটা করে টোটো আছে। সেগুলি বিভিন্ন চালকদের ভাড়ায় দেওয়া আছে। টোটোর এইসব মালিকরা মোটামুটি প্রভাবশালী। এইসব মালিকদের মধ্যে বেশ কিছু পুরসভার কাউন্সিলর যেমন আছেন, তেমনই আছেন বিভিন্ন ক্লাব সংগঠনের কর্মকর্তারাও। সবচেয়ে অসুবিধায় পড়েছেন, যারা কষ্টেসৃষ্টে রুটি রুজির তাগিদে নিজে টোটো কিনে চালাচ্ছিলেন। চালকদের অনেকেরই অভিযোগ, পরিবহন দফতর অনুমোদিত এই ই–রিকশাগুলি যে বাতিল টোটো থেকে মজবুত বা উন্নতমানের, তা নয়। তবে কেন টোটোগুলিকে বাতিল করে কয়েক হাজার পরিবারকে দুর্ভোগের মুখে ঠেলে দেওয়া হল? এ প্রশ্ন ভিতরে ভিতরে ক্ষোভের আগুন প্রজ্জ্বলিত করছে বলে মনে করছেন অনেকেই।

আলিপুর বার্তার খবরের জের

ডাম্পিং গ্রাউন্ড : নড়ে চড়ে বসলো মহেশতলা পুরসভা

দীপক ঘোষ : গত ৪ মার্চ আলিপুর বার্তা সংবাদ পত্রে ''মহেশতলার সারাঙ্গবাদে গণমড়ক লাগবে'' এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর মহেশতলা পুরসভার অন্দরে চাপ বেড়েছে কারণ রাজ্যের মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় নিজেই যখন এই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ফলে সারাঙ্গাবাদের নিচু তলার তৃণমূল কর্মী ও নেতারাও চাপ বাড়িয়েছেন পুরসভার উপর। ৩৫ নম্বর ওয়ার্ড থেকে খুব শীঘ্রই গণ ডেপুটেশনের ব্যবস্থা হচ্ছে। ডাম্পিং গ্রাউন্ড সম্পর্কে পুর বোর্ড খোঁজ খবর নিচ্ছেন এবং জঞ্জাল স্তূপাকৃত থাকার জন্য কর্মচারীদের উপর দুর্গন্ধ না ছড়ায় তার জন্য চাপ বেড়েছে। অন্যদিকে প্রতিক্রিয়া হিসাবে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের বিপরীতে থাকা যজ্ঞেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা অলোকা মিত্র বলেন দুর্গন্ধের মধ্যে ক্লাস করতে হয়। বিশেষ করে স্কুলের দোতলার ছাত্রীদের খুবই দুর্গন্ধ ভোগ করতে হয়। এব্যাপারে পুর কাউন্সিলর ও স্কুল সম্পাদক কে বারে বারে মৌখিক ভাবে জানিয়েছি। আরও পরিতাপের বিষয় ডাম্পিং গ্রাউন্ড সংলগ্ন প্রায় ৬টি বাড়ির মালিক জমি বিক্রি করে এলাকা ছাড়তে চাইছেন। তারা বলেছেন আমাদের বাড়ি পুরসভা কিনে নিক কারণ সাধারণ কোনও মানুষ এই ভাগাড়ে বাড়ি কিনতে চাইবে না। তাই পুরসভা হস্তক্ষেপ করুক। স্থানীয় তৃণমূল নেতা অমরেশ ঘোষ বলেন তৎকালীন পুরবোর্ডের বামফ্রন্টের মনোনীত চেয়ারম্যান প্রয়াত কালী ভান্ডারী ও প্রাক্তন পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে এই ডাম্পিং গ্রাউন্ডের জন্ম হয়। তখন বলা হয়েছিল ১০–১৫টি ওয়ার্ডের বাজারের আবর্জনা এখানে ফেলা হবে। কিন্তু বর্তমানে ৩৫টি ওয়ার্ডের আবর্জনা এখানে ফেলা হচ্ছে। এবং কেঁচো সার হওয়ার কথা ততো হয় না। ওয়ার্ড কাউন্সিলর রতন অধিকারী বলেন বাম আমালের নেতা মন্ত্রীরা সারাঙ্গবাদের মানুষকে ভুল বুঝিয়ে জমি হস্তগত করে এই ভাগাড় তৈরি করে গিয়েছে। আমার ওপর সাধারণ মানুষের চাপ বাড়ছে এবং জমি বাড়ি বিক্রি করে এলাকা ছাড়ার জন্য জানিয়েছে। আমি নিজে চেয়ারম্যানকে জানিয়েছি। এবং মানুষের দুর্ভোগের কথা বলেছি। এখন দেখার বিষয় পুরসভা কি সুরাহা করে।

হাইড্রেনে আগুন, দুর্ভোগে মানুষ রেল পুরসভা টানাটানি সংস্কারে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কাঁচড়াপাড়ায় গত ২ মার্চ বৃহস্পতি বার আগুন লেগে ছিল রেলের হাই ড্রেনে।

প্রায় দুই সপ্তাহ অতিক্রান্ত হতে চললেও বীজপুর থানার সামনে অত্যন্ত ব্যস্ত গুরুত্ব পূর্ণ রাস্তা খুঁড়ে হাই ড্রেনের আগুন দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। মুল গভীর রাস্তা কেটে আগুন লাগা হাই ড্রেনের সন্ধান পাওয়া যায়। কাঁচডাপাডা রেলওয়ে ওয়ার্ক শপ লাগোয়া হাইড্রেন গুলিতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। কাঁচড়াপাড়া রেল ওয়ার্ক শপের ড্রেনগুলিতে প্রচুর পরিমাণে দাহ্য পদার্থ যেমন কেরোসিন তেল, মোবিল, ডিজেল, ভেসলিন এমনকি পেট্রল জমা হয় প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে। ফলে কোনও না কোনও ভাবে ড্রেনে অগ্নি সংযোগ ঘটায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে। বীজপুর থানার সামনে ওয়ার্কশপ রোডের অত্যন্ত ব্যস্ত রাস্তায় অফিস টাইমে এই ধরনের ঘটনায় দারুণ আতঙ্ক ছড়িড়ে পড়ে। বন্ধ হয়ে যায় সমস্ত যান চলাচল। সৃষ্টি হয় ব্যাপক যানজটের। বীজপুর থানা সূত্রে এবিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে বলা হয় বর্তমানে ড্রেনে আগুন লাগলে ও সেটা নিয়ন্ত্রণে। বীজপুর থানার সামনে দাঁড়িয়ে থানার কর্মী অঞ্জলি আইচ বলেন, নৈহাটি, কাঁচড়াপাড়া, কল্যাণী থেকে পাঁচটি দমকলের গাড়ি এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার ফলে ক্ষয় ক্ষতির তেমন কোনও ঘটনা ঘটেনি। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো ঘটনার প্রায় দুই সপ্তাহ অতিক্রান্ত হতে চললো অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ ব্যস্ত এই রাস্তার পাশে বিশাল গভীর গর্ত ভরাট করার কোনও ব্যবস্থা এই সংবাদ প্রেসে যাবার সময় পর্যন্ত দেখা যায় নি।

একটি প্রশ্নের উত্তরে কাঁচড়াপাড়া ইন্ডিয়ড় গার্লস স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী নিশা চৌধুরী, বৈজয়ন্তী বালা, কাঁচড়াপাড়া রেল কর্মী অমিত ব্যনার্জী, জগৎ সিং, ভৈরব পাশোয়ানরা জানান পরিস্থিতি এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে কোনও দিন বড় সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

একদম থানা লাগোয়া যে বাণী দার জেরক্স সেন্টার বা দোকান টিকে ভেঙে এই অগ্নি সংযোগ বিস্তার রোধ করতে হয় সেই দোকানের ও কোন সংস্কার এই সংবাদ প্রেসে যাবার সময় পর্যন্ত কোনও উদ্যোগ দেখা যায় নি।

এদিকে এবিষয়ে প্রশ্ন করা হলে কাচড়াপাড়া পুরসভার পুরপ্রধান সুদামা রায় জানান, বিষয়টি সম্পূর্ণ কাঁচড়াপাড়া রেল ওয়ার্কশপের দেখার বিষয়। এই পুরসভা ও রেলের মধ্যে কাছি টানাটানির ফলে পড়ে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ চরমে উঠেছে। এখন দেখার এই পথের শেষ কোথায়? কি আছে শেষে?

কেন্দ্রীয় মহিলা তৃণমূল কার্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১০ মার্চ সাতগাছিয়া বিধানসভার সালতিঘাটায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের উদ্বোধন করলেন জেলার সংগঠনের সভানেত্রী রত্না চট্টোপাধ্যায়। এদিন প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে প্রচুর

কর্মী–সমর্থকরা উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি সামিমা সেখ। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন জেলার আইএনটিটিইউসির সভাপতি শক্তিপদ মন্ডল, জেলার কর্মাধ্যক্ষ তন্দ্রা পুরকাইত সহ অন্যান্যরা। সভার সভাপতিত্ব করেন বজবজ–২ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি শ্রাবণী সাহা। এদিন রত্না চট্টোপাধ্যায় বলেন, তিনি এই কার্যালয়ে মাসে একদিন বসাবেন। মহিলা সংগঠনকে আগামীদিনে আরও মজবুত করা হবে। মহিলাদের নানা সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সচেষ্ট হবেন। সালতিঘাটায় তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস কার্যালয়ের ভূমি দান করেন প্রণব সাউ। কার্যালয়ে বর্তমানে দেখাশোনার দায়িত্বে আছেন তৃপ্তি মন্ডল।

জিরো ডিফেক্ট জিরো এফেক্ট সচেতনতা শিবির

রিম্পি ঘোষ: রাজ্য ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পোদ্যোগ ফেডারেশন এবং ভারতীয় লঘু, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পোদ্যোগ ফেডারেশনের সহযোগিতায় ভদ্রেশ্বরের বিঘাটির মালিয়াপাড়ার ভর্গবতী একাডেমিতে 'জিরো ডিফেক্ট জিরো এফেক্ট' বিষয়ে এক দিবসীয় একটি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের (চুঁচুড়া) শাখার ম্যানেজার শাশ্বতী দত্ত বাগচী, কোয়ালিটি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার সদস্য সঞ্জয় বসু, রাজ্য ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পোদ্যোগ ফেডারেশনের ইন্দ্রজিৎ দত্ত ও দি ইনস্টিটিউট অফ কষ্ট অ্যাকাউন্টস অফ ইন্ডিয়ার পূর্বাঞ্চলের সম্পাদক আশিস ব্যানার্জী। শিবিরে স্বাগত ভাষণ দেন রাজ্য ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পোদ্যোগ ফেডারেশনের সম্পাদক হিরন্ময় গাঙ্গুলী। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের (চুঁচুড়া) শাখার ম্যানেজার শাশ্বতী দত্ত বাগচী বলেন, ব্যাঙ্ক থেকে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত আর্থিক ঋণ 'শিশু ঋণ', ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আর্থিক ঋণ 'কিশোর ঋণ' ও ১০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আর্থিক ঋণ 'তরুণ ঋণ' লঘু, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পোদ্যোগীরা পেতে পারেন। শিবির সূত্রে জানা যায়, লঘু, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পোদ্যোগ মন্ত্রক থেকে লঘু, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পোদ্যোগ যথাক্রমে প্রায় ৮০ শতাংশ, ৬০ শতাংশ ও ৫০ শতাংশ ভরতুকি পাওয়া যায়। তপশিলি জাতি, উপজাতি, মহিলাদের ক্ষেত্রে এবং উত্তর – পূর্বাঞ্চল ও জম্মু – কাশ্মীরের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আরও ৫ শতাংশ ভরতুকি পাওয়া যাবে। এই 'জিরো ডিফেক্ট জিরো এফেক্ট' বিষয়টি 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্পেরই একটি অংশ। সমস্ত লঘু, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পোদ্যোগ ও উৎপাদন শিল্প 'জিরো ডিফেক্ট জিরো এফেক্ট' এর প্রশংসাপত্রের আওতাভুক্ত। 'জিরো ডিফেক্ট জিরো এফেক্ট' হল স্বেচ্ছাকৃত যোগদান প্রকল্প যা বিশ্বস্তরের প্রতিযোগিতায় পথ দেখাবে। যে সকল লঘু, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পোদ্যোগ 'জিরো ডিফেক্ট জিরো এফেক্ট' এর আওতাভুক্ত তারা প্রকল্পের বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধা লাভ করবে। 'জিরো ডিফেক্ট জিরো এফেক্ট' এর প্রশংসাপত্রের আওতাভুক্ত কোন লঘু, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পোদ্যোগ পুনরায় প্রায় ৬ মাস পর পুনরায় প্রশংসাপত্রের আওতাভুক্ত হতে পারবে। 'জিরো ডিফেক্ট জিরো এফেক্ট' এর প্রশংসাপত্র প্রায় ৪ বছর বৈধ থাকে। শুধুমাত্র নিবন্ধিকৃত লঘু, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পোদ্যোগ এই 'জিরো ডিফেক্ট জিরো এফেক্ট' প্রকল্পে অংশ নিতে পারে। কোন লঘু, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পোদ্যোগী 'অনলাইন রেজিস্ট্রেশন'–এর মাধ্যমে নিবন্ধিকরণ করতে পারে। এই 'অনলাইন রেজিস্ট্রেশন'–এর জন্য বৈধ ই–মেল, মোবাইল নম্বর, ঠিকানা এবং ইউনিটের নিবন্ধিকৃত নম্বর এই তথ্যগুলি দিতে হবে।

মহানগরে

কলকাতার বাজেট কি হতে চলেছে

বরুণ মন্ডল : আজ ১৮ মার্চ কলকাতা পুরসংস্থার ২০১৭–১৮ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করতে চলেছে কলকাতা মহানগরের মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়। পুরসংস্থার কেন্দ্রীয় পুর ভবনের অন্দরের আধিকারিকদের বক্তব্য, আগামী অর্থবর্ষের বাজেটে মহানগরের সামগ্রিক উন্নয়নমূলক কাজে যেমন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে। একই সঙ্গে পুর আয় বাড়ানোর দিকেও ভালোরকম নজর দেওয়া হবে আশা করা যাচ্ছে। বকেয়া পুরকর

আদায়ে এবং কলকাতা পুরসংস্থার চার সংযোজিত এলাকা যাদবপুর, বেহালা, জোকা (ওয়ার্ডনম্বর : ১৪২–১৪৪) ও গার্ডেনরিচ এলাকায় বৃহৎ সংখ্যায় যে দীর্ঘ দিনের 'আন অ্যাসেসড' বাড়ি ও জমিগুলি রয়েছে, সেই সমস্ত বাড়িগুলির 'অ্যাসেসমেন্ট' করে তার সম্পত্তি কর আদায়ে বাড়তি জোর দিয়ে পুর আয় বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়া হবে বলে পুর অর্থ দফতরের আধিকারিকদের ধারণা। পুর সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, আগামী ২০ ও ২১ মার্চ দুপুর ১২টা থেকে আগামী অর্থবর্ষের 'বাজেট এস্টিমেটস' নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা চলবে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। পুর অধ্যক্ষা মালা রায় আশা রাখেন, সরকার পক্ষ ও বিরোধী পক্ষের পুরপ্রতিনিধিরা বাজেট বিষয়ে আলোচনা বা বিতর্কের মান উর্ধ্বে তুলে ধরবেন বলে প্রত্যয়ের দাবি জানান। অন্যদিকে পুর বরিষ্ঠ আধিকারিকদের বক্তব্য, বাজেট বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করার মতো যোগ্য পুরপ্রতিনিধি ঐতিহাসিক 'কাউন্সিল চেম্বারে' আছে না কী? যে তারা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনার মধ্যে দিয়ে এ মহানগরের কোনও সমস্যা উত্তরণে পথ বাতলে দেবেন পুর আধিকারিকদের।

মেয়র পরিবেশ মন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও

দমদম পারে কলকাতা পারে না

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থার উত্তরপ্রান্তস্থিত দমদম পুর এলাকায় বর্ষাকালীন দীর্ঘদিনের মূল সমস্যা হল রাস্তার জমা বর্ষার জল নামতে দেরি করা। কারণ, নিকাশিনালার মুখে পলিথিন জমে থাকা। প্রতি বছর সে নালা পলিথিন মুক্ত করতে খরচ হয় পুরসভার বিপুল টাকা। সেজন্যই দমদম পুর এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে এই পলিথিনের ব্যবহার বন্ধের দাবি উঠছিল। সেই দাবি পূরণ করতে দমদম পুরসভার পুরপ্রধান পুলিশ প্রশাসন ও পুর এলাকার সমস্ত বাজার কমিটিগুলির সঙ্গে বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ১ মার্চ থেকে দমদম পুর এলাকায় সর্বত্র ৪০ মাইক্রনের কম (১২×১৬ ইঞ্চি আকারের ছোট প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ) সমস্ত রকম পলিথিনের ব্যবহার মজুত ও বিক্রয় সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হচ্ছে। এমন সময়োপযোগী সিদ্ধান্তকে পুরবাসীরা স্বাগত জানিয়েছেন। এখন ওই পুর এলাকার কোনও ব্যবসায়ী নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যবহার করলে দৈনিক ১০০ টাকা এবং ক্রেতাদের দৈনিক ৫০ টাকা জরিমানা দিতে হবে।

আশ্চর্যজনক বিষয় হল, ছোট ছোট পুরসভার পুরপ্রধানরা যখন পরিবেশের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে এমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্তটি নিতে পারল তখন যে পুরসংস্থার মহানাগরিক রাজ্যের পরিবেশ দফতরের মন্ত্রী, তিনি কিন্তু এমন সিদ্ধান্ত নিতে গিয়েও বারংবার পিছিয়ে আসছেন। তাঁর মহাগনরেও তো পলিথিন বর্জ্যে নিকাশি বেহাল। বিষয়টি কবুল করেছেন খোদ বিভাগীয় মেয়র পারিষদই। তাঁর অভিযোগ, বিভিন্ন নিকাশি লাইনের মুখে পলিথিন বর্জ্য জমে থাকার ফলে কলকাতার ৭৫ শতাংশ নিকাশি–ব্যবস্থা বেহাল। কলকাতাকে জমা জলমুক্ত করতে হলে শহরে প্লাস্টিক ব্যবহারে আরও কঠোর হতে হবে। পুরসংস্থার কেন্দ্রীয় পুরভবনের অন্দরমহলের

চেতলার লকগেট লক হয়ে গেছে প্লাস্টিকের দূষণে, তবুও ....

ব্যাখ্যা, রাজ্য পরিবেশ দফতরের সঙ্গে পুরসংস্থার সমন্বয় না থাকলে পলিথিনমুক্ত কলকাতা গড়া খুবই শক্ত কাজ। সে কারণেই বারংবার মহানগর থেকে পলিথিন বর্জনের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে। এখন তো রাজ্যের পরিবেশ দফতরও মহানাগরিকের হাতেই। তাঁর ভূমিকা এবার যাচাই করার সময় এসেছে। মন্ত্রীত্বে শপথ নেওয়ার পরে পেরিয়ে গিয়েছে ন'মাস। কিন্তু শহর থেকে নিষিদ্ধ পলিথিন বর্জনে এখনও অভিজ্ঞ মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দারের নেতৃত্বে পুর পরিবেশ দফতর ও রাজ্যের পরিবেশ দফতরের কোনও সদর্থক পদক্ষেপ নজরে পড়ছে না। গোটা মহানগর জুড়ে কয়েক লক্ষ গালিপিট (রাস্তার দু'পাশে জল বেরনোর ঝাঁঝি) রয়েছে। যার অধিকাংশই বুজে থাকে নিষিদ্ধ পলিথিনের প্যাকেটে। পুর নিকাশি দফতরের আধিকারিকদের বক্তব্য, শুধু গালিপিট নয় কলকাতার সংযোজিত এলাকায় রাস্তার পাশে খোলা নিকাশি নালা থেকে শুরু করে নিকাশি পাম্পিং ও লিফটিং স্টেশনের মুখ সর্বত্রই নিষিদ্ধ পলিথিন জমে থাকে।

আর যার জেরে প্রতি বছরই বহুমূল্যের একাধিক পাম্প বিকল হয়ে যাচ্ছে। বর্ষার সময় যা পুরো নিকাশি ব্যবস্থাকে ভোগায়। পরিবেশ দফতরের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার জানান, প্রাথমিকভাবে কলকাতা পুর এলাকার ৪৬টি পুর বাজারে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ বর্জনে সচেতনতা বৈঠক করা হয়েছে। পুরসভা কম কার্বনযুক্ত সাদা কাগজ বা পাতলা বাদামি রঙের কাগজের ব্যাগ তৈরি করেছে। পুর বাজারে বাজার করতে আসা পুরবাসীদের প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের বদলে কাগজের ব্যাগ ব্যবহারের আবেদন জানান তিনি। তবে খাবার বিক্রিতে কোনও মতেই খবরের কাগজের কাগজের ঠোঙা কলকাতা মহানগরে ব্যবহার করা যাবে না বলে আগেই কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে কলকাতা পুরসংস্থা। সীসা ও কার্বনযুক্ত কাঁচা কালিতে ছাপা খবরের কাগজে মুড়ে মাছ বিক্রি কলকাতায় আইনত নিষিদ্ধ। প্রথমে আবেদন–নিবেদন পরে প্রয়োজনে শাস্তি জরিমানার পথে এগোতে চায় পুর প্রশাসন।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ২২ সংখ্যা, ১৮ মার্চ – ২৪ মার্চ, ২০১৭

নারদে বিপাকে শাসক

চিটফান্ড কান্ডের জের এখনও ঠিক মতো কাটিয়ে উঠতে পারেনি রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। দলের হেভিওয়েট নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও চিত্রতারকা–সাংসদ তাপস পাল একরকম 'পচছেন' ওড়িশার জেল হাসপাতাল থেকে বেসরকারি চিকিৎসালয়ে। সারদা কান্ডে ইতিমধ্যেই দীর্ঘদিনের কারাবাস কাটিয়ে মন্ত্রিত্ব খুইয়েছেন দাপুটে নেতা মদন মিত্র। এর মধ্যেই ফের বিজেপির উত্তরপ্রদেশ সহ চার রাজ্যে সরকার গঠন আরও চাপে ফেলে দিয়েছে ঘাসফুল ব্রিগেডকে। কারণ নোটবন্দি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে সর্বাধিক তোপ দাগতে দেখা গিয়েছিল এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকেই। মোদি সম্পর্কে নানান স্বভাবসিদ্ধ 'বিশেষণ'ও ব্যবহার করেছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। হয়তো তাদের ধারণা ছিল উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস–অখিলেশ জোট ভালোমতো বেগ দেবে বিজেপিকে। কিন্তু তৃণমূল বলে শুধু নয়, দেশের বহু রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞকে রীতিমতো ঘোল খাইয়ে দিয়েছে বিজেপির এই সাম্প্রতিক সাফল্য। ফলে চিটফান্ড তদন্তে গতি আসতে চলেছে এ খবর বাংলার আকাশে বাতাসে ভালো মতো ছড়িয়ে পড়েছে। এর সঙ্গে গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে যে নারদ নিয়ে চাপে পড়েছিল তৃণমূল, সেই ইস্যুতে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। প্রসঙ্গত, নারদ কান্ডে প্রকাশ্যে ঘুষ নিতে দেখা গিয়েছিল রাজ্যের বেশ কয়েকজন ওজনদার নেতা–মন্ত্রী–সাংসদকে। যদিও নারদ নিয়ে আপাতত হাই কোর্ট সিবিআই–এর নির্দেশ দিলেও শাসক দল শেষ দেখতে উর্দ্ধতন আদালত তথা সুপ্রিম কোর্টে যাবে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সারদার অভিজ্ঞতা সহ বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে এই ধরনের ঘটনায় সাধারণত হাই কোর্টের নির্দেশকে উলঙ্ঘন করে না সুপ্রিম কোর্ট। ফলে চিটফান্ডের গোলাগুলি থেকে বাঁচার আগেই নারদ নিয়ে নতুন করে আত্মরক্ষার পন্থা অবলম্বন করতে হবে তৃণমূল কংগ্রেসকে। যেভাবে রাজ্যে বিজেপির উত্থান ঘটছে তাতে আগামী দিনে ঘাসফুলের পক্ষে পদ্মর মোকাবিলা করা আরও কঠিন হয়ে উঠবে বলেই ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

উহা কি এক কোণে বসিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল? না, উহা তাঁহার নিজ মনেই অবস্থিত ছিল।সময় আসিল, অমনি তিনি উহা দেখিতে পাইলেন।মানুষ যতপ্রকার জ্ঞানলাভ করিয়াছে,সবই মন হইতে। জগতের অনন্ত পুস্তকাগার তোমারই মনে। বহির্জগৎ কেবল তোমার নিজ মনকে অধ্যয়ন করিবার উত্তেজক কারণ–উপলক্ষ মাত্র, তোমার নিজ মনই সর্বদা তোমার অধ্যয়নের বিষয়। আপেলের পতন নিউটনের পক্ষে উদ্দীপক কারণ–স্বরূপ হইল, তখন তিনি নিজের মন অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার মনের ভিতর পূর্ব হইতে অবস্থিত ভাবপরম্পরা আর একভাবে সাজাইয়া উহাদের ভিতর একটি নতুন শৃঙ্খলা আবিষ্কার করিলেন, উহাকেই আমরা মাধ্যকর্ষণের নিয়ম বলি। উহা আপেলে বা পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থিত কোন পদার্থে ছিল না। অতএব লৌকিক বা

পারমার্থিক সমুদয় জ্ঞানই মানুষের মনে। অনেক স্থলেই উহারা আবিষ্কৃত (বা অনাবৃত) হয় না, বরং আবৃত থাকে, যখন এই আবরণ ধীরে ধীরে সরাইয়া লওয়া হয়, তখন আমরা বলি 'আমরা শিক্ষা করিতেছি', এবং এই আবরণ অপসারণের কাজ যতই অগ্রসর হয়, জ্ঞানও ততই অগ্রসর হইতে থাকে। এই আবরণ যাঁহার ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে, তিনি অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী, যাহার আবরণ খুব বেশি, সে অজ্ঞান, আর যাঁহার ভিতর হইতে অজ্ঞান একেবারে চলিয়া গিয়াছে, তিনি সর্বজ্ঞ। পূর্বে অনেক সর্বজ্ঞ পুরুষ ছিলেন, আমার বিশ্বাস একালেও অনেক হইবেন, আর আগামী কল্পসমূহে অসংখ্য সর্বজ্ঞ পুরুষ জন্মাইবেন। চকমকি পাথরে যেমন অগ্নি নিহিত থাকে, মনের মধ্যেই সেরূপ জ্ঞান রহিয়াছে, উদ্দীপক কারণটি যেন ঘংর্ষণ জ্ঞানাগ্নিকে প্রকাশ করিয়া দেয়। আমাদের সকল ভাব ও কার্য সম্বন্ধেও সেইরূপ, যদি আমরা ধীরভাবে নিজেদের অন্তঃকরণ অধ্যয়ন করি তবে দেখিব, আমাদের হাসি–কান্না, সুখ–দুঃখ, আশীর্বাদ–অভিসম্পাত, নিন্দা–সুখ্যাতি–সবই আমাদের মনের উপর বহির্জগতের বিভিন্ন আঘাতের দ্বারা আমাদের ভিতর হইতেই উৎপন্ন। উহাদের ফলেই আমাদের বর্তমান চরিত্র গঠিত, এই আঘাত–সমষ্টিকেই বলে কর্ম। আত্মার অভ্যন্তরস্থ অগ্নিকে বাহির করিবার জন্য, উহার নিজ শক্তি ও জ্ঞান প্রকাশের জন্য যে কোন মানসিক বা দৈহিক আঘাত প্রদত্ত হয়,তাহাই কর্ম, 'কর্ম' অবশ্য এখানে উহার ব্যাপকতম অর্থে ব্যবহৃত। অতএব আমরা সর্বদাই কর্ম করিতেছি। আমি কথা বলিতেছি ইহা কর্ম।

ফেসবুক বার্তা

উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার নির্বাচনে বিজেপির ঝুলিতে মুসলিম ভোট

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রায় ২২.৫০ কোটি মানুষের রাজ্য উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা ভোটে পরিবারবাদ, জাতপাত, তুষ্টিকরণের রাজনীতি, ধর্মীয় মেরুকরনের বিরুদ্ধে মানুষের এই রায় দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। উত্তরপ্রদেশের আমজনতা নরেন্দ্র মোদির বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ওপর ভরসা করে বিজেপির ওপর আগামী পাঁচ বছর রাজ্য চালানোর গুরু দায়িত্ব দিয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি বিশেষ করে তৃণমূল দলের সারা দেশ জুড়ে নোট বন্দি নিয়ে অপ্রপ্রচারে সাধারণ মানুষ যে সেভাবে সাড়া দেয়নি ভাটের ফলাফলে তা প্রকাশ পেয়েছে। গরিব মানুষরা কালো টাকা রুখতে মোদির এই নোট বাতিলের পদক্ষেপকে ব্যালটবাক্সে ব্যাপক ভাবে সমর্থন জানিয়েছে। উত্তরপ্রদেশের মানুষ এখন জাত পাতের উর্দ্ধে উঠে উন্নয়ন চায়, কাজ চায়, সুশাসন আর নেতার বিশ্বাসযোগ্যতা চায়, ধর্ম নিয়ে আঞ্চলিক দলগুলির মাতামাতি আর পছন্দ করছে না। তাই জাতপাতভিত্তিক সরল অঙ্ক উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে এবার আর কাজ করেনি। কংগ্রেস আর আঞ্চলিক দলগুলির ভোটের স্বার্থে সংখ্যালঘু তোষণ, জাতপাতের রাজনীতির মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এবার উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে মানুষ প্রত্যাখান করেছে। বিজেপির এই বিরাট সাফল্যের পিছনে সংখ্যালঘু মুসলিম ভোটের যথেষ্ট অবদান আছে। বিএসপি এবং এসপির শাসনে মুসলিমরা নিরাপদ বোধ করছিল না। আশা করা যায় ভোটের স্বার্থে তথাকথিত মেকি ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলি মানুষের কাছে তাদের হিন্দুত্ববাদ নিয়ে অপব্যাখ্যা থেকে কিছুটা সংযত হবে। মায়াবতীর দল ৯৭ জন সংখ্যালঘু প্রার্থী এবং ৭৭টি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলে সাফল্য অর্জন করতে পারেনি সেখানে কমপক্ষে ৪২টি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় বিজেপির এই জয় যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তাবড় তাবড় যে সমস্ত দৈনিক সংবাদপত্রগুলি একসময় বিজেপির ঘোরতর বিরোধী ছিল এবং সাম্প্রদায়িক তকমা লাগিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে রেখেছিল তারাই এখন পাতার পর পাতা নরেন্দ্র মোদির প্রশংসায় পঞ্চমুখ অথচ আলিপুরবার্তা তাদের গত সংখ্যার প্রতিবেদনে এরকম কিছু যে ঘটতে পারে তা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিল। এক শ্রেণির জেহাদী মুসলিম আর রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা কিছু মৌলবাদীদের মুসলিম মহিলাদের ব্যক্তিগত জীবনে দখলের প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হয়েছে তার প্রভাব ভোট বাক্সে পড়েছে।

ভারতবর্ষের তথাকথিত সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দলগুলি ভোটের স্বার্থে মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ উত্তরপ্রদেশ সংখ্যালঘু মানুষরা খুলে দিয়েছে। এখন থেকে রাজনৈতিক দলগুলির জাতীয়তাবাদ আর সামজিক প্রকল্পের মাধ্যমে সবশ্রেণির মানুষের উন্নতি হবে ভোটে জেতার একমাত্র হাতিয়ার। সংখ্যালঘুশ্রেণির দরাজ ভোট নিশ্চয় বিজেপির নেতৃত্বকে আগামীদিনে আর যে সমস্ত রাজ্যে নির্বাচন হবে তাতে অনেকখানি নিশ্চিন্ত করবে ও হিন্দুত্বর তাস ব্যবহার করার খুব একটা প্রয়োজন পড়বেনা। তবে বিরোধীদলগুলির মধ্যে সিপিএম এখনও এই রাজ্যে ভোটের স্বার্থে কিছু উগ্র মৌলবাদীদের মন যুগিয়ে চলার চেষ্টা করছে। সাম্প্রতিক উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনের ফলাফলের পরও বামপন্থী দলগুলির চেতনার উন্মেষণ হয়নি। রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আরএসএসএর জুজু দেখিয়ে বামপন্থী দলগুলি ধর্মপ্রাণ এই রাজ্যে দীর্ঘদিন বসবাস করা মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি বাড়িয়ে চলেছে যা এখনই বন্ধ হওয়া দরকার। আশা করা যায় রাজ্যে কট্টরবাদী হিন্দু সংগঠন যারা সমাজসেবামূলক কাজ করে চলেছে তারা বামপন্থীদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে মানবিক কল্যাণে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে সবশ্রেণির মানুষকে নিয়ে আগামীদিনে কাজ করবে। সততা আর স্বচ্ছতার সাথে কাজ করলে যে মানুষের মন পাওয়া যায়, উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন এবারে তার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনের মত বুথ দখল, ছাপ্পা ভোট, রাজনৈতিক হিংসা, হানাহানি ছাড়া যে নির্বাচনে জেতা যায় এই রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলি কবে এই শিক্ষা গ্রহণ করবে রাজ্যবাসী তার অপেক্ষায় থাকল।

বিজেপির জয়ে গলায় কাঁটা বিঁধেছে তৃণমূল শিবিরের

সুজয় সাধুখাঁ

পদ্মফুলের কাঁটা তুলতে গিয়ে নিজেদের হাতেই খোঁচা খেলেন দুই যুব নেতা অখিলেশ যাদব ও রাহুল গান্ধি!

বর্তমানে কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা করে দুকূলই হারিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম এবং উত্তরপ্রদেশের সপার নেতারা। তবে পশ্চিমবঙ্গে প্রধান বিরোধী দলের তকমা পেলেও ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছে উত্তরপ্রদেশের মতো রাজনীতির আঁতুড়ঘরে। পুরো ৩৭ বছর পর ৩০০–র বেশি আসনের গন্ডি টপকে কুর্সি দখল করে গেরুয়া আবিরে মাতলেন গোটা উত্তরপ্রদেশের সাধারণ মানুষ। আশ্চর্যজনকভাবে কোনও মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা না করেই ২০টি জনসভায় নরেন্দ্র মোদিকে মুখ করে মেরুকরণের রাজনীতিতে ভরা মাঠে বিরোধীদের পাশ কাটিয়ে গোল দিলেন এই ৫৬ ইঞ্চির ছাতি। ফের প্রমাণ করে দিল ২০১০ সালের পরও তার ঝাঁঝ সেই একরকমই আছে।

উল্টোদিকে কিন্তু ১১ মার্চের দিকে উদ্বেগ নিয়ে তাকিয়ে বসে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের শাসক শিবির তৃণমূল থেকে সাধারণ মানুষরা। কারণটাও খুব স্পষ্ট। এক, নরেন্দ্র মোদি নোট বাতিল করার পর সব থেকে বেশি চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ শানিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই দিল্লি থেকে সিবিআই লেলিয়ে লোকসভার সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করেছিল বলে মোদির বিরুদ্ধে পাল্টা তাস খেলেছিলেন নেত্রী। দিদি অনেক আশা নিয়ে ভেবেছিলেন এবারে বোধহয় উত্তরপ্রদেশে মোদিত্ব শেষ হবে! কিন্তু হল কী? একাই ৩২৫টি আসন পেলেন এই দাড়িওয়ালা শক্তচোয়ালের লোকটি। দুই, এ রাজ্যে বিজেপি রাজ্যসভায় এবার বিধায়ক পাঠাতে পেরেছে। ভবিষ্যতে যদি এই মোদি–অমিত জুটি এ রাজ্যে মেরুকরণের পালে হাওয়া দেয় তাহলে চিন্তার ভাঁজ বাড়বে বই কমবে না তৃণমূল নেত্রীর। পাশাপাশি আবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়ের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা। উল্টোদিকে শিশুপাচার চক্রের সঙ্গে বিজেপি নেত্রী জুহির সঙ্গে রূপার জড়িত থাকা বা কৈলাস বিজয়বর্গীয়ের বিরুদ্ধে কলকাতা পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারের মানহানির মামলায় বেজায় খাপ্পা হয়ে রয়েছেন বিজেপি নেতৃত্ব। বস্তুত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিজেপি আগে থেকেই হুঙ্কার দিয়ে রেখেছিলেন ১১ মার্চের পর আবার চিটফান্ড তদন্তের গতি বাড়বে। ফলে সেই হুঙ্কারেই কি লোকসভার বিল পাশ থেকে শুরু করে মোদিকে ব্যক্তিগত আক্রমণ থেকে নিজেকে বিরত রেখেছেন মমতা? অনেকে আবার বলছেন, মমতা ২০১৬–র বিধানসভার ভোটে যত না বাম–কংগ্রেস জোটকে ভয় পেয়েছিলেন তার থেকে বেশি ভয় পাচ্ছেন মোদির এই মেরুকরণের সাফল্যে।

অন্যদিকে বাসে, ট্রামে বা পথ চলতি সাধারণ মানুষদের মুখে মুখে শোনা যাচ্ছে এই মোদি মেরুকরণ যদি পশ্চিমবঙ্গে ঘটে তাহলে কেমন হয়? দিদির হাতে খাদ্যসাথী, কন্যাশ্রী, বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে দাওয়াই, সেভ ড্রাইভ সেফ লাইফ–এর মতো প্রকল্প তো আছেই। তবে এও আছে, কলেজ অধ্যাপকদের মারধর, ভাঙচুর, ভাঙড়ে পাওয়ার গ্রিড করে এলাকায় মানুষদেরকে খেপিয়ে তোলা। নিচু তলায় কর্মীদের মধ্যে প্রতিদিন সিন্ডিকেট নিয়ে মারামারি, সারদা–নারদার মতো চিটফান্ড ইত্যাদি ইত্যাদি...। এইসব অস্ত্রে সিপিএম–কংগ্রেসের মতো বিরোধী দল সেভাবে শান দিতে পারেনি। তবে মোদি ম্যাজিক যদি সামনে আসে তাহলে বিশেষ অসুবিধা হবে না। রাস্তাঘাট মোদির লেবেল যেভাবে কচিকাঁচা থেকে শুরু করে প্রৌঢ়দের মুখে মুখে ঘুরছে তাতে মমতাকে রুখতে 'মোদিবাবু' যথেষ্ট নয় কি?

নীল শেয়ালের দৌরাত্ম্য

অমিত সঞ্জয়

ছোটবেলায় যখন স্কুলে পড়তাম, ক্লাস টু–থ্রি তে একটা ভারি মজার গল্প পড়েছিলাম। একটা শিয়াল এক ধোপার বাড়িতে ঢুকে নীলের গামলায় পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপর নীল হয়ে আহ্লাদে তার মহা দৌরাত্ম্য দেখে কে?

সেদিন এতকাল পরে গড়িয়ায় দীনবন্ধু অ্যানড্রুজ কলেজের রং এবং রূপ দেখে হঠাৎ কেন জানি না সেই নীল শিয়ালের গল্পটা মনে পড়ে গেল। জিজ্ঞেস করাতে কে যেন একজন আমাকে বুঝিয়ে বলে দিল, এখন থেকে কেন সবই নীল হবে এবং হতে থাকবে।

অতঃপর বিলক্ষণ বোধগম্য হলো ব্যাপারটা। মনে হলো, তাই তো নবান্নের নীলের গামলা থেকে শেষ যে শিয়ালটা লাফ মেরে উঠেছে, সে তো শ্মশান, রেশন, করপোরেশন— কোথাও কাউকে ছাড়বে না। সে এখন সকলকে সমান করে তবে ছাড়বে। শনশনিয়ে দৌড়চ্ছে সে। তাকে আটকায় কার সাধ্য?

আমাদের এই রাজ্যে এখন সেই নীল শিয়ালের অবাধ গতি। যেদিকে তাকাও, দু–চোখে যা কিছু দেখতে থাকো— সবই নীল। নীলের গামলার রং। তা সে মোটে মানানসই হোক বা না হোক। দেখতে ভাল লাগুক বা মন্দ। নীল হলেই হলো। রাস্তার ফুটপাথে নীল ডোরা কাটা। ভাল, রেলিং নীল ভাল। ডিভাইডার নীল। ভাল, পথ–নির্দেশের বোর্ড নীল। তা–ও ভাল। তারপর মাইল–ফলক থেকে শুরু করে অফিস আদালত গাড়ি ঘোড়া পাবলিক টয়লেট— সব নীল। তা–ও বলি মন্দ নয়। নীল রং শান্ত, সুন্দর, নয়ন মনোহর— অতএব চলছে চলুক। তা হলে নীলে আপত্তি কোথায়?

না, আপত্তি আছে। সমালোচনা করতে হবে। আর তা করতেই এই কলম ধরা। শ্মশানের চুল্লিঘরের যে রং সেই একই রং সরকারি আবাসনে কিংবা আরও বিশ্রীভাবে স্কুল–কলেজের গায়ে মাখালে খানিকটা উদ্ভট তো মনে হবেই। অন্তত, আমার তো তাই মনে হয়েছে।

আর একটা কথা, নীল যত সুন্দরই হোক না কেন, ওই রঙে তারুণ্যের তেজ কোথায়? বাঁধ ভাঙা উচ্ছাস–উদ্দীপনা–উৎসাহ–উদ্দাম এবং দীপ্ত যৌবনের এক দারুন মন মাতানো ঔজ্জ্বল্য কোথায়? ও রং তো একেবারে ঠান্ডা ঠান্ডা রং। ভিজে স্যাঁত–সেঁতে রং। ওই রঙে প্রবল জোশ কোথায়? বর্ষায় ধুয়ে ধুয়ে ফিকে হয়ে গেলে ভীষণ ম্যাড় ম্যাড়ে দেখতে লাগে। নীল রঙে আর যাই হোক তারুণ্য ফুটে ওঠে না। অতএব, যেখানে যা হোক কোনও শিক্ষায়তনকে একেবারেই নীল রঙে রাঙানো ঠিক নয়। আর ইউনিভার্সিটিকে তো ভুলেও নয়। তা হলে ভীষণ নিষ্প্রভ মনে হবে।

স্কুল–কলেজের ভবন বরাবর যা ছিল, অতি অবশ্যই তাই থাকা উচিত। টাটকা গাঁদা ফুলের মতো রং, মেরি গোল্ড কালার। অথবা আর একটু হালকা 'বাসন্তী রং' অথবা আরও হালকা চাঁপা রং। অথবা আরও হালকা ঘিয়ে রং, বা ক্রীম কালার। কিন্তু যদি গোলাপ রঙে রাঙানো হয় কোনও শিক্ষায়তনকে? তা হলে তো লা জবাব। দারুণ ব্যাপার। নব যৌবন রঙের রোশনাইতে ভরে উঠবে। উদ্দীপনায় তেতে উঠবে। আসলে যুবমানসে প্রয়োজনে উসকে দিতে হয়। জাগিয়ে দিতে হয়। নিভিয়ে দিতে নেই তাদের মনকে। এবং বলাবাহুল্য এই কাজে রং একটা বড় ফ্যাক্টর। রঙের দারুন প্রভাব আছে, পাঠক, কথাটা ভেবে দেখবেন।

এই গোলাপ রং বলতে আমার মনে পড়ে গেল অনেক দিনের পুরনো একটা স্মৃতি। অনেক বছর আগে আমার পিতৃদেবের স্নেহ ও সহৃদয়ে একবার গিয়েছিলাম দিল্লি। দিল্লি থেকে জয়পুর। গোলাপি শহর জয়পুর (পিঙ্ক সিটি)। রাজস্থানের রাজধানী। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, ওই শহরের ঘর–বাড়ি–স্কুল–কলেজ–অফিস–আদালত ছাড়াও জয়পুর প্যালেস হাওয়া মহল সহ সমস্ত ঐতিহাসিক স্মারক গোলাপ রঙের। কলকাতার নীলকে ছাপিয়ে গিয়ে সে শহরের সবকিছু গোলাপি। কিন্তু কী বলব, স্থাপত্য আর ভাস্কর্যের প্রতি পরতে পরতে ইতিহাসের সোনালী জড়ি–বোনা রাজরাজড়ার শহর জয়পুরের সঙ্গে আর যাই হোক কলকাতার কোথাও কোনও মিল নেই। তাছাড়া গোলাপ রংও অত্যন্ত রোমান্টিক। ছোট ছোট টিলা পাহাই আর রাঙা মাটির সঙ্গে শহর জয়পুরের গোলাপি চেহারা দারুণ মানিয়ে গিয়েছে। কলকাতার নীল ছবি তার সঙ্গে কোনওভাবেই তুলনায় আসে না।

প্রসঙ্গ বদলাই, নীল যত দৃষ্টিনন্দনই হোক না কেন, কোথাও কোনও ছোট বা বড় শহরে দেখেছেন কি শহরের বিভিন্ন সরকারি–বেসরকারি ভবনগুলি নীল রঙে রাঙানো হচ্ছে? আমি তো কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী এবং অরুণাচল থেকে গুজরাত পর্যন্ত ঘুরে তেমন কিছু দেখতে পাইনি। জানি না, আপনাদের চোখে পড়েছে কি না।

সত্যি কথা বলতে কি, একমাত্র পোশাক–আশাক ছাড়া নীল ঘরবাড়িতে মানায় না। একরকম অচল। আর এক তরফা সব নীল করলে? যেমন, সরকারি–আবাসনগুলিকে করা হচ্ছে? ঠিক মনে হয় নীলের গামলার রং। বেমানান। বিসদৃশ।

আর একটা কথা। আমি যতদূর জানি, ভারতীয় মনীষীরাও কেউ কোথাও তেমনভাবে জলে ব্যবহার করেননি। পোশাকও নয়। কারণ, সাবেক কালে নীল রং একেবারেই চলত না। আর বাড়িঘর নীল তো ভাবাই যেত না। সুতরাং—

কিন্তু এখন তো এ রাজ্যে নীলের প্রবল প্রতাপ। নীল শেয়ালের দাপাদাপি। তবু একটা কথা বলতেই হচ্ছে। সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের পাছে বিশেষ অনুরোধ আর যেখানে যাই করুন— আপনাদের খেয়াল খুশি মতো শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে নীলের গামলায় চোবাবেন না। বড়ই কেমন কেমন দেখতে লাগে। আগে যাঁরা ছিলেন তাঁরা আর যাই করুন— বাড়ি–ঘর–দোর সব লাল করে ফেলেননি। আসলে বাড়ির গায়ে লাল বা নীল— কোনওটাই চলে না।

সরকারি ঘোষিত সংগ্রহ মূল্যে কি আদৌ আলু চাষি উপকৃত হবে?

নিজস্ব প্রতিনিধি : অনেকের শঙ্কা ছিল নোট বাতিলের প্রভাব হয়ত এবারের আলু চাষের ওপর পড়বে কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল গতবারের থেকেও অতিরিক্ত ফলন চাষিকে লোকসানের মুখে ঠেলে দিয়েছে। এর প্রধান কারণ আলু একটি প্রক‘তি নির্ভরশীল ফসল। কোন কোন বছর প্রতিকুল প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য ফলন অনেক কম হয়।কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী শীত এবং আবহাওয়া অনুকুল থাকায় এবছর আলুর ফলন অনেক বেড়ে গেছে। গতবার যেখানে ৯০ লক্ষ মেট্রিক টন আলুর ফলন হয়েছিল এবার তা বেড়ে দাঁড়াতে পারে প্রায় ১১০ লক্ষ মেট্রিক টন। কিছু দিন আগে অকাল বর্ষনে কোন কোন এলাকায় আলুর ফসলের ক্ষতি হয়েছে যেখানে অনেক কম দামে চাষিরা আলু বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই আলু চাষের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণের অভাব অছে। মধ্যসত্বাভোগী,আলুর আড়তদার এবং হিমঘরের মালিকরা আলুর দামের ওপর সাড়া বছরের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখে। মরশুমের শুরুতে বাজারে কিছু সস্তায় আলুর দেখা মিললেও সাড়া বছর প্রায় ২০–২৫ টাকা দরে রাজ্যবাসীকে আলু কিনতে হয়। ২০১৪ সালে তৃণমূল সরকার আলুর দাম স্থিতিশীল রাখার জন্য অন্য রাজ্যে আলু সরবাহের ওপর বাধানিষেধ আরোপ করেছিল,যার ফলস্বরুপ আমাদের পার্শ্ববর্তী অনেক রাজ্যই এখানকার আলু সরবাহের ওপর নির্ভর করে না, আলুর জোগানের ব্যাপারে নিজেরাই অনেকটা স্বাবলম্বি হয়ে উঠেছে এবং এতে রাজ্যের আলু চাষিরা আখেরে ক্ষতিগ্রস্থ হল। অথচ এখন পরিবহন খরচায় ভর্তুকি দিয়ে শুধু দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কেন বিদেশে পাঠানোর কথা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ভাবা হয়েছে। আলু একবার খেত থেকে উঠে গেলে সেটা নানা হাত ঘুরে আলুর বড় মহাজনদের কাছে চলে যায় তখন তাদের মর্জিমাফিক আলুর দামের ওঠানামা করে। সাধারণ চাষি তাদের ফলনের আলু অনেকটাই হিমঘরে রাখতে বাধ্য হয়েছে, এখন তাদের কতটা আর্থিক সঙ্গতি আছে যে অন্য রাজ্যে বা বিদেশে আলু পাঠাতে পারবে। ফলে সরকারি সিদ্ধান্ত প্রশ্নের মুখে পড়েছে। এই ব্যবস্থার সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করবে এক শ্রেণির আড়তদার, হিমঘরের মালিক। সরকারের যখন এই ধরণের সদিচ্ছা ছিল তখন গড়িমসি করে এত দেরি করে নজরুল মঞ্চে কৃষক দিবসের মাধ্যমে প্রচার করতে কেন হল এবং আরো এক সপ্তাহ আগে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে চাষিদের অভাবি বিক্রি রোধ করা যেত। হুগলি জেলা আলু ব্যবসায়ী সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গ আলু ব্যবসায়ী সমিতির অন্যতম সদস্য সুকুমার সামন্তর কথা অনুযায়ী এখন জেলার হিমঘরগুলিতে ৬০ থেকে ৭০ ভাগ আলু সংরক্ষণ হয়ে গেছে। বিজেপি উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তরাখন্ড জয়ের পর দ্বিগুন উৎসাহে রাজ্যে নানা আন্দোলন সংগঠিত করে রাস্তায় নেমে পড়েছে। গত ১৪ মার্চ বিজেপির কিষাণ মোর্চার উদ্যোগে বিভিন্ন জেলা থেকে চাষিদের সংগঠিত করে আলুর দাম বৃদ্ধি করা নিয়ে বিশাল বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করেছিল। এতে বিভিন্ন জেলার বহু চাষি যেমন মিছিলে যোগদান করেছিল তেমনি আবার বিজেপির কিষাণ মোর্চার রাজ্য সভাপতি রামকৃষ্ণ পাল ও বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষকে আলুর সংগ্রহমুল্য বেশি করার দাবি জানিয়ে মিছিলের পুরোভাগে হাঁটতে দেখা গেছে।

শশীর গ্রহণ, দুর্নীতির দৈন্যতা কাঁদাচ্ছে দ্রাবিড় রাজনীতিকে

পার্থসারথি গুহ

তাঁর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী তথা তামিলনাড়ুর সদ্য প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতা বেশ কিছুদিন কারাবাস যাপন করেছেন। এমনকি শশিকলা নিজেও এর আগে আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পত্তির অভিযোগে জেল খেটেছেন। আবারও সেই 'কারা' মুখী হতে হল শশিকলাকে। বেশ কিছুদিন আগের এক মামলায় তাঁকে কারাবন্দি করার রায় শোনালেন দুই বাঙালি বিচারপতি। এমন একটা সময় শশিকলার ওপর এই খাঁড়ার ঘা নেমে এল যখন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসা একরকম নিশ্চিত হয়ে উঠেছিল এই নেত্রীর। অবশ্য প্রিয় বান্ধবীকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে এই হাজতবাস নয়, এতেই আপাতত রক্ষে শশীর। পুরোপুরি দুর্নীতির অভিযোগে তাঁর রাজনৈতিক কেরিয়ার এবার শেষ হওয়ার মুখে। এমনকী আজ জয়ললিতা যদি বেঁচে থাকতেন তবে তাঁকেও ফের কারাবাসের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করতে হত বলে অনুমান ওয়াকিবহাল মহলের। অর্থাৎ দেশের দক্ষিণপ্রান্তের দ্রাবিড় রাজনীতি তার শিল্প–সংস্কৃতির ঐতিহ্যের পাশাপাশি দুর্নীতির সংক্রমণের জন্যও ধিকৃত হতে শুরু করেছে। যা সেখানকার ঘরানার পক্ষে আদৌ রুচিসম্পন্ন নয়। এই চিত্রনাট্যের মধ্যে আবার নাটকীয় উপাদান তৈরি করে শশিকলা বিরোধী পনিরসেলভমের জায়গায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়ে ফেলেছেন শশী ঘনিষ্ঠ পালানিস্বামী। ফলে জমে উঠেছে দ্রাবিড় রাজনীতি।

এই তামিলনাড়ু কিংবা বৃহৎ অর্থে দক্ষিণ ভারত কিন্তু বহু নামিদামি রাজনীতিবিদের বিচরণভূমি। দক্ষিণের পরম্পরা অনুযায়ী সেখানকার অভিনেতা–অভিনেত্রীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মঞ্চেও নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তামিলনাড়ুর প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতা যেমন ছিলেন এক জনপ্রিয় নায়িকা। তৎকালীন তামিল ছবির 'উত্তমকুমার' এম জি রামচন্দ্রনের চোখে পড়ে যান জয়া। ব্যস, আর ফিরে তাকাতে হয় নি। এম জি আর–এর সঙ্গে বৈধ সম্পর্ক না থেকেও পরবর্তীকালে রামচন্দ্রনের

রাজনৈতিক উত্তরসূরী হয়ে ওঠেন এই সুচারু অভিনেত্রী। তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে একইসঙ্গে দুর্নীতির আস্তরণ ছড়াতে শুরু করে। যার ব্যাটন এখন হাতে তুলে নিয়েছেন শশীকলা নটরাজন। এমনটাই অভিমত রাজনৈতিক মহলের। দুর্নীতির কটু গন্ধে তামিল রাজনীতি একেবারে হাঁশপাশ করছে। দক্ষিণ ভারতের শিল্প–সংস্কৃতির বনেদিয়ানার সঙ্গে কিছুতেই মেলানো যাচ্ছে না দুর্নীতির এই কাঙালপনাকে। ফলে দেশজুড়ে একটা খারাপ ধারণা তৈরি হচ্ছে স্বাভাবিক নিয়মেই। এর থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রথমেই দুর্নীতির শিকড়কে উপড়ে ফেলতে হবে একেবারে গোড়া থেকে। আর তাতে সামিল হতে হবে তামিল সংস্কৃতির নামিদামি ব্যক্তিদেরই। এখনই তাঁদের মধ্যে যে বিরক্তির উৎপত্তি হয়েছে তা অত্যন্ত শুভলক্ষণ।ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে পুঞ্জিভূত এই ক্ষোভ যেদিন দাবানলের আকার নেবে সেদিন পুড়ে ছাই হয়ে যাবে দুর্নীতির যাবতীয় জারিজুরি।

খালে যুবকের দেহ

জয়িতা কুন্ডু, উলুবেড়িয়া : সোমবার দুপুরে উলুবেড়িয়ার বাণীবন এলাকার একটি খালে এক যুবকের মৃতদেহ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। মৃতের নাম তমলা ভক্তা (১৯)। শনিবার রাতে বন্ধুদের সাথে কালীপুজো দেখতে যাওয়ার কথা বলে বের হয় তমাল। রবিবার সকাল পর্যন্ত বাড়ি না ফেরায় বাড়ির লোকজন উলুবেড়িয়া থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন। সোমবার তাঁদের বাড়ি থেকে দু'কিলোমিটার দূরে একটি খাল থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

উচ্চ মাধ্যমিকে প্রশ্ন ট্র্যাকিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০১৭–র উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ও একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা গত ১৫ মার্চ সকাল ১০টা থেকে নির্বিঘ্নে শুরু হল। আগামী ২৯ মার্চ বুধবার বিকেল পাঁচটায় এই দু'টি পরীক্ষা শেষ হবে। এ বছর প্রায় আট লক্ষ পড়ুয়া উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা বসছে। গতবারের মতো এবারও ছাত্র পরীক্ষার্থীর তুলনায় প্রায় সাড়ে ৩৪ হাজার ছাত্রী বেশি। গতবার ১৫,০৯৯ জন ছাত্রী, ছাত্রদের তুলনায় বেশ ছিল। উচ্চ মাধ্যমিকে এই প্রথমবার প্রশ্নপত্রের ফাঁস রুখতে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত বিশেষ ট্রাকিং ব্যবস্থা চালু করেছে সংসদ। বিধাননগরের'বিদ্যাসাগর ভবনে' বসেই সেটা চালনার দায়িত্বে রয়েছেন সংসদ কর্তৃপক্ষ সভাপতি অধ্যাপিকা মহুয়া দাস। ভেন্য সুপারভাইজাররা এবার সর্বময় দায়িত্বে রয়েছেন। আর পরক্ষার্থীদের সামনে প্রশ্নপত্রের সিল ভাঙারও বিশেষ ব্যবস্থা এবারই প্রথমবার রয়েছে বলে জানান সাংসদ সভানেত্রী। এবার উচ্চমাধ্যমিক ও একাদশ শ্রেণির পরীক্ষার্থী সব মিলিয়ে ১৬ লক্ষেরও বেশি। এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা থেকে উচ্চমাধ্যমিকে বসেছে ৫৭,৫৭১ জন। যা গতবারের থেকে ১,২১২ জন কম। এ জেলায় পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা সব মিলিয়ে ১৯০টি। জেলায় সংবেদশীল পরীক্ষাকেন্দ্র হিসাবে ১০টি কেন্দ্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সেখানে সিসিটিভি ক্যামেরা ও ভিডিওগ্রাফির ব্যবস্থাও করা হয়েছে। পুলিশি প্রহরার ব্যবস্থা তো থাকছেই।

আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলছে পারাপার

চাঁদ মোহন সরদার ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকায় বিপদের ঝুঁকি নিয়ে অতিরিক্ত যাত্রী পারাপার করে চলেছে প্রতিটি খেয়াঘাট। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৪০ জনের বেশি যাত্রী তোলা নিষিদ্ধ থাকলে ও আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ৮০ থেকে ১০০ জন অবধি যাত্রী নিয়ে খেয়া পারাপার চলছে অবলিলাক্রমে। কেউ প্রতিবাদ করলে চলে অকথ্য অত্যাচার এবং হুমকি। খেয়াঘাটে যাত্রী ভাড়ার তালিকা না থাকায় ইচ্ছা মতো ভাড়া আদায় চলে। আবার বেশির ভাগ সময় খেয়া ভুটভুটিকে স্পেশাল বলে যাত্রীদের কাছ থেকে দ্বিগুণের বেশি ভাড়া আদায় করা হয় বলে অভিযোগ। গোসাবা ব্লকের গদখালি খেয়াঘাটে সব থেকে বেশি সংখ্যক যাত্রী পারপার হয়। চলে অতিরিক্ত যাত্রী বহন। সাধারণ যাত্রী কালিপদ দাস, অসীম নস্কর, মুন্নী গায়েন–রা জানালেন গোসাবা খেয়া ঘাটে জলভাতের মতো এমন চলে। প্রতিবাদ করার সাহস হলেও করা যায় না। তাঁদের আরো অভিযোগ খেয়াঘাটের ভাড়ার স্বচ্ছতা রাখতে সরকার যদি টিকিটের ব্যবস্থা করে তাহলে হয়তো পরিবর্তন হতে পারে। গোসাবা খেয়া ঘাটের আকবর, বাপীরা জানালেন এখানে অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়া হয় না। সবই মিথ্যা কথা। ভাড়ার তালিকা দেখতে চাওয়ায় টেবিলের তলায় আছে বলে কেটে পড়ে। সাধারণ যাত্রীরা জানালেন –আপনাদের দেখে কিছু বলল না, আমাদের হলে ছাড়তো না।

অভিষেকের সভায় জনসমাগম সব রেকর্ড ভেঙে দেবে: সওকাত

বজবজ–২

কুনাল মালিক : বজবজ–২ ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে গত ১১ মার্চ নোদাখালি নতুন রাস্তার মোড় পার্শ্ববর্তী একসভা ঘরে কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। মূলত আগামী ২ এপ্রিল ডায়মন্ড হারবারে সাংসদ তথা রাজ্য যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভাকে সফল করার উদ্দেশ্যেই এই সভার আয়োজন করা হয়। সভায় মূল বক্তা ছিলেন জেলার যুব তৃণমূলের সভাপতি তথা বিধায়ক সওকাত মোল্লা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যুব তৃণমূলের জেলার কার্যকারী সভাপতি অনিরুদ্ধ হালদার, জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, ব্লক তৃণমূলের সভাপতি জসীমউদ্দিন মল্লিক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, দেব প্রসাদ মিত্র প্রমুখ।

সওকাত মোল্লা তাঁর বক্তব্যে বলেন, সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্ঘটনার পর দীর্ঘদিন সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে ছিলেন। কিন্তু অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও প্রতিটি অঞ্চলের উন্নয়নের ব্যাপারে খোঁজ নিতেন। ২ এপ্রিল তিনি রাজনীতির ময়দানে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করবেন। ওই দিন ডায়মন্ড হারবারে এত জন সমাগম হবে, অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে যাবে। তিনি সর্বস্তরের কর্মীদের সভায় যাবার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখন্ডে বিজেপির উত্থানে, এ রাজ্যেও প্রভাব ফেলার জন্য সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথা চাড়া দিচ্ছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাকে বিজেপি টার্গেট করেছে। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। হিন্দু ও মুসলিম মৌলবাদী শক্তি রাজ্যে ষড়যন্ত্র পাকাবার চেষ্টা করছে। তাকে রুখতে হবে। এদিনের সভা সঞ্চালনা করেন ব্লক যুব তৃণমূলের সভাপতি ও কার্যকরী সভাপতি যথাক্রমে তাপস চক্রবর্তী ও বুচান বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাতিল ১৯ শিক্ষক

প্রথম পাতার পর

তার মধ্যে চলতি মাসের ৩ তারিখে একটি মেলে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে অর্চনার নিয়োগ বাতিল বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। পুরো ঘটনায় মগরাহাটের ধনপোতার বাসিন্দা অর্চনা হতাশ। অর্চনা স্নাতক ও পিপিটিআই পাশ। পরে সরকারিভাবে ব্রিজ কোর্সও করেছেন। অর্চনা ক্ষোভের সঙ্গে বলেন 'আমি পার্শ্বশিক্ষক পদে কেন নিয়োগ পেলাম তা বুঝতে পারলাম না। আমি ফর্মে কোথাও পার্শ্বশিক্ষক বলে উল্লেখও করেনি। তারপরেও এই ঘটনা ঘটল।' তবে জেলা প্রাথমিক বিদ্যলয়ের সংসদের পক্ষ থেকে নতুন শিক্ষকদের প্রতি আঙুল তোলা হয়েছে। অভিযোগ ফর্ম ফিলাপের সময় প্রার্থীর ভুল দেওয়ায় এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। এই ঘটনায় প্রাথমিক শিক্ষকদের ডান–বাম দুই সংগঠন দুর্ভাগ্যজনক বলে আখ্যা দিয়েছেন। বামপন্থী সংগঠন এবিপিটি–এ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির সম্পাদক দেবাশিস দত্ত বলেন, 'পর্ষদের পক্ষ থেকে কোন প্যানেল প্রকাশ করা হয়নি। এই নিয়ম নিয়ে নানা অভিযোগ প্রকাশ্যে আসছে।

এই ঘটনা যাঁদের জন্যই হোক তাঁদের শাস্তি দিতে হবে। আমাদের সংগঠন ইতিমধ্যে এঁদের নিয়ে পর্ষদের দ্বারস্থ হয়েছে।' এই সমস্ত শিক্ষকদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন শাসক দলের শিক্ষক সংগঠনের শিক্ষক প্রতিনিধিরা পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক পালান সরদার বলেন, 'পর্ষদের কিছু ভুলে নিয়োগ পত্র হাতে পাওয়ার পরও বাতিল হতে চলেছে। এই সিদ্ধান্ত খুবই দুঃখজনক প্রত্যেক শিক্ষকের কাছে। বিষয়টি নিয়ে পুনর্বিবেচনার জন্য পর্ষদের সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করব। সংগঠনগত ভাবে এদেরকে পুনরায় নিয়োগের জন্য আমরা পাশে থাকব।'

রাজ্যের পাঠ্যপুস্তকের অনুমোদন ও মূল্যে বিভ্রান্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : রাজ্যের গৃহশিক্ষকরা এতোদিন জানতেন, এ রাজ্যের কোনও সরকারি বিদ্যালয় বা সরকার পোষিত বিদ্যালয় বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনও বিদ্যালয় শিক্ষাবর্ষের শুরুতে প্রতি শ্রেণির জন্য যে 'পুস্তক তালিকা' প্রকাশ করে তাতে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অনুমোদন না থাকা এমন বইয়ের নাম ওই তালিকায় রাখতে পারেন না। কিন্তু গত ২০১৫–এ নব প্রবর্তিত পাঠক্রমের শিক্ষাবর্ষ থেকে গৃহশিক্ষকরা লক্ষ্য করছেন। পর্ষদের অনুমোদন নেই অথচ সেই সমস্ত স্বনামধন্য অধ্যাপক–লেখকদের লেখা বইয়ের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে প্রকাশ পাচ্ছে। বিদ্যার্থীরা সেই তালিকা অনুযায়ী ওস বইগুলি কিনছেও। আবার তার মূল্য ছাপা হয়েছে পর্ষদের বেঁধে দেওয়া দামের তুলনায় ১৮–৩৫ টাকা বেশি। তাহলে, এখানে প্রশ্ন জাগে, কলকাতার বইপাড়ার কয়েকটি প্রকাশনী পর্ষদের অনুমোদিত বই প্রকাশ করতে গিয়ে মলাট সহ ১৪০ পাতার বইয়ের মূল্য ৫০ টাকা রেখে রাজ্যের গরিব বিদ্যার্থীদের উপকৃত করবে আর বই পাড়ার বেশ কয়েকটি প্রকাশনী পর্ষদের অনুমোদনের তোয়াক্কা না রেখে ১৪০ পাতার বইয়ের মূল্য ৮৫ টাকা রাখা হয়েছে। এমন বিভ্রান্তির বিষয়ে রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরের আধিকারিকরা কী খবর রাখেন না, না কী তাঁদের বাড়ির শিক্ষার্থীরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদিত বিদ্যালয়ে পড়েন না? আর এমন ঘটনা ঘটবেই বা কেন? একটা রাজ্যে পাঠ্যপুস্তকের বাজারে পর্ষদ অনুমোদিত ও পর্ষদ অননুমোদিত বইও পাওয়া যাচ্ছে। শিক্ষার্থীরা ও অভিভাবকরা লক্ষ্য করছে অভিজ্ঞ দক্ষ অধ্যাপক–লেখকদের লেখা বইগুলিই পর্ষদ অনুমোদিত আবার মূল্যও অনেকটা বেশি হওয়া সত্ত্বেও কিনতে বাধ্য হচ্ছেন, কারণ ক্লাসে ওই নির্দিষ্ট বইটিই পড়ানো হচ্ছে। আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলো সেই সব বই কিনতে গিয়ে বাড়তি চাপে পড়ছেন। রাজ্যের শিক্ষা দফতর এ বিষয়ে নির্বিকার হওয়ায় বহু প্রশ্ন জন্ম নিচ্ছে।

সমীক্ষায় অভিভাবকদের মতামত

বিবিআইটি স্কুল এক আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ মোল্লারগেট থেকে আছিপুর এবং সন্তোষপুর থেকে আমতলা পর্যন্ত বিভিন্ন বাংলা মিডিয়াম এবং ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে বাবা ও মায়েদের সাথে কথা বলেছি দীর্ঘ ৬ মাস ধরে। আমাদের কিছু প্রশ্ন ছিলঃ–

১) স্কুলে পড়াশোনার গুণমান কেমন? ২) স্কুল থেকে মেন রোড কত দূরে? ৩) স্কুলে নিজস্ব খেলার মাঠ আছে কিনা? ৪) স্কুলের নিজস্ব জিম, সুইমিংপুল আছে কিনা? ৫) বাচ্চারা যে সব জিনিস বুঝতে পারে না তার জন্য আলাদা কোনো কাউন্সিলর আছে কিনা? ৬) স্কুলের নিজেদের ক্যাম্পাসের মধ্যে ক্যান্টিন এবং সুস্বাদু খাবারের ব্যবস্থা আছে কিনা? ৭) স্কুলে নিজেদের ক্যাম্পাসের মধ্যে অডিটোরিয়াম হল আছে কিনা?

এইসব প্রশ্ন বাবা ও মায়েদের সামনে রেখেছিলাম তার উত্তর পাওয়া যায় ভালো পরিবেশ বলতে সেরকম কিছু নেই। কিন্তু বি. বি. আই. টি. পাবলিক স্কুলের অভিভাবকরা বলেছেন মনোরম পরিবেশে গড়ে উঠেছে স্কুলটি। পড়াশোনা ভালোই হয়। বাচ্চারা যেসব গাড়িতে যাতায়াত করে তাদেরকে রাস্তায় নামতে হয়। এটা একটা ভয়ের কারণ থেকে যায়। সেদিক থেকে বিচার করলে বি. বি. আই. টি. পাবলিক স্কুলের ভিতরে গাড়ি প্রবেশ করে। আর খেলার মাঠ সব স্কুলে নেই অন্যের মাঠ ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু বি. বি. আই. টি. পাবলিক স্কুলে নিজেদের মাঠ আছে– জিম, সুইমিংপুল আছে যেটা অন্য স্কুলের বাচ্চারা ব্যবহার করে। এছাড়াও ছোটো বাচ্চাদের আলাদা মাঠ ও পার্ক আছে। যেসব বাচ্চারা পড়াশোনা বা অন্য জিনিস বুঝতে পারে না, তাদের জন্য আলাদাভাবে কাউন্সেলিং করানো হয়ে থাকে। অন্য বাবা ও মায়েরা বলেছেন–তাদের আলাদা ক্যান্টিন নেই। বি. বি. আই. টি. পাবলিক স্কুলের অভিভাবকরা বলেছেন তাদের নিজস্ব ক্যান্টিন আছে। এছাড়া বি. বি. আই. টি. স্কুল ক্যাম্পাসের মধ্যে ১০০০জন বসার অডিটোরিয়াম হল আছে। এবার শুনতে পারছি বিভিন্ন অভিভাবকরা বলছেন যে তাদের সন্তানদের কথা চিন্তা করে C.B.S.E. বোর্ড অনুমোদিত বি. বি. আই. টি. পাবলিক স্কুলে বাচ্চাদের ভর্তি করাবে কারণ এখনই ভর্তি করালে বি. বি. আই. টি. ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বি. টেক. এবং ডিপ্লোমা পড়ানোর সময় ছাড় পাওয়া যাবে।

জাল কেটে বাঁচল ছাত্রী

প্রথম পাতার পর

ছাত্রীর বাবা মালেক আখন পেশায় গাড়িচালক। ৪ মেয়ে ও ২ ছেলে তাঁর। মেয়েদের মধ্যে বড় মালেকা। মেয়েকে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে স্থানীয় থানায়ও গিয়েছিলেন বাবা। কিন্তু স্থানীয় থানা কোনও সাহায্য করছে না বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। তবে জেলার চাইল্ড লাইন কিশোরী ছাত্রীকে ফিরিয়ে আনার জন্য ইতিমধ্যে মুম্বাইয়ের হোমের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। ছাত্রীর বাবা মালেক আখন বলেন, 'আমার মেয়ে না হয় বরাত জোরে ওদের খপ্পর থেকে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু কত মেয়েকে এভাবে সর্বনাশ করেছে পাচারকারীরা। আমরা ওদের শাস্তি চাই। পুলিশ ব্যবস্থা নিক।' জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (পশ্চিম) চন্দ্রশেখর বর্ধন বলেন, 'অভিযোগ করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাচারের বিরুদ্ধে সর্বদা প্রচার চালানো হচ্ছে।' পুলিশের আশ্বাস সত্ত্বেও কিন্তু আশঙ্কা কাটছে না মালেকার পরিবারের।

বেহালা–বড়িশায় যুব পাড়া সংসদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : লোকসভা কী? রাজ্যসভা কী বা বিধানসভা, বিধান পরিষদ কী? এই সমস্ত আইনসভাগুলি সম্পর্কে সাধারণ যুবকযুবতীদের আগ্রহী করে তুলতে এখন পাড়ায় পাড়ায় অনুরূপ সংসদের ব্যবস্থাপনা হচ্ছে। এমনই একটি 'যুব পাড়া সংসদে'র আয়োজন হয়ে গেল গত ১৩ মার্চ বেহালা–বড়িশার ঐতিহ্যবাহী শতাব্দী প্রাচীন 'বড়িশা টাউন লাইব্রেরি'তে। দক্ষিণ কলকাতার 'নেহেরু যুবকেন্দ্রে'র পরিচালনায় স্থানীয় 'শ্রাবন্তী কলাকেন্দ্রে'র সহযোগিতায় 'ইয়ুথ পার্লামেন্টে'র আলোচনা বা বিতর্ক সভায় 'সোসাল মিডিয়া' আমাদের যুবসমাজকে কী 'আন সোসাল' করে তুলছে। আলোচনায় প্রায় দেড় শতাধিক অতি আগ্রহী দক্ষ প্রতীকি সাংসদ বা যুব প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। সংসদ অধ্যক্ষ বা অধ্যক্ষা বা বরিষ্ঠ সাংসদের আসন অলঙ্কৃত করেন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপিকা ড. তাপসী বিশ্বাস, জনস্বাস্থ্যবিদ ড. গীতা রানি সেনচৌধুরী, নগদবিহীন লেনদেন নিয়ে উত্তর দেন ইউকো ব্যাঙ্কের প্রাক্তন ম্যানেজার অমল কর্মকার, মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রশ্নোত্তরে ছিলেন হাওড়া বিএড কলেজের রেজিস্টার দেবকন্যা সেন, কমিউনিটি হিউম্যান ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের কর্ণধার শ্যামলেন্দু দাস, ঠাকুরপুকুর পুলিশ স্টেশনের অফিসার–ইনচার্জ (ট্রাফিক) অনিমেষ মুখোপাধ্যায়, অতিরিক্ত ওসি (ট্রাফিক) পিনাকি প্রামাণিক প্রমুখ। এছাড়াও যোগা প্রদর্শনীতে ছিলেন যোগা অধ্যাপক সলিল বিশ্বাস ও শ্রীদীপ সিন্‌হা। শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত। স্বচ্ছতা ও স্বাস্থ্য এবং অর্থনীতি বিষয়ে প্রশ্নোত্তরের আসরে আগ্রহী শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। শ্রাবন্তী কলাকেন্দ্রের অধ্যক্ষা শ্রাবণী রায় ও নেহরু যুবকেন্দ্রের কর্মকর্মা রঘুমণি চট্টোপাধ্যায় ও পার্থ দাস সমগ্র ব্যবস্থাপনাতে প্রেরণা দান করেন।

রাজ্যে রেশন দোকানে আধার গুরুত্বহীন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সারা দেশের মতো এ রাজ্যে 'জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনে' তিন ধরনের রেশন কার্ড হোল্ডার (AAY–অন্নপূর্ণা অন্ত্যোদয় যোজনা, PHH– প্রায়োরিটি হাউসহোল্ড, SPHH–সুপার প্রায়োরিটি হাউস হোল্ড) দের রেশন দোকানে ভর্তুকিযুক্ত খাদ্যশস্য পেতে কেন্দ্রীয় সরকারের গত ৯ ফেব্রুয়ারির এক নির্দেশিকা বলে আধার নম্বর বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অন্যদিকে, গণবন্টন ব্যবস্থার অন্তর্গত গোটা দেশের সমস্ত ৫.৫৮ লক্ষ রেশন দোকানগুলি যাতে এই ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারে সেজন্য ৩০ জুনের মধ্যে সেগুলিকে আধার নম্বর ব্যবহারের উপযোগী করে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে গত ১০ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি দফতরের পূর্ণমন্ত্রী রবি শঙ্কর প্রসাদ জানান। শ্রী প্রসাদ আরও বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার ভর্তুকিযুক্ত খাদ্য শস্যের গ্রাহকদের এই ব্যবস্থায় যোগ দেওয়ার জন্য জোর করবে না। যাঁরা এর বাইরে থাকতে চান তাঁদের নয়া প্ল্যাটফর্মে যোগ দেওয়ার অনুরোধ করা হবে। এদিকে, এ রাজ্যে 'খাদ্যসাথী' প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য কোনও ব্যক্তি বা তার পরিবার যদি AAY/PHH/SPHH/RKSY-I ও II (রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনা) এই পাঁচ প্রকার ডিজিটাল রেশনকার্ডের মধ্যে থেকে যেটি পাওয়াতে আপনি যোগ্য সেটি পাওয়া থেকে বাদ পড়ে থাকেন তারা FORM-III-U/FORM III-V বা FORM IV-U/FORM IV-V-এর মাধ্যমে আবেদন প্রক্রিয়ার কাজ ধারাবাহিকভাবে চলছে। কিন্তু এ রাজ্যে এই পাঁচ প্রকার ডিজিটাল রেশনকার্ড পেতে গিয়ে গ্রাহকদের আধার কার্ড থাকা সত্ত্বেও আধার কার্ডের জেরক্স কপি ডকুমেন্ট হিসাবে গ্রহণের বিষয়ে রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ দফতর গুরুত্ব দিচ্ছে না।

এ রাজ্যে এই কার্ড পেতে ডকুমেন্ট হিসাবে এপিক (ইলেকট্রনিক ফোটো আইডেন্টিটি কার্ড) কে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। যদি এপিক না থাকে বিশেষ করে ১৮ বছরের কম বয়সি ছেলে মেয়েদের কাছে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে আধার কার্ডের জেরক্স গ্রহণ করা হচ্ছে। ফলস্বরূপ, কেন্দ্রীয় সরকারের ৯ ফেব্রুয়ারির বাধ্যতামূলক নির্দেশিকা এ রাজ্যে গুরুত্ব পাচ্ছে না। খাদ্য দফতরের অধিকাংশ আধিকারিকের বক্তব্য, ৩০ জুনের পর থেকে AAY/PHH/SPHH আধার নম্বরহীন ডিজিটাল রেশনকার্ড হোল্ডারদের ভর্তুকিযুক্ত খাদ্যশস্য পেতে সমস্যা দেখা দেবে। ইতিমধ্যেই দেশের ২৯টি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে তিনটি অঙ্গরাজ্যের (রাজস্থান, গুজরাত ও অন্ধ্রপ্রদেশ) সমস্ত রেশন দোকানকে আধার নম্বর ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা হয়েছে। প্রসঙ্গত, জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের ৬ কোটি ১ লক্ষ ৮৪ হাজার ২৮৫ জনকে তিন টাকা কেজি দরে চাল ও ২ টাকা কেজি দরে গম দেয়। পাশাপাশি, রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনা–১ ও ২–এ আরও ১ কোটি ৯৭ লক্ষেরও অধিক রাজ্যবাসীকে ২ টাকা কেজি দরে চাল ও গম দেয় রাজ্য সরকার। সব মিলিয়ে ৭ কোটি ৯৮ লক্ষেরও অধিক রাজ্যবাসী এই সুবিধা পান।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে চান কল্যাণী ও তপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় এসসি, এসটি, ওবিসি সম্প্রদায়ের মানুষের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড প্রসঙ্গে, এক সাক্ষাৎকার ভিত্তিক প্রতিবেদনে তৃণমূল এসসি, এসটি, ওবিসি সেলের রাজ্য কমিটির সম্পাদক কল্যাণী হালদার ও তৃণমূল এসসি, এসটি, ওবিসি সেলের জেলা সভাপতি তপন কুমার মল্লিকের মুখোমুখি আলিপুর বার্তার উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা প্রতিনিধি কল্যাণ রায়চৌধুরী

তৃণমূল এসসি, এসটি, ওবিসি সেলের রাজ্য সম্পাদক কল্যাণী হালদার বলেন, 'রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মা–মাটি–মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এসসি, এসটি, ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্তদের উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিয়ে যথেষ্ট ইতিবাচক পদক্ষেপের সূচনা হয়েছে। নেত্রীর এই ভাবনাচিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে এই সেলের মানুষের উন্নয়নের জন্য যতটা সম্ভব নিজেকে উৎসর্গ করাই আমার মূল লক্ষ্য। আমার এই পথ চলায় যিনি আমাকে অভিভাবকের মতো সহযোগিতা ও পরামর্শ দান করে চলেছেন, তিনি হলেন এই সেলের রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ সুনীল মন্ডল।' কল্যাণী আরও বলেন, 'উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলায় দলীয় ও সামাজিক বিভিন্ন কর্মকান্ডে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন তৃণমূলের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সভাপতি তথা রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ও উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা তৃণমূল পর্যবেক্ষক তথা বিধানসভার মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ।' তবে শুধু উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলাই নয়, রাজ্যের অন্যান্য জেলাতেও এই সেলের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডকে ত্বরান্বিত করার কাজ চলছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। পাশাপাশি তিনি জেলা সংগঠনের সমস্ত কর্মীদের প্রশংসনীয় ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গত, ভাঙর কান্ডের প্রভাব আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে পড়ার সম্ভাবনা কতখানি? এ প্রশ্নের উত্তরে কল্যাণী বলেন, 'আমি ভাঙড়ে গিয়েছিলাম। সেখানকার বিভিন্ন মানুষজনের সঙ্গে কথাও বলেছি। আসলে বিষয়টা হল, বিরোধীরা গোটা রাজ্য জুড়ে একটা অশান্তির বাতাবরণ তৈরির চেষ্টা করছে। তাদের এই চক্রান্তের শিকার হল ভাঙড়। তবে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে এর প্রভাব পড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। কারণ সমস্ত বিষয়টাই তৃণমূল নেত্রী মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক দক্ষতায় নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। তিনি সবটাই সামলে নেবেন।'

তৃণমূল এসসি, এসটি, ওবিসি সেলের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সভাপতি তপনকুমার মল্লিক জানান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন তৃণমূল দল গঠন করেন, তখন নেত্রীর নীতি–আদর্শের প্রতি আস্থা রেখে ও অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি তৃণমূলে যোগদান করেন। নিজেকে তৃণমূলের একজন সামান্য সৈনিক বলেই মনে করেন তপনবাবু। চলতি পর্বের পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচনে দাঁড়িয়ে সব থেকে বেশি ভোটে জয়ী হয়েছিলেন তিনি। বারাসত ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতিতে তিনি তথ্য–সংস্কৃতি, ক্রীড়া কর্মাধ্যক্ষ পদে আছেন। রয়েছেন নীলগঞ্জ হাইস্কুলের সভাপতি পদেও। এই স্কুলে পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়ে একটি গ্রন্থাগার তৈরি করেছেন এবং বিদ্যালয়টিকে ত্রিতল বিশিষ্ট করেছেন। তপনবাবু বলেন, এসসি, এসটি, ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্তদের সরকারি শংসাপত্র পেতে আগে প্রায় এক বছর সময় লাগত। বর্তমানে তা প্রায় এক মাস সময়কালের মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর এই সম্প্রদায়ভুক্তদের কোনও জামিনদার ছাড়াই এক লক্ষ টাকা ঋণদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।' তপনবাবু তৃণমূল এসসি, এসটি, ওবিসি সেলের রাজ্য কমিটির সম্পাদক কল্যাণী হালদার প্রসঙ্গে বলেন, 'কল্যাণী আমার দিদির মতন। সহজ, সরল মনের ও পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির মানুষ উনি। উন্নয়নমূলক যে কোনও কর্মকান্ডে ডাকলেই তাকে পাশে পাই।' গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে বলেন, 'সংসারে লোক বাড়লে দু'চারটে কথা হয়। সেটা কোনও দ্বন্দ্বের বিষয় নয়। আমাদের অভিভাবক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত সুদক্ষ নেত্রী। ফলে সবটাই তাঁর নিয়ন্ত্রনাধীন। তাঁর আদর্শে বিশ্বাসী হয়েছ চলতে চাই।'

আমাদের প্রতিনিধি ● ডায়মন্ডহারবার ও কাকদ্বীপ : মেহেবুব গাজী– ৭৪০৭০৩৮৮৮৩/ বারুইপুর : অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার –৯৭৪৮১২৫৭০০/ ক্যানিং : বিশ্বজিৎ পাল –৯৩৩৩১২৭৫৭৮, ৯৮০০১৪৬৬১৭

কৃষি দর্পণ

ধানের নাড়া পুড়িয়ে কৃষি ও পরিবেশের ক্ষতি করবেন না

কুণাল মালিক

বজবজ–২ ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা শান্তনু পাল জানালেন, ধানের নাড়া পোড়ালে কৃষি ও পরিবেশের ক্ষতি হয়। সম্প্রতি দিল্লিতে দূষণের মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল। কৃষকদের সচেতন করতে কৃষি দফতর থেকে প্রচার চালানো হচ্ছে। এসম্পর্কে তিনি জানালেন–

- কম্বাইন্ড হার্ভেস্টর বা ধান কাটা–ঝাড়ার মেশিন ব্যবহারের পর জমিতে বড় বড় নাড়া ও খড়ের টুকরো পড়ে থাকছে।
- ওই নাড়া ও খড়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়ায় ব্যাপক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে।
- তাপ ও ধোঁয়ায় পরিবেশ দূষণ বিশ্ব–উষ্ণায়ণ ঘটছে।
- মাঠের ও গ্রামের বৈদ্যুতিক তার ও সরঞ্জামের ক্ষতি হতে পারে।
- সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হল মাটির মধ্যে জীবাণু, কেঁচো, পোকারা মারা পড়ে ও মাটি পুড়ে শক্ত হচ্ছে।
- পুড়ে যাওয়া মাটিতে প্রয়োগ করা সার জীবাণুর অভাবে ফসলের খাওয়া উপযোগী হচ্ছে না।
- সারের অপচয় ঘটছে ও ফসলের ফলন কম হচ্ছে।
- নাড়া ও খড়ের মধ্যে থাকা উদ্ভিদ খাদ্যও পুড়ে নষ্ট হয়।
- ধান জমিতে পড়ে থাকা নাড়া ও খড় জমির আল বরাবর জমা করুন।
- খড় কুচিয়ে কিংবা খড় পচিয়ে জমির মাটির সাথে মেশান।
- ভার্মিকম্পোষ্ট, মাশরুম, গবাদি পশুর খাদ্য, গৃহস্থলীর জ্বালানী হিসাবে খড় ব্যবহার করুন।
- মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা করে অধিক ফলন পেতে খড় না পুড়িয়ে সহযোগিতা করুন।

সূর্য্যমুখী ফুলের চাষ

ভারতবর্ষে সূর্য্যমুখী চাষের প্রথম উদ্যোগ নেওয়া হয়১৯৬৯ সালে, পশ্চিমবঙ্গে সুন্দরবন এলাকার এক ফসলী জমির কথা মাথায় রেখে ১৯৭২ সাল থেকে রাশিয়া ও কানাডার কয়েকটি উন্নত জাত ও রোমানিয়ার একটি সংকর জাত নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কোন জাতটি সর্বাধিক ফলন দেয়,তার চাষকরার সময় কখন, সারি ও গাছের দূরত্ব কি হবে, কতটা সার লাগবে ও কখন সেচ দিতে হবে ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করায় ৭০ দশকের গবেষণার বিষয় ছিল।কিন্তু প্রথমে এই নতুন ফসল চাষে কৃষকদের আগ্রহী করানো কঠিন ছিল কারণ উৎপাদিত বীজ কম পরিমাণে হলেও তার থেকে তেল নিষ্কাশন করে গ্রামের মানুষের ভোজ্য তেলের সুরাহা করার প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল স্থানীয় ঘানিতে সরষে,তিল ইত্যাদির মতো সূর্য্যমুখীর তেল নিষ্কাশন। খোলাসহ বীজের তেল নিষ্কাশন করতে চেয়ে তেলের রং কালচে হয়ে যেত, রেখে দিলে সরষে তেলের মতো সূর্য্যমুখী তেলের পাত্রের নীচে গদ পড়তো এবং বেশিদিন তেল ঘরে থাকলে স্বাদ তিতকুটে হত।

জাত

আগে ইসি জাতের চাষ হত। মাঝারি লম্বা মর্ডেন জাতের চাষ কিছুদিন চলেছিল। এখনকার জনপ্রিয় জাতগুলি হল পিএসি ৩৬, এমএসএফএইচ ১৭, কেবিএসএইচ ৪৪, সূর্য্য ৫১, সানব্রেড ২৭৫, পিএসি ১০৯৯, কেবিএসএইচ ১।

বীজশোধন

প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম গুলে ২০ মিনিট ভিজিয়ে বীজশোধন করতে হবে। অন্যথায় প্রতি কেজি ভেজানো বীজের সঙ্গে ৫ গ্রামে ট্রাইকোডারমা ভিরিডি মিশিয়ে নিতে হবে।

সার প্রয়োগ

একর প্রতি মূলসার হিসেবে ১৬ কেজি নাইট্রোজেন, ৪০ কেজি ফসফরাস,২০ কেজি পটাশ এবং বোনার ৩০ দিন পর একর প্রতি ১৬ কেজি নাইট্রোজেন ও ২০ কেজি পটাশ চাপান সার হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। সূর্য্যমুখী চাষের বোরণ অণুখাদ্য অত্যন্ত দরকারি। একর প্রতি ১০ কেজি জিংকসালফেট,৪ কেজি বোরাক্সও ২০০ গ্রাম অ্যামোনিয়াম মলিবডেট দেওয়া দরকার।

বীজের হার

বিঘা প্রতি ৬৫০ গ্রাম হাইব্রীড বীজ।

রস চোষক পোকা

জাব পোকা–হলুদ অথবা কালচে রঙের হয়, গাছের ডগা,কচি পাতা ও ফুলের কুঁড়ি থেকে রস চুষে খায়, ফলে গাছ বিকৃত হয়ে যায়।

পাতা খাওয়া পোকা

শুঁয়ো পোকা : পাতার ক্লোরোফিল চেঁছে খেয়ে নেয়,পাতা জাল হয়ে যায়, ফুলকেও আক্রমণ করে। মঞ্জুরী ছিদ্রকারী পোকা (স্পোডোপটেরা/বোলওয়ার্ম) রাতে আক্রমণ বেশিহয়, ফুল খেয়ে নষ্ট করে। আক্রমণের প্রথম দিকে ডিম যুক্ত পাতা, বাচ্চা লেদা যুক্ত পাতা তুলে ফেলতে হবে। প্রতি লিটার জলে ১.৫ মিলি ক্লোরো পাইরফস + সাইপারমেথ্রিন বা ১ গ্রাম মিথোমিল বা ১ মিলি ট্রাযাজোফস বা ১ মিলি ইনডিক্সাকার্ব স্প্রে করতে হবে। পোকা মারার জন্য বিষ টোপ ব্যবহার করা যাবে ৫ কেজি ধানের কুঁড়ের সাথে অল্প জল মিশিয়ে ৫০০ গ্রাম গুড় ও ৫০০ গ্রাম কার্বরিল সহযোগে বিষটোপ ব্যবহার করা হয়।

টিয়া পাখি : ফুল, পুষ্ট হতে থাকা ফুলের দানা খেয়েপ্রচুর ক্ষতি করে। কিন্তু হাইব্রীড জাতের ফুল বোঁটার সাথে এমন ভাবে জুড়ে থাকে যে পাখি সহজে দানা ক্ষেতে পারে না।

রোগ

গোড়া পচা : গাছের গোড়া পচে গিয়ে সম্পূর্ণ গাছ ঢলে পড়ে। মাটির সংস্পর্শে লেগে থাকা পচা কান্ডের ওপর সরষের মতো সাদা দানা আকৃতির ছত্রাকের রেণু দেখা যায়। চারা অবস্থা থেকে পূর্ণাঙ্গ অবস্থা পর্যন্ত দেখা যায়। এমনকি ফুল ফোটা গাছও মারা যায়। রোগটি মাটি বাহিত। অবশ্যই বীজশোধন করতে হবে, জমিতে জৈব সার যথেষ্ট পরিমাণে দিতে হবে, আক্রান্ত গাছে ৪ গ্রাম ব্লাইটক্স প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

পাতায় বাদামি দাগ : পাতার ওপরে প্রথমে ফ্যাকাসে দাগ দেখা যায়, এই দাগ পরে বাদামি থেকে কালো হয়ে যায়,পাতার সালোকসংশ্লেষ হার কমে যায়। ২ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম + ম্যানকোজেব বা ০.৫ গ্রাম মাইক্লোবুটানিল বা ২.৫ গ্রাম মেটালাক্সিল + ম্যানকোজেব স্প্রে করতে হবে।

পাউডারি মিলডিউ : পাতা পাউডারে ভরে যায়, হাত ছোঁয়ালে পাউডার হাতে লেগে যায়। ঘন করে গাছ লাগালে প্রথমে পাতার নিচের দিকে ধূসর দাগ পড়ে, পরে পাউডারে ভরে যায়এবং পাতা শুকিয়ে যায়। প্রতি লিটার জলে ৩ গ্রাম সালফার বা ১ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম বা ০.৫ গ্রাম মাইক্লোবুটানিল স্প্রে করতে হবে।

মাথা পচা : ফুলের পিছনে বোঁটা লেগে থাকা অংশে জলে ভেজা দাগ দেখা যায়, ওই দাগগুলি পরে বাদামি রঙের হয়ে নরম হয়। পচা অংশ প্রথমে সাদা তুলোর মতো এবং পরে কালচে ছত্রাক দেখা যায়। বেশি আক্রমণ হলে ফুল শুকিয়ে যায় কিংবা দানা অপুষ্ট অবস্থায় ফুল কালো হয়ে যায়। আদ্র অবস্থায় রোগটি বেশি হয়, ফুল পাকার সময় কালবৈশাখীর বৃষ্টি এই রোগ বাড়ায়। ফুল ফোটার সময় প্রতি লিটার জলে ২.৫ গ্রাম ম্যানকোজেব স্প্রে করতে হবে।

সূর্য্যমুখীর পোকার সুসংহত নিয়ন্ত্রণ

- সবচেয়ে ক্ষতিকারক–স্পোডোপটেরা ও হেলিকোভার্পা যেগুলি ফুলের মধ্যে লুকিয়ে থাকে–আক্রমণের প্রথমাবস্থা থেকে হাত দিয়ে বেছে বেছে বালতিতে ঔষধ গোলা জলে ফেলে মেরে ফেলা আবশ্যক।
- স্পোডোপটেরা ও হেলিকোভার্পা নিয়ন্ত্রণের জন্য জৈব নিয়ন্ত্রক হিসেবে বিটি০১ গ্রাম এবং এনপি ১ মিলি/লিটার জলে মিশিয়ে বিকেলে স্প্রে করতে হবে। এছাড়া প্রতি লিটার জলে ৩ মিলি অ্যাজাডাইরেক্টিন বা নিম বীজ জলেগুলে স্প্রে করা উচিত।
- ফসল তোলার পর গ্রীষ্মকালীন চাষদিয়ে রাখলে ক্ষতিকারক পোকার আক্রমণ কমানো সম্ভব।
- পোকার সংখ্যা ইটিএল অতিক্রম করলে নিম্নলিখিত যে কোনও কীটনাশক ব্যবহার করা যায়।
- জাব পোকার জন্য–যে কোনও সিস্টেমিক (সর্বাঙ্গবাহী) কীটনাশক অন্যান্য পোকার জন্য ইনডক্সিকার্ব১ মিলি বা স্পাইনোস্যাড ০.৫ মিলি বা ক্লোরোপাইরিফস + সাইপারমেথ্রিন যুক্ত ওষুধ ১.৫ মিলি ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়।
- টিয়া পাখির জন্য যৌথভাবে ব্যাপক এলাকা নিয়েচাষ করা ও ছেঁড়া জাল, রাংতা পাতা অতি আবশ্যক।

সূর্য্যমুখীর সুসংহত রোগ নিয়ন্ত্রণ

- প্রতিরোধী ও সহনশীল জাতের চাষ।
- জাত অনুযায়ী নির্দিষ্ট গাছে রেখে পাতলা করতে হবে।
- বীজ বোনার আগে অবশ্যই থাইরাম ২.৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে বীজ শোধন করতে হবে। অথবা শুকনো বীজের জন্য ৩ গ্রাম ক্যাপটান ৫০ শতাংশ অথবা কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে মুখবন্ধ পাত্রে ঝাঁকিয়ে নিতে হবে।
- জৈব পদ্ধতিতে রোগনাশক হিসেবে ট্রাইকোডারমা ভিরিডি ৫ গ্রাম বা সিউডোমোনাসফ্লুরেসেন্স ১০ গ্রাম প্রতি কেজি বীজের জন্য ব্যবহৃত হয়। রোগাক্রান্ত জমিতে ৫০ কেজি আধপচা গোবর সার বা কেঁচোসারের সাথে ১ কেজি ওষুধ ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়।
- ডুবিয়ে সেচ দেওয়া যাবে না। নিয়ন্ত্রিত এবং সঠিক সময়ে সেচ দিলে রোগের প্রকোপ কমানো সম্ভব।

বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন

- উপ কৃষি–অধিকর্তা (প্রশাসন), দক্ষিণ ২৪ পরগনা
- সহ কৃষি–অধিকর্তা (প্রশাসন), আলিপুর/ডায়মন্ড হারবার
- সহ কৃষি–অধিকর্তা ব্লক, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

হাওড়া নস্করপুরে ১৩২ বছরের হোলির মেলা

সঞ্জয় চক্রবর্তী : হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত নস্করপুর নওয়াপাড়া বারোয়ারিতলায় অনুষ্ঠিত হল শ্রীশ্রী ৺মহাপ্রভু হরিনাম সংকীর্তন ও মহোৎসব। যা নস্করপুর হোলির মেলা নামে পরিচিত। কথিত আছে— ''একদা এই এলাকায় মহামারি দেখা দেয়। তাতে ধীরে ধীরে মানুষের মৃত্যু হতে থাকে। এই মহামারি থেকে বাঁচতে এলাকার এই সমস্ত অঞ্চলের প্রবীন ব্যক্তিরা এই পুজো চালু করেন।

একাদশী থেকে দোল পূর্ণিমা পর্যন্ত চলে এই পুজোপাঠ। শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপর প্রতিদিন ছিল বিশেষ পালাগানের আসর। একাদশী ও দোল পূর্ণিমার মাঝে ত্রয়োদশিতে হয় ব্রহ্মা পুজো। দোল পূর্ণিমার দিন মহাপ্রভুর আরতি ও ধুলোট দেখতে হাজার হাজার ভক্তের ভিড় হয়। বসন্ত, বসন্ত কথাটা শুনলেই মনের গভীরে ফুটে ওঠে কল্পনা আর মনের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে রঙের খেলা। দোল পূর্ণিমার দিন এই রঙের খেলাতেই মেতে ওঠে এলাকার কচি কাচা থেকে প্রবীন সকলেই। এই মেলা ঘিরে থাকছে খাবারের স্টল, মনোহারি দোকান, ইলেকট্রিকের দোলনা, মেলা উপলক্ষে থাকছে যাত্রাপালা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ঐতিহ্যপূর্ণ ১৩২ বছরের এই মেলা ঘিরে এলাকার মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। দোল পূর্ণিমা থেকে প্রায় পনেরো দিন চলবে এই মেলা।

বসন্ত উৎসব পালিত বালির নিশ্চিন্দায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রতি বছরের মতো এ বছরেও হয়ে গেল নিশ্চিন্দা সাংস্কৃতিক মঞ্চের পরিচালনায় বসন্ত উৎসব তথা দোল উৎসব। এবারে বসন্ত উৎসব এগারো বছরে পা রেখে বলে জানালেন নিশ্চিন্দা সৌখিনের কর্ণধার প্রাণেশ রঞ্জন দাস। এদিন অর্থাৎ রবিবার বসন্ত উৎসব শুরু হয় সন্ধ্যে ছটার সময় শেষ হয় রাত দশটা নাগাদ। অনুষ্ঠানের আগের দিন অর্থাৎ শনিবার অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের সেচ মন্ত্রী রাজিব বন্দ্যোপাধ্যায় এছাড়া এদিনের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের সদস্য বিকাশ দে। বসন্ত উৎসবকে কেন্দ্র করে এলাকার মানুষজনের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিনের (রবিবার) বসন্ত উৎসব প্রবাদপ্রতীম গায়ক কালিকা প্রসাদ ভট্টাচার্যের স্মরণে দোহারকে নিয়ে একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনান এক শিল্পী। প্রতিবছরের মতো এবছরেও বিচারকদের বিচারে সেরা দর্শক হিসাবে যারা নির্বাচিত হবেন তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ ধরনের পুরস্কারের ব্যবস্থা। সমস্ত অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন এলাকারই বাসিন্দা বুদ্ধ দাস, এছাড়া এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে অঙ্কন প্রতিযোগিতা, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, মেলার আয়োজন করা হয় বলে জানান বসন্ত উৎসবের আয়োজক সৌখিনের কর্ণধার প্রাণেশরঞ্জন দাস।

দৃষ্টিহীনদের নিয়ে শারদীয়ার ফুলদোল

নিজস্ব প্রতিনিধি : দৃষ্টিহীনদের দোল! হ্যাঁ, এই অসম্ভবও সম্ভব। খোদ এই কলকাতাই সাক্ষী থাকল এরকমই এক দৃষ্টান্তমূলক ঘটনার, আর এই অসম্ভব সুন্দর প্রচেষ্টার কান্ডারী 'শারদীয়া'। আট থেকে আশির মিলনক্ষেত্রের নামই 'শারদীয়া পরিবার', নিজেদের কাজের গন্ডি পেরিয়ে যাঁদের ব্রত সারাবছর চির অবহেলিত পথশিশু, দুঃস্থশিশু, অনাথশিশুদের পাশে দাঁড়ানো।

দৃষ্টিহীন ভাইবোন আর এই পথশিশুদের কঠিন জীবনযুদ্ধে সমাজে তাদের এগিয়ে দেবার প্রয়াস যারা সারাবছর অবিশ্রান্তভাবে করে চলেছে তারাই এই 'শারদীয়া'। না, কোনো কেমিক্যাল রং নয় হরেকরকম ফুলই ছিল এই দোলের

অভিনবত্ব। এদিন 'লাইট হাউস ফর দ্য ব্লাইন্ড' স্কুলের দৃষ্টিহীন শিশুদের সাথে ফুল দিয়েই দোল উৎসবে মাতেন শারদীয়া পরিবারের সদস্যরা। এটি প্রথম বর্ষ নয়, গত তিনটি বসন্ত ধরে এই দিনটিতে এই দৃষ্টিহীন শিশুগুলির জীবনও রঙিন হয়ে উঠেছে 'শারদীয়া'–র হাত ধরে। এই মনুষ্যকুলে ওদের অন্ধকার জগতে যে কোনো রঙের গুঁড়োই সমার্থক, তা শুধুই বেরঙিন রঙের গুঁড়ো মাত্র। তাই গন্ধ আর স্পর্শকে হাতিয়ার করে গোটা স্কুল চত্বর জুড়ে গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া আরও হরেক রকম ফুলের হোলিতে মাতে এই দৃষ্টিহীন পড়ুয়ারা আর এই আনন্দযজ্ঞে সামিল হয় ৩০০ জনেরও বেশি শারদীয়া পরিবারের সদস্যরা। রঙের ডালি নয়, ফুলের ডালি দিয়ে সাজানো এই উৎসবের জন্য গোটা বছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে শারদীয়ার সকলে। প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ উপহার ফুলের জন্যেই দৃষ্টিহীনতাও বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি দোলের এই উৎসবের আনন্দ উপভোগ করতে।

এইদিন দৃষ্টিহীন কিছু ছাত্রীর পরিবেশিত নৃত্য মুগ্ধ করেছে সকলকে। এছাড়াও উপস্থিত 'কনফিউশন' ব্যান্ডের সুরের ধ্বনি বসন্তের রং ছড়িয়েছে সবার মনে। এই বিশেষ দিনটি যাঁরা এই শিশুগুলির মধ্যে উপস্থিত থেকে ওদের সাথে অনাবিল আনন্দে মেতে উঠলেন, ভাগ করে নিলেন নিজেদের মূল্যবান সময়, তাদের সকলকে শারদীয়া পরিবারের পক্ষ থেকে জয়ন্ত মন্ডল ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন এবং এই প্রচেষ্টা সাফল্যমন্ডিত করে তোলবার জন্য সকলকে অভিবাদন জানিয়েছেন।

দমদমে রঙে রূপে বসন্ত উৎসব

অরিন্দম রায়চৌধুরী : দমদম পুরসভার অন্তর্গত ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের শেঠ বাগান লোল্যান্ড এলাকায় রবিবার সকালে 'আমরা মিলেছি'র উদ্যোগে বসন্ত উৎসব 'রঙে–রূপে' অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওই এলাকার পুরমাতা মুনমুন চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক জয়দেব ভৌমিক, সভাপতি মৃন্টা চৌধুরী, নিমাই সাহা, চন্দন মৌলিক, রতন কর্মকার, ছটু ভট্টাচার্য, মিঠু কর্মকার, নৃত্য সঙ্গীত আকাদেমির শিক্ষিকা অঞ্জনা পাল সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। আমরা মিলেছির এই প্রথম বর্ষ বসন্ত উৎসবে রঙে রূপের অনুষ্ঠানে সকাল ৯টা শুরু হয় প্রভাত ফেরি ১৭ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় ছোট শিশু ৫–১৫ বছর মেয়েরা সারা রাস্তায় নৃত্য সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এবং গাড়িতে লোক ও বাউল শিল্পী গোপাল ঘোষাল, প্রল্লাদ দেবনাথ, কার্তিক দাস সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সারাদিন ধরে তাঁদের বিভিন্ন সঙ্গীত, আবৃত্তি, নৃত্যসঙ্গীত পরিবেশন হয়। এলাকার সকলের জন্য আমরা মিলেছি উদ্যোগে বসন্ত উৎসব রঙে রূপে রঙ খেলায়, ছোট বড় সকলকে নিয়ে একসাথে মিলিত হয় পংক্তি ভোজের অনুষ্ঠানে। প্রায় ২০০ জন এলাকার নাগরিকবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ফাগুনের গান গেয়ে যে রাঙাল আমায় সেই রঙ তোমার আমার যা বাড়ির ঘরে বাইরে ব্যবহার করা যায়। দোলযাত্রার দিন সকালে তাই ভক্তরা রাধা–কৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্যের চরণে নানা রঙের আবির দিয়ে আত্মতৃপ্ত হন।

তারপর ভক্তরা আবির নিয়ে পরস্পর রং খেলেন। ফাল্গুনী পূর্ণিমাকে দোল পূর্ণিমা বলা হয়। বাংলাতেও রং–উৎসবের আগের দিন সন্ধ্যায় শুকনো গাছের ডাল, কাঠ ইত্যাদি দিয়ে উঁচু করে ঘর তৈরি করা হতো (বুড়ির ঘর) বানিয়ে আগুনে পোড়ানো হয়। কখন যে রাতের অন্ধকার ফিকে হয়ে যায়, তা টের পাওয়া যায় না। এরই নাম হোলি। যেখানে মানুষের মনপ্রাণ, আত্মা, শরীর, একাত্ম হয়ে আনন্দের শরিক হয়। আমরা মিলেছি বসন্ত উৎসবে রঙে রূপে এই তথ্য জানান সম্পাদক জয়দেব ভৌমিক ও সভাপতি মৃন্টা চৌধুরী।

ডি–রায়পুরে ইঁট ভাটায় আদিবাসীদের হোলি

নিজস্ব প্রতিনিধি : হুগলি নদীর তীরবর্তী ডি–রায়পুর অঞ্চলের বেশ কয়েকটি ইঁট ভাটা গড়ে উঠেছে। এইসব ইঁট ভাটাগুলোয় অধিকাংশ শ্রমিক কাজ করতে আসেন ঝাড়খন্ড ও বিলাসপুর থেকে। অত্যন্ত দরিদ্র আদিবাসী মানুষগুলো অস্থায়ীভাবে ঘরসংসার পাতেন ইঁটভাঁটায়। সাত মাস কাজ করে দেশে ফিরে যান। এই আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষগুলো হোলির দিন সব যন্ত্রণা কষ্ট ভুলে আনন্দ উৎসবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হোলি পরবের দিন রায়পুরে অরবিন্দ হালদারের লাকি ইঁট ভাটায় গিয়েছিলাম। দেখলাম আদিবাসী সম্প্রদায়ের শ্রমিকদের সর্দার দীপক আর সর্দারনী সুমি তাদের ভাটার মালিক, কর্মচারি অতিথিদের ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নিলেন। তারপর নানা রঙের আবিরে রাঙিয়ে দিলেন। সঙ্গে ছিল মিষ্টি, ফল আর আদিবাসীদের প্রিয় পানীয় হাড়িয়া। সর্দার দীপক হালদার জানালেন, তিনি ভালবেসে বিয়ে করেছেন ঝাড়খন্ডের সুমি মারানকে । হোলি পরবের দিন আগে ডালা প্রদান করা হয় মারাংগুরুকে। তারপর অতিথিদের আপ্যায়ন। শেষে আমরা সবাই হাড়িয়া খেয়ে আদিবাসী গান আর নাচে মেতে উঠি। এই একটা দিন সব কষ্ট ভুলে আনন্দ করতে চাই। অন্নদাতাকেও এদিন আমরা সম্মান জানাই।

'রাঙিয়ে দিয়ে যাও'

নিজস্ব প্রতিনিধি, চন্দননগর : দোল মানেই রঙের উৎসব, মনকে রাঙিয়ে দিয়ে যাওয়ার উৎসব। এদিকে শান্তিনিকেতনের ধাঁচেই বসন্ত উৎসবের আয়োজন সমারোহে পালিত হল চন্দননগর শহরে। এই বসন্ত উৎসব শান্তিনিকেতনের সঙ্গে ক্রমেই যেন সমার্থক হয়ে উঠেছে। চন্দননগরে ঐতিহাসিক স্ট্যান্ডের ভাষা শহিদ প্রাঙ্গণে বসন্ত উৎসবের আয়োজন। এবারে ১২ বছরে পড়ল 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও' সংস্থার অনুষ্ঠানের আয়োজন। বসন্তের সাত রঙে নিজেকে রাঙিয়ে নিতে কে না চায়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনায় কর্ণধার ছিলেন অজিত মুখোপাধ্যায়। ৩২টি নৃত্য সংস্থার শিল্পীরা রবীন্দ্রনাথের বসন্তের নানা রঙের গানে নৃত্য করেন। এমন কি কচিকাচারাও অংশ নেয়। দোলের দিন বিকালে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী ও রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির ইনচার্জ সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় প্রমুখরা। ওই দিন রবীন্দ্রভবন থেকে নৃত্য সঙ্গীতমুখর পদযাত্রা দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

৪০০ বছরের দোলে সম্প্রীতির সুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি : রবিবার হুগলির তেলান্ডু মালিপাড়া গ্রামে বহু পুরনো ঠাকুর দালানে দোল উৎসব পালিত হল। এই মন্দিরের পুরোহিত অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় বলেন, চারশো বছরেরও বেশি সময় ধরে এই দোল উৎসব পালিত হচ্ছে। এই দোল উৎসবে রঙ ও আবির নিয়ে মেতে ওঠেন গ্রামের মানুষজন। দোলের আগের রাতে প্রথা মেনে পোড়ানো হয় চাঁচর। এখানকার দোল উৎসবে খিচুরি ভোগ সঙ্গে নানা ভাজা পদ দিয়ে বিগ্রহকে উৎসর্গ করা হয়। এরপর গ্রামের ব্রাহ্মণ পরিবারের পরম্পররা বসে ভোগ গ্রহণ করেন। এই নিয়ম ও রীতি মেনেই চারশো বছর ধরে দোল উৎসব এখানে চলে আসছে। এই উৎসব সব ধর্মের মানুষের মিলন ক্ষেত্র।

মাঙ্গলিকী

নব পর্যায়ে ব্যঙ্গমার আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : পি–৭৮, লেক রোডে ১৯শে জানুয়ারি শীতের সন্ধ্যায় জমে উঠল নব পর্যায় ব্যঙ্গমার আসর ২৫ সংখ্যাটি ছাড়িয়ে কবি লেখক সঙ্গীত শিল্পীদের যোগদানে, যে আসরে মধ্যমণি ছিলেন স্বনামখ্যাত জনপ্রিয় কবি দীপ মুখোপাধ্যায়। তাঁর সাথে আসরে বিশেষ অতিথি হিসাবে যোগাদান করেন বাংলা দেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলের দুই কবি অরুণ শীল ও অমিত বড়ুয়া।

সূচনায় ভবানী প্রসাদ মজুমদার রচিত ব্যঙ্গমার 'থিম সঙ' শোনালেন সম্পাদক ডঃ অরুণোদয় ভট্টাচার্য, গানটির সুর তিনিই দিয়েছেন। এরপর বাংলা দেশের দুই কবি অরুণ শীল ও অমিত বড়ুয়াকে সংগঠনের তরফে সংবর্ধনা জানানো হল উভয়ের হাতে পুষ্প স্তবক তুলে দিয়ে। তার আগে সকলের সাথে অতিথি কবিদ্বয়ের পরিচয় করিয়ে দিলেন দীপ মুখোপাধ্যায়। তাঁর কথাতেই জানা গেল দুই কবির রচনাতেই 'চট্টগ্রাম' সবসময় বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। উভয় কবিই তাঁদের ভাষণে বললেন, এই আসরে এসে সকলের হৃদ্যতায় তাঁরা মুগ্ধ। অরুণ শীল আরও বললেন এই সুরম্য সভা ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে টাঙানো বাংলার মনীষীদের বিরাট প্রতিকৃতিগুলি দেখে তিনি আরও, আরও মুগ্ধ। এরপর দুই কবি শোনালেন তাঁদের কবিতা (অরুণ শীল : ক্ষুদ্র মানুষ, ক্ষুদ্র ঋণ; অমিত বড়ুয়া : পেয়েছি আঘাত); দুজনেই সকলের মন ছুঁলেন। এরপর বিবিধ পাঠে তথা রঙ্গরসে যাঁরা আসর মাতালেন তাঁরা হলেন বিশ্বেশ্বর রায় (কবিতা : ভোগনাথ), পিনাকি রায়চৌধুরী (রম্যরচনা : নেতার দেশ প্রেম), মোহিত গুপ্ত (লিটল ম্যাগাজিন মেলাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যের বহু ইতিহাস সমৃদ্ধ রঙ্গরসের কথা), রণধীর দে (টুকরো টুকরো ছড়া), শৈলেশ্বর মুখার্জী (পঙ্কজ মল্লিক, ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র, গিরিশ ঘোষ, 'নরেন' প্রমুখের নানান মজার আলাপচারিতার কথা; তবে যথারীতি শ্রী মুখার্জী কোনও 'ঋণ' উল্লেখ করলেন না, যা সব সময়েই এই ধরনের পাঠ/লেখাকে বিশেষ মূল্য দেয়), সুকুমার মন্ডল (রম্য রচনা : ভাড়াটে চাই),অমিত গঙ্গোপাধ্যায় (রম্য রচনা : আগাম সংবাদ) প্রমুখ। গানে গানে আসর মাতালেন বন্দনা দত্ত, রীতা বসু, ডঃ অরুণোদয় ভট্টাচার্য্য (প্যারডি গান : নিজের রচনা— কিশোর কুমারের গানের প্যারডি)। এদিন আসরে জানা গেল সম্প্রতি 'দেশ' সাহিত্য পত্রিকায় ডঃ অরুণোদয় ভট্টাচার্যের অসাধারণ রম্য গল্প 'রেকর্ড বিভ্রাট' প্রকাশিত হয়েছে। ডঃ ভট্টাচার্যকে বিশেষ অভিবাদন। প্রিয়শিল্প প্রকাশন–এর কর্ণধার, সুবক্তা মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায় গড়িয়া বইমেলা, নবপর্যায় ব্যঙ্গমা নিয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যনিষ্ঠ ভাষণ দিলেন। বইমেলায় সাংস্কৃতিক মঞ্চে বরিষ্ঠ জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সুযোগ্য ছাত্র তরুণ জাদুকর প্রিয়ম গুহর (অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেক দিন আগেই ছাপিয়ে গেছেন!) মন কাড়া জাদু প্রদর্শনীর কথাও সকলকে বললেন (প্রিয়শিল্প প্রকাশন— এই জাদু প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা ছিলেন)। তাই আসরে উপস্থিত অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ঋণ মুক্ত হবার' উপায় হিসাবে(!) মনোজবাবুকে উপহার দিলেন আলিপুর বার্তা ১৪২৩ শারদীয় সাহিত্য পত্রিকা, জাদু সম্রাটকে নিয়ে বিশেষ মেমেন্টো। আবার উক্ত সাহিত্য পত্রিকা থেকে পড়লেন আসরের 'মধ্যমণি' দীপ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা। আর দীপ আসরকে হীরক দ্যুতিতে উজ্জ্বল করলেন তাঁর অনবদ্য কিছু কবিতা শুনিয়ে ('নেতার মন্ত্রী হবার সখ', 'বাবা নাম কেবলম' প্রভৃতি)। নব পর্যায় ব্যঙ্গমার পরবর্তী আসরের জন্যে অবশ্যই সকলে উদগ্রীব রইলেন— দিনে দিনে এই আসর আরও জমে উঠছে। বহু নতুন কবি শিল্পীরাও এই আসরে আসছেন।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান

১৪ মার্চ আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শিল্পর প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গের তথ্য সংস্কৃতির মন্ত্রী ব্রাত্য বসু প্রখ্যাত শিল্পী শ্রী রবীন মন্ডল এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর সব্যসাচী বাসু রায় চৌধুরী। ১৭০টি শিল্প সামগ্রী এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে যার মধ্যে রয়েছে পেইন্টিং, স্কাল্পচার এবং গ্রাফিক্স। এদিন মেধা শংসাপত্র ছাত্রছাত্রীদের প্রদান করা হয়। এই প্রদর্শনী চলবে ২০ মার্চ পর্যন্ত। বিগত কয়েক বছর ধরেই এই উদ্যোগ সাড়া ফেলেছে। এবছরও তার অন্যথা হবে না বলে তার আশাবাদী কর্তৃপক্ষ। ছাত্রছাত্রীরা তাদের কাজ সকলের মন ছুঁয়ে যাবে বলে আশাবাদী। এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে তাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ দেখাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়।

১৪ মার্চ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চিমবঙ্গ নৃত্যনাট্য সঙ্গীত এবং চারুকলা বিভাগ এবং সঙ্গীত নাটক আকাদেমির যৌথ উদ্যোগে ১৭ দিনের ঝুমুর গানের ওয়ার্কশপের উদ্বোধন হয় জোড়াসাকো ঠাকুর বাড়িতে। উদ্বোধন করেন কণ্ঠ সঙ্গীত বিভাগের প্রধান ডঃ কঙ্কনা মিত্র, যন্ত্রসঙ্গীত বিভাগের প্রধান শ্রী বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রসঙ্গীত বিভাগের প্রফেসর ইন্দ্রানী ঘোষ এবং পশ্চিমবঙ্গ নিত্যনাট্য সঙ্গীত ও চারুকলা বিভাগের সদস্য সভাপতি ডঃ হৈমন্তী চট্টোপাধ্যায়। এই ওয়ার্কশপ চলবে ৩০ মার্চ পর্যন্ত। প্রত্যেক দিন ১২ থেকে ৫টা পর্যন্ত। প্রায় ৫০ জন অংশগ্রহণকারীকে তালিম দেওয়া হবে এই ঐতিহ্যবাহী ঝুমুর গান। তালিম দেবেন প্রখ্যাত ঝুমুর শিল্পীরা। তাঁরা হলেন মিহিরলাল সিংদেও, বিজয় কর্মকার, পোস্তবালা দেবী, উপেন্দ্রনাথ মাহাতো, দুর্যোধন কর্মকার এবং কৃতী মাহাতো। ১৮, ১৯ এবং ২০ তারিখ দুপুর ১২টায় পোস্তবালা দেবী তাঁর ঝুমুর গান পরিবেশন করবেন। ২৯ এবং ৩০ মার্চ প্রখ্যাত ঝুমুর গান গবেষক ডক্টর আশিস গীরী এবং অশোক দাস ঝুমুর সঙ্গীতের ওপর বক্তব্য রাখবেন। ২৬, ২৭ এবং ২৮ মার্চ অমূল্য কুমার বক্তব্য রাখবেন ঝুমুর সঙ্গীতের ওপর।

বসুধামাতার ৫১০তম শুভ আবির্ভাব তিথি উদযাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৫ মার্চ রবিবার শ্রীপাট খড়দহস্থিত গোস্বামীপাড়া মেজবাটির শ্রীশ্রী গোপীনাথ জীউর মন্দির প্রাঙ্গণে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর স্ত্রী বসুধামায়ের ৫১০তম শুভ আবির্ভাব স্মরণে এক মহতী ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হল। আহ্বায়ক ছিলেন প্রভুপাদ শ্রী সরোজেন্দ্র মোহন গোস্বামী। ধর্মসভার সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গেবষক ড. কানন বিহারী গোস্বামী। বক্তব্য রাখলেন ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. কানাই সেন, ড. রুমা মিশ্র প্রমুখ। গানে গানে মন্দিরপ্রাঙ্গণ সুরের মূর্ছনায় ভরিয়ে দিলেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও চলচ্চিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ। তিনি শোনালেন, 'গোঠে আমি যাবো মাগো', 'হরেকৃষ্ণ গান ছিল প্রিয় বলরাম', 'কেশব কুরু করুণা দীনে' প্রভৃতি গান। ভক্তিগীতি পরিবেশন করলেন পরমা রাধিকা দেবীদাসী, সুমন চট্টোপাধ্যায়, পারিজাত চট্টোপাধ্যায়। সভাপতি তাঁর ভাষণে মা বসুধা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন। সেই সঙ্গে শোনালেন গান, 'বড় আশা করে এসেছিনু'। অতিথিদের বরণ করা হল উত্তরীয় এবং পুষ্প দিয়ে। সরোজেন্দ্র মোহন গোস্বামী শুধু স্বাগত ভাষণই দিলেন না, সেই সঙ্গে নাচে গানে প্রাঙ্গনকে উৎসব মুখর করে তুলেছিলেন। সঞ্চালনার গুরুদায়িত্ব সামলেছেন অশ্বিনী ঘোষ। ধর্মসভার আরেক আকর্ষণ ছিল মৌমিতার সঙ্গীত পরিবেশন। গোপীনাথ জীউর মধ্যাহ্নভোগের পর অতিথি অভ্যাগতদের ভোগ প্রসাদ দেওয়া হয়।

অমল রায় স্মৃতি সম্মাননা

নিজস্ব সংবাদদাতা : প্রখ্যাত নাট্যকার প্রয়াত অমল রায়ের ৬৭তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে গত মঙ্গলবার কালিন্দী নাট্যসৃজন এক শ্রুতি নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছিল। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সভাঘরে ওই অনুষ্ঠানে অমল রায় স্মৃতি সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয় বিশিষ্ট নাট্যকার অনুপ চক্রবর্তীকে। শিক্ষক ও নাট্যকার অনুপ চক্রবর্তী দীর্ঘদিন উলুবেড়িয়ার নাট্য জগতের সাথে যুক্ত।

গ্রন্থ প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উলুবেড়িয়া : গত শনিবার উলুবেড়িয়া ইন্সটিটিউট অ্যান্ড লাইব্রেরি হলে উইলিয়াম শেকসপিয়ারকে নিয়ে এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করে পালা নাট্যপত্র। বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক আক্রম হোসেন ও কবি সুপ্রিয় ধর। ওই অনুষ্ঠানে কবি অভ্রকেতন ভট্টাচার্যের কাব্যগ্রন্থ ''পক্ষাঘাত ছুঁয়েছে শরীর আমার'' প্রকাশিত হয় এবং সেই সঙ্গেই 'পালা নাট্যপত্র' পত্রিকাটিও আনুষ্ঠানিকভাবে সকলের হাতে তুলে দেওয়া হয়। দীর্ঘ ২৯ বছর ধরে এই নাট্যপত্র প্রকাশিত হচ্ছে বলে জানালেন পত্রিকার সম্পাদক শ্যামল দত্ত।

চুঁচুড়ায় শ্রমিক মেলা

রিম্পি ঘোষ: সম্প্রতি হুগলি জেলার চুঁচুড়ার শিশু বিজ্ঞান কেন্দ্রে পালিত হল শ্রমিক মেলা। এই মেলায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত, চুঁচুড়া পুরসভার পুর – প্রধান গৌরীকান্ত মুখার্জী, নির্মাণ কর্মী কল্যান পর্ষদের চেয়ারম্যান জয়দীপ মুখার্জী, আই.এন.টি.টি.ইউ.সি – র রাজ্য সভাপতি বিদ্যুৎ রাউত, শ্রম দপ্তরের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার অনিন্দিত ভট্টাচার্য প্রমূখ। নির্মাণ কর্মী কল্যান পর্ষদের চেয়ারম্যান জয়দীপ মুখার্জী জানান, প্রতিটি শ্রমিককে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় আনা হবে এই বার্তাই দেওয়া হয়েছে এই মেলা প্রাঙ্গণ থেকে। এছাড়া, কোন শ্রমিক কাজ করতে গিয়ে আহত হয়েছে, কোন শ্রমিক পরিবারে কেউ মারা গেছে, কোন শ্রমিক পরিবারের মেয়ের বিয়ে দিতে হবে এইরকম মানুষদের আজ মেলা প্রাঙ্গণ থেকে সাহায্য করা হয়েছে বলে জয়দীপবাবু জানান। মেলা সূত্রে জানা যায়, মেলা প্রাঙ্গণ থেকে প্রায় ১৫৫ জন শ্রমিককে প্রায় ২৬,৬৪,১৫৩ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এর পাশাপাশি,২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভবিষ্যনিধি প্রকল্পে প্রায় ১,৬৬,২১৯ জন নথিভুক্ত শ্রমিকের মধ্যে প্রায় ৪,৬৫৭ জন শ্রমিক প্রায় ৩,৫৫,৯২,২১০ টাকা অনুদান পায়। নির্মাণকর্মী কল্যান প্রকল্পে প্রায় ৩৬,২৬৫ জন নথিভূক্ত শ্রমিকের মধ্যে প্রায় ৯,১৫০ জন শ্রমিক প্রায় ৬,৫৬,৯৬,৯৩২ টাকা অনুদান পায়। পরিবহনকর্মী কল্যান প্রকল্পে প্রায় ২,৮৭১ জন নথিভুক্ত শ্রমিকের মধ্যে প্রায় ৫৪৪ জন শ্রমিক প্রায় ৩,৩৭,২৯,৭১৫ টাকা অনুদান পায়। বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের ভাতা (২০১৫ – ১৬) প্রায় ১,৬৮৪ জন নথিভুক্ত শ্রমিকের মধ্যে সবাইকেই দেয় অনুদানের পরিমাণ মোট ৩,১৩,০৪,৪১৬ টাকা। দুদিনব্যাপী এই মেলাতে প্রায় ১৬ টি ষ্টল ছিল। অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প সম্পর্কে অবহিত করা ও সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে বলে মেলা কর্তৃপক্ষ জানান।

জুঁই ফুলের গন্ধ

বিধান চন্দ্র হালদার

হৃদয়কে রোদ্দুরে শুকিয়ে নাও
বর্ষাতে ভিজে স্যাঁত স্যাঁতে হয়ে গেছে
জানালা খুলে দাও
আলো ঢুকুক
অন্ধকারে থেকে থেকে পচে গেছে
হৃদয়কে রোদ্দুরে শুকিয়ে নাও
তাহলে –
নর্দমার মধ্যে জুঁইফুলের গন্ধ পাবে।
(দক্ষিণ২৪ পরগনা)

পুঁজি

নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

সৃষ্টিতত্বে আপাদমস্তক রক্ত কাদা
পুঁজির উত্থান, যা অলৌকিক তত্ব
আজ তাতে কোনও প্রাণসত্বা নেই
সুনির্দিষ্ট সঙ্গায়িত ধারা ....

দুঃস্বপ্নের হাওয়া নিয়তির কালস্রোত
স্বপ্নের পৃথিবী পুড়ে মৃত পরিবেশ
মুক্ত অর্থনীতি – জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ....
নিরাপত্তাহীন বহু প্রান্তিক মানুষ –
(বারুইপুর, কল–১৪৪)

ক্ষুদ্র আমি

নীলমাধব প্রামাণিক

যুদ্ধকালীন তৎপরতায়
চায় না তো কেউ,
যায় না দ্রুত।
বাড়ায় না হাত একটু ত্রাণের
দাঁড়ায় না
দেবদূতের মত।
দেবদূত তো দূরের কথা
মানুষগুলো এই সময়ে
একটু যদি মানুষ হত
যদিও কেউ এগিয়ে আসে
মানব পাথর প্রাচীর ভেঙে
বীরের মত।
একটু যা–হোক সান্ত্বনা পাই
মানুষ আছে,
মানুষ আছে ...
দু–দিন পরে ভুল ভাঙলো
যখন দেখি বিকিয়ে গেছি
তাদের কাছে
টি–আর–পি–টা বাড়ল
জলোচ্ছ্বাসের মতন
হু হু করে,
গুণীজনের পায়ের ধুলো
বিদ্বজনের সহানুভূতি
আমার পরে।
তুলিয়ে ছবি ইচ্ছে মতন
বলিয়ে কথা বুঝিয়ে দিল
কতটা দামী,
আদের কাছে অমূল্য ধন
নগন্য এই
ক্ষুদ্র আমি।
(মন্দিরবাজার, দঃ২৪পরগনা)

স্মৃতি

আব্দুল হান্নান

সেদিন বিকেলের পড়ন্ত বেলায়
একলা বারান্দাতে বলে
অনুচ্ছ্বাস ভাবনার আবেগে
সামনে পুরাতন পোড়ো বাড়ী
দেওয়ালে দেওয়ালে শিকড়
অতীতটা মনে করিয়ে দেয়
ইট বালি ঝরা আর ছাদের ফাটলে
শৈশবকালে বিধির নীতি অতিক্রম করে
আমরা কয়েকজন খেলতাম এই বাড়ীর ছাদে।

এখন বাড়ীর অস্তিত্ব না ভেবে
ভাবি আমাদের খেলার অস্তিত্ব !
পাশে সারি সারি নারকেল গাছ
ঠায় দাঁড়িয়ে স্মৃতি রেমন্থন করে
অকপটে একা একা।

ভাদ্রের ভরা নদী আজ বৈশাখে এসে
মনে করিয়ে দেয় অতীত
স্মৃতির সৌন্দর্য আর জীবনের গতি এখন
ওই পোড়ো বাড়ীটার মত –
আমি ওর না ও আমার সাক্ষী !
(কুলপী, দঃ২৪ পরগনা)

ভাষার জয়

আরতি দে

মায়ের বুকে মাথা রেখে
ঘুমিয়ে আছেন যাঁরা
ভাষার মান বাঁচাতেই
দিয়েছেন জীবন তাঁরা
রক্তাক্ত মায়ের বুক
রক্ত ঢেউ বয়
বিশ্বভুবন উঠলে জেগে
হবেই ভাষার জয়
মায়ের কোল আলো করে
ফিরবে শহীদ ভাই
শহীদ হতে ওদের মনে
কোনও দুঃখ নাই
আমার মায়ের বাংলাভাষা
বাসবো তাকে ভালো।
মায়ের মনে জ্বালিয়ে দীপ
ঘুচিয়ে দেব কালো।
(শহীদনগর, কল–৭৮)

গভীরতা

সুনীল গুহ

সমুদ্রের গভীরতা মাপিনি কোন দিন
তবে মাপা যায়, পদ্ধতি জানা আছে।
হিমালয়ের উচ্চতা মাপিনি কোন দিনও
মাপার পদ্ধতিও জানা আছে।
গ্রহাণু গ্রহের দূরত্ব মাপিনি কোনদিন
তবে আলোকবর্ষ ধরে মাপা যেতে পারে
নেতাদের গভীরতা মাপিনি এর আগে
তার জন্য
নিঃস্বার্থ দেশাত্মবোধ আত্মবলিদানের
দাঁড়িপাল্লা আছে।
আজকাল ওই পাল্লা বড় একটা
লাগছে না আর কাজে,
দেশসেবা যদি পেশা হয়
তাকে মাপব কেমন করে !
(রবীন্দ্র পল্লী, হরিদেবপুর, কল–৮২)

রাজার আদেশ

উদয় চক্রবর্তী

পৃথিবীটা কেমন গোলমেলে টালমাটাল
ভোর হলে সূর্যদেব আসেন
মুখ ঢাকা কালো কাপড়ে
কই সে ঝাঁঝ রোদ্দুর !
পলাশ ফিকে হয়ে গেছে
গায়ের সব রঙ নিয়ে গেছে কেউ
দুঃখী নদী পায়ে পায়ে হেঁটে চলেছে
নেই সে হাসি–কল্লোল।
পাখীরা বাসা ছেড়ে উড়ে গেছে কোন অজানা দ্বীপে
জানে না কেউ।
বাতাসকে যেন বন্দী করে রেখেছে কারা
হাতে পায়ে তার লোহার বেড়ি
শিশুদের মাঠে বিছানো কাঁটা
অভিমানী বৃক্ষ বুজে আছে চোখ
বনের পশু আত্মগোপন করে আছে গুহায়
ভীত, সন্ত্রস্ত।
কেবল সভ্যতর জীব মানুষের দাপাদাপি
চোখে জ্বলছে লোভের আগুন
নিরুপায় মাটির বুকে হিংস্র দাঁত, নখের আঁচড়।
গলগল করে বার হয়ে আসছে রক্ত।

কবির মন খারাপ
চাঁদকে নিয়ে তার কত স্বপ্ন
গান বাঁধবে ....
এখন ঘোর অমাবস্যা
রাজার আদেশ।
(পশ্চিম পুটিয়ারী, কল–৪১)

সময়ের কাছে হব লীন

বসন্ত পরামাণিক

সর্বগ্রাসী সময়।
ওরই প্রভাবে
পাল্টে যায় পৃথিবী প্রতিনিয়ত।
আমার সমস্ত ভবিষ্যত
হারিয়ে যায় একটু একটু করে
অতীতের গর্ভে।
আমি নীরব, নিরুপায়।
আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবন গ্রাস করে
ও আমাকে দাঁড় করিয়ে দেয়
মৃত্যুর প্রহর গোণার লাইনে।
অতীতের স্মৃতিশ্মশানে দাঁড়িয়ে
যন্ত্রণা আর বেদনার হাহাকার
শুনতে শুনতে আমিও
বিলীন হব ওর উন্মুক্ত মুখগহ্বরে।
পৃথিবী উল্টে গেলেও ওর বয়ে চলা।
শুধু আমি কেন,
তখনও ওর থামা নেই
(বাওয়ালী, দঃ২৪ পরগনা)

ইঁদুর

তারাশঙ্কর দত্ত

ছুটছে – অনবরত ছুটছে ইঁদুরগুলি
মাটি খুঁড়ছে, ব্যস্ততায় ত্রস্ত সারাদিন

অথচ একটা পাথরও নড়াতে পারেনি আজও
তবু সে বলে পাহাড়ের শিকড় উপড়ে ফেলার
দারুণ দারুণ কথা !
হৃদয়ের কি মাটি আছে, কিংবা কোনও মগজ ?
বড্ড বেয়াড়া প্রশ্ন এসব, অসম্ভব প্রাসঙ্গিকও বটে

যে মানুষটা বইয়ের পাহাড়–চূড়ায় বসে
ভাবনার জট ছাড়িয়ে সুতো পাকায় শুধু
তারও বুকে এক পৃথিবী মাটি
সেখানেও ব্যস্ত ইঁদুর – ত্রস্ত এবং
মাটি খুঁড়ছে, এ গর্ত থেকে ও গর্তের ফেরে
খুঁটে খাচ্ছে মগজের দানা

আসলে লোকটার পোষ্য ইঁদুর গুলি
কাটতে জানেনা অভ্যাসের সূক্ষ্ম বাঁধনগুলি
শেখেনি তীক্ষ্ণ দাঁত আর খুদে নখের ব্যবহার
তা না হলে এ ভসকা মাটির মুলুক,
পাহাড় না হোক, নিদেন পক্ষে কুঁচিয়ে দিতে পারতো
তোমার আমার, এদের ওদের মাঝখানেতে গাঁথা
অসংখ্য সব ছোট ছোট খুঁটির বেড়াগুলি।
(পশ্চিম পুটিয়ারী, কোলকাতা–৪১)

শোকসভা / সুকুমার মণ্ডল

নোটিশটা যদিও টাঙানো হয়েছিল প্রায় বারোটা নাগাদ, তবে দুঃসংবাদটা অফিসে পা দিয়েই কানে এসেছিল অনিলের। রেকর্ড সেকশনের অখিল পাড়ুই গতকাল রাতে মারা গিয়েছেন। হার্টফেল। মাত্র পঞ্চাশেই পাড়ুই–দা চলে গেলেন, আচমকা। বড় ভালোমানুষ ছিলেন। ওঁর একটাই ছেলে, বছর পনের বয়স, এখনও স্কুলের গণ্ডী পেরোয়নি। পাড়ুই–দার স্ত্রীও রোগ–জর্জর। নিজের বলতে একটা ছোটখাটো বাড়িও করে উঠতে পারেন নি, ভাড়াবাড়ীতেই কাটিয়ে গেলেন আজীবন। এরপর ওঁর পরিবার কোথায় গিয়ে উঠবে! প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড, গ্রাচুইটি এসব মিলিয়ে যা ওঁর পরিবার পাবে সেটা আজকের হিসাবে যথেষ্টই কম, এ আপিসে পেনশনের কোনও ব্যবস্থাও নেই, এসব অনেক কথাই অনিলের মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। দুদিন আগেই ক্যান্টিনে যাঁর সঙ্গে গল্প–গুজব করলাম, আর আজ তাঁর জন্য শোকসভা!

টিফিনের সময়ে একবার নোটিশ বোর্ডে চোখ বোলায় অনিল। ছুটির আধ ঘন্টা আগে সাড়ে চারটেয় একতলার রিক্রিয়েশন রুমে শোকসভা ডাকা হয়েছে। বলা বাহুল্য, সভা শেষে আর কাজের টেবিলে ফিরতে হবে না। একটু

অণু গল্প

টনক / মানস চক্রবর্তী

আগেই যে অনিল পাড়ুই–দার স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত হয়েছিল, হঠাৎ–ই তার মনে পড়ে গেল কয়েকটি জরুরী কাজ। ছেলে কদিন থেকে একটা স্কেচ পেন্সিলের বাক্স–র বায়না করেছিল। গিন্নী কয়েকটা সুতোর টোটা নিয়ে যেতে বলেছিল। রোজই ভুলে যাচ্ছে অনিল। আজ যখন একটা সুযোগ এসেই গেল, টুকিটাকি কেনাকাটাগুলো আজ সেরে ফেলা যাক্। সাড়ে ছ–টার লোকাল পেতে অসুবিধে হবে না। অফিসের সবাই তো শোকসভায় যাবে, অনিল যদি গরহাজির থাকে সেটা কারোর নজরেই পড়বে না। অবশ্য পাড়ুই–দার আত্মা যদি এতে ক্ষুন্ন হন সেটা অন্য কথা। আচ্ছা, আত্মার কি মান–অপমান বোধ থাকে! কয়েকটা তুচ্ছ অজুহাতের অদৃশ্য ছাতাটা মেলে সাড়ে চারটের সময় অফিস থেকে সন্তর্পণে বেরিয়ে পড়ে অনিল। দ্রুত রাস্তা পার হতে যায় অনিল এবং ঠিক তখন কোথা থেকে এক কালান্তক মিনিবাস হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ল। গেল গেল আওয়াজ উঠল, পথ রক্তে লাল হয়ে গেল।

পরদিন ওই অফিসে আরও একটা শোকসভা ডাকা হল। এস্ট্যাবলিশমেন্ট বিভাগের অনিল সাঁপুই আকস্মিক দূর্ঘটনায় ...। এদিনের শোকসভায় কারা কারা যোগদান করলো না সেটা অনিলের আর জানা হয়ে উঠল না কারণ এদিনও অনিল সাঁপুই এই শোকসভায় পৌঁছে উঠতে পারে নি।

টনক / মানস চক্রবর্তী

একশ টাকা আর প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে বেরিয়েছিল বিমল। পথে রাজু–বাপ্পা–ইয়াসিনদের সঙ্গে দেখা। বিমল ওদের এড়াতে পারেনি। গভীর রাতে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় টলতে টলতে সে বাড়ী ফিরে দেখে, মা তখনও কপালে হাত দিয়ে বসে আছে। বাবার কাশির ঘড়ঘড়ে শব্দটা কানে আসতেই তার টনক নড়ল, যাঃ! ওষুধগুলো কেনা হয়নি। ঘরে ঢুকে আয়নার সামনে দাঁড়ালো বিমল। তারপর সশব্দে এক থাবড়া থুতু ছুঁড়ে দিলো, নিজের মুখচ্ছবির ওপর। (বাওয়ালী, বজবজ–২, কোল–১৩৭)

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

এপ্রিলের ডার্বিতে চোখ সকলের

লিগ জয়ে দুই প্রধানের বড় কাঁটা আইজল

অরিঞ্জয় মিত্র

গত দু-তিন বছর ধরেই ভারতীয় ফুটবলের মহাকাশে আবির্ভাব ঘটেছে বেঙ্গালুরু এফসি নামক এক নক্ষত্রর। যার দাপটে কলকাতার দুই প্রধানকেও যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। সেই বেঙ্গালুরুকে টপকে তাও মোহনবাগান একবার আই লিগ পেলেও ইস্টবেঙ্গলের ভাগ্যে তাও জোটে নি। বেঙ্গালুরুর এই প্রাবল্যের আগে অবশ্য গোয়া ঝড়ে আক্রান্ত ছিল কলকাতার দুই প্রধানগুলি। সেই চার্চিল, ডেম্পো, সালগাওকর এখন তাদের কৌলিন্য হারিয়েছে। এখনও পর্যন্ত আই লিগ যেভাবে এগোচ্ছে তাতে বেঙ্গালুরুও খুব একটা সুবিধে করে উঠতে পারছে না। তাহলে যে মোহন-ইস্টের পোয়া বারো হচ্ছে তাও কিন্ত নয়। বরং কলকাতার লিগ জয়ের আশায় জল ঢালছে পাহাড়ের দল আইজল এফসি। ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান যেভাবে এবার তাদের লিগ অভিযান শুরু করেছিল তাতে মনে হচ্ছিল এবার আর কলকাতাকে কেউ আটকাতে পারবে না। লিগের রঙ হবে হয় সবুজ-মেরুন নয় লাল-হলুদ। বাস্তবে হচ্ছে উলটো। প্রথম দিকে মোহনবাগান -ইস্টবেঙ্গল যে টেম্পো তুলে ধরেছিল তা এখন অন্তর্নিহীত। বিশেষ করে শেষের কয়েকটা ম্যাচ কলকাতার দুই প্রধান যেভাবে হেরেছে তাতে আবার অন্য গন্ধ পাচ্ছেন পাঁড় সমর্থকরা। অর্থাৎ সেই গট-আপের গন্ধ আর কি।

গত বছরও মোহনবাগান যেভাবে খেলছিল তাতে মনে হচ্ছিল উপর্যুপরি দ্বিতীয়বার মোহন ব্রিগেডের জাতীয় লিগ জয় পাকা। লিগের বেশ কয়েক ল্যাপ পর্যন্ত অনেকটাই এগিয়ে ছিল মোহনবাগান। এর পরেই হঠাৎ করে ছন্দপতন। আর চোখের সামনে দিয়ে আই লিগে নিয়ে চলে যায় সুনীল ছেত্রীদের বেঙ্গালুরু। যদিও ধারাবাহিকতার বিচারে মোহনবাগান গত দুবছর যথেষ্ট ভালো করেছে। আই লিগ একবার জয় ও পরের বার রানার্স হওয়া ছাড়াও ঘরে এসছে ফেডারেশন কাপ। ফলে মোহনবাগানের পারফরমেন্সের গ্রাফ বেশ ওপরের দিকেই থেকেছে। তবে বেঙ্গালুরু এফসি যেভাবে মাত্র ৩ বছরের মধ্যে ২ বার আই লিগ জিতেছে। তা যথেষ্ট সম্ভ্রম জাগাচ্ছে তাদের প্রতি। এই তিন বছরের কেরিয়ারে বেঙ্গালুরু একবারই মাত্র লিগ রানার্স হয়। এবারের আই লিগে এমন দুটি দল নতুনভাবে শুরু করছে যাদের আগামী দিনের কালো ঘোড়া মনে করা হচ্ছিল। এদের মধ্যে পাঞ্জাবের মিনার্ভা ক্লাব যেভাবে কলিন টোলের মতো প্রশিক্ষক নিয়ে আসরে নামছে তা তথাকথিত বড় দলগুলিকে চাপে ফেলে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। অতীতে জেসিটি মিলস ফাগোয়ারা, পাঞ্জাব পুলিশরা ওই রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করেছে। আশা করা হচ্ছিল কলিন টোলের প্রশিক্ষণাধীন এই নয়া পাঞ্জাবী ব্রিগেড ঘুম কাড়বে অনেক বড় দলেরই। তাই ডেম্পো, সালগাওকরদের আই লিগে অতীত হয়ে যাওয়াকে আর পাত্তাই দিচ্ছেন না ফুটবল বিশেষজ্ঞরা। বরং তাদের বক্তব্য হতে পারে এই নয়া দলের হাত ধরে অনেকটাই চাঙ্গা হয়ে উঠল এবারের আই লিগ। মোহন কোচ সঞ্জয় সেনও এই ফ্যাক্টর মাথায় রেখেছেন।

তাঁর সাফ বক্তব্য, অতীতে তাঁর কোচিংয়ে মোহনবাগান যে অসামান্য প্রদর্শনী মেলে ধরেছে তা এখন সম্পূর্ণ অতীত। সামনে এখন নতুন মাইলস্টোন গড়ার পালা। এবারের মরশুমে মোহনবাগান যে দল পেয়েছে তার অধিকাংশ ফুটবলার মোহন কোচের সুপারিশেই নেওয়া হয়েছে। যদিও আই লিগ যেভাবে এগোচ্ছে তাতে পাঞ্জাবের মিনার্ভা একেবারে লাস্ট বয় হয়ে উঠেছে। এটা নিঃসন্দেহে দেশের ফুটবল বিশেষজ্ঞদের হতাশ করছে। চেন্নাইয়ের দলটি বরং তুলনামূলক অনেকটাই ভালো।

গত দু বছরের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে বাগান কোচ সঞ্জয় গত দুবছরের অনেক সুপারস্টারকে ধরে রেখেছেন। বিশেষ করে জেজে ও সনি নর্ডির মতো সফল দেশি-বিদেশি তারকার জোড়া ফলা এবারেও মোহনবাগানের তুরুপের তাস হতে চলেছে। এদের সঙ্গে যোগ হয়েছে ড্যারেল ডাফির মতো বিদেশি তারকা। যিনি গত মরশুমে সেভাবে খাপ খুলতে না পারলেও তার ওপর অগাধ আস্থা বাগান শিবিরে। ঘরের ছেলে হয়ে যাওয়া জাপানি বোম্বার কাটসুমি যথারীতি এবারেও টিম সঞ্জয়র অন্যতম প্রধান ভরসা। ফলে যথেষ্ট শক্তিশালী বাহিনী নিয়েই এবারের হিরো আই লিগে মাঠে নেমেছে মোহনবাগান। ডাফি-নর্ডির পাশাপাশি বাগানের ঘরের ছেলে বনে যাওয়া জাপানি মিশাইল কাতসুমি মাঠ জুড়ে খেলে সহজেই নজর কেড়েছেন। দলের হয়ে একমাত্র গোল করে বলবন্ত বুঝিয়ে দিয়েছেন গত এক বছর মাঠের বাইরে চলে যাওয়ার পরেও তার গোল খিদে একেবারেই মরে যায় নি। গোল না পেলেও কাতসুমি ছিলেন চার্চিল ম্যাচে বাগানের সেরা প্লেয়ার। অবশ্য শেষ কামড় বসাতে প্রস্তুত মর্গ্যান সাহেবের ইস্টবেঙ্গলও।সাময়িকভাবে কতগুলি ম্যাচ ড্র করে ও হেরে লাল-হলুদের জয়ের ধারা পিছলে গেলেও এখনও তাদের লিগ জয়ের আশা কোনও অংশে কম নয়। আগামী এপ্রিলের প্রথমেই তাই শিলিগুড়িতে মোহন-ইস্টের ডার্বির দিকে চোখ থাকবে সারা দেশের ফুটবল প্রেমীদের। পাশাপাশি আইজলের সঙ্গে পাহাড়ে গিয়ে বাগান কি পারফরমেন্স মেলে ধরে সেদিকেও চোখ থাকবে ফুটবল অনুরাগীদের।

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ন্যাশনাল স্পোর্টিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : এমপিটি টোয়েন্টি ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ন ট্রফি বৈদ্যবাটি চাঁপদানি ইন্দিরা ময়দানে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়। শ্রীরামপুর লোকসভার সংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই টুর্নামেন্ট উদ্বোধন করেন। চাঁপদানি এমপি ফ্যানস ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় নক আউট পদ্ধতিতে টুর্নামেন্টটি দিন ও রাতের খেলায় ১৬টি দল অংশ নেয়। প্রতিটি ম্যাচ আইপিএল ক্রিকেটের অনুকরণে হয়। ১১ মার্চ (শনিবার) ফাইনাল খেলাটি নৈশালোকে অনুষ্ঠিত হয়। চন্দননগর ন্যাশানাল স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে চিনসুরা ইউনিয়ন অ্যাথলেটিক ক্লাবের মধ্যে লড়াই হয়। দু'দলের বেশ কিছু রঞ্জি ক্রিকেটার খেলেন। রাতের উজ্জ্বল আলোয় খেলায় সাদা বল ব্যবহার করা হয়।

এমন কি মাঠে চেয়ারগালস্‌দের নাচিয়ের দল ছিল। চন্দননগর ন্যাশানাল স্পোর্টিং প্রথম ২০ ওভার খেলে ৬ উইকেটে ২২৬ রান করে। অন্যদিকে চিনসুরা ইউনিয়ন ৩ উইকেট হারিয়ে ২২৩ রান করে হেরে যায়। ফাইনালে ম্যান অব দি ম্যাচ হয় ব্যাটসম্যান তন্ময় ভট্টাচার্য। তাঁর সংগ্রহ ২৩ বলে ৬৩ রান ও বোলিংয়ে ১টি উইকেট পায়। এদিকে চিনসুরা ইউনিয়নের রঞ্জি ক্রিকেটার অর্ণব নন্দী ম্যান অব দি সিরিজি হন। চ্যাম্পিয়ন দলকে ন্যাশনাল স্পোর্টিংকে ৫০ হাজার নগদ অর্থ ও সুদৃশ্য ট্রফি দেয়। এছাড়া রানার্স ইউনিয়ন অ্যাথলেটিক ক্লাবকে ৩০ হাজার টাকা এবং ট্রফি পায়। প্রসঙ্গত, চাঁপদানি এলাকায় পুরোপুরি অবাঙালি অধ্যুষিতদের বসবাস। এক কথায় মিনি ভারতবর্ষ বলা চলে। বিরাট মাঠে জায়েন্ট স্ক্রিনে খেলা দেখার ব্যবস্থা ছিল। মাঠে খেলা দেখতে হাউসফুল দর্শক পরিপূর্ণ ছিল। এই টুর্নামেন্টের প্রধান উদ্যোক্তা চাঁপদানি পুরসভার চেয়ারম্যান সুরেশ মিশ্র হাজির ছিলেন। এছাড়া পুরসভার ভাইসচেয়ারম্যান বিনয় কুমার এবং শ্রীরামপুর লোকসভার সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যান্য কাউন্সিলররা।

আপনি কি সরকারি ও
বেসরকারি হাসপাতালে বা নার্সিং
হোমে প্রতারণার শিকার?
আপনার স্বাস্থ্য যন্ত্রণার কথা নাম
ঠিকানা সহ আমাদের জানান।
আমরা তুলে ধরব
প্রতিকারের আশায়।

অজিদের হারানো বিশাল চ্যালেঞ্জ বিরাটের কাছে

যুধিষ্ঠির নস্কর

দারুণ জমে উঠেছে ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজ। ভারত সফররত অস্ট্রেলিয়া পুনেতে প্রথম টেস্ট জিতে অনেকটাই প্রাধান্য পেয়ে গিয়েছিল। বেঙ্গালুরুতে দ্বিতীয় টেস্টে যেভাবে ফিরে এল টিম ইন্ডিয়া তাতে মানতেই হবে অধিনায়ক কোহলির আমলে যে কোনও বাধা উপরে ফেলতে সক্ষম এই ভারতীয় দল। রবিচন্দ্রন অশ্বিন উইকেট না পেলে দারুণভাবে সফল হচ্ছেন রবীন্দ্র জাদেজা। আবার যেদিন অশ্বিন কামাল করছেন তখন ধোপে টিকছে না অজি ব্যাটসম্যানরা। নিজে রান না পেলে কি হবে কোহলি যেভাবে মাঠে পুরো টিমকে তাতাচ্ছেন তা চমকে দিচ্ছে অনেককেই। শুধু কী ব্যাটসম্যান বিরাট ক্যাপ্টেন হিসেবেও যেভাবে সামনে থেকে তিনি নেতৃত্বে দিচ্ছেন তা ভারতীয় ক্রিকেটে খুব কমই মিলেছে। ধোনি ভারতীয় ক্রিকেটকে অনেক কিছু সম্মান এনে দিয়েছেন। তার ব্যাটিং নির্ভরতা বাড়িয়েছে ভারতের মিডল অর্ডারে। ফিনিশার হিসেবে মাহি গোটা ক্রিকেট বিশ্বে সমাদর পেয়েছেন। মহেন্দ্র সিং ধোনি ভালো অধিনায়ক হলেও কোহলির মতো বিরাট মাপের ব্যাটসম্যান নন এটা সবে প্র্যাকটিস করতে শুরু করা বাচ্চা ছেলেও বোঝে। আবার ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম সেরা অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় শচীন তেন্ডুলকরের সঙ্গে অসাধারণ পার্টনারশিপ রেকর্ড গড়ে তুললেও ব্যাটসম্যান 'গাঙ্গুলি' বিরাটের মানের নন। কোহলি যেভাবে এগোচ্ছেন তাতে তার সামনে এখন একটাই গিরিশৃঙ্গ। যার নাম শচীন তেন্ডুলকর। এই ধারাবাহিকতা যদি আর মাত্র কয়েকটা বছর অব্যাহত রাখতে পারেন কোহলি। যদি না বড় কোনও চোট তার কেরিয়ারকে সংক্ষিপ্ত করে দেয় তবে অনায়াস দক্ষতায় এই শৃঙ্গ তিনি টপকে যাবেন। হয়তো আগামী দিনে বিশাল সব রেকর্ড শিট সম্বলিত তার কেরিয়ার গ্রাফ এমন এক মাইলস্টোন তৈরি করবে যার সামনা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে। তবে ক্যাপ্টেন কোহলির হাতে ক্যারিবিয়ান দুর্গ ধ্বংস হোক, ইংরেজ বাহিনী বা কিউয়ি ব্রিগেড নাস্তানাবুদ হওয়ার চেয়েও অজিদের হারানো সব থেকে বড় ব্যাপার।

একটা সময় ভারতীয় ক্রিকেট আন্দোলিত হত সানি গাভাসকারকে নিয়ে। সুনীলের যাবতীয় কিছুই যে ভারতীয় ক্রিকেটে নতুনত্বের স্বাদ এনেছিল। সানি গাভাসকার প্রথম ভারতের হয়ে দশ হাজার রানের মাইলস্টোন পার করেন। বলাবাহুল্য বিশ্ব ক্রিকেটেও তিনি ছিলেন প্রথম দশ হাজারি। তখন মনে হত গাভাসকারের রেকর্ড বোধহয় আর ভাঙবে না। অথচ সেই রেকর্ড তো ভাঙলই শচীন আসার পর ক্রিকেট মঞ্চে আরও অনেক তারকার আগমন হল। এদের মধ্যে ভারতের রাহুল দ্রাবিড়, অস্ট্রেলিয় মার্ক ও, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্রায়ান লারার নাম উল্লেখ করতেই হবে। তাও শেষপর্যন্ত দেখা গেল ধারাবাহিকতায় এবং নিজের ক্রিকেট ইনিংসকে দীর্ঘায়িত করায় শচীনের জুড়ি মেলা ভার। যথারীতি রেকর্ডের ঝুড়ি নিয়ে ক্রিকেট মঞ্চ ছাড়লেন মাস্টার ব্লাস্টার। এর প্রেক্ষাপটেই বিরাটের বিশাল পদচারণা শুরু হয়ে গেল।

কোহলির সবথেকে বড় পরীক্ষা হতে চলেছে ২০১৭-র এই ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজ। স্মিথ বাহিনীকে হারিয়ে গাভাসকার-বর্ডার ট্রফি জিতে নিতে পারলে টিম ইন্ডিয়া অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

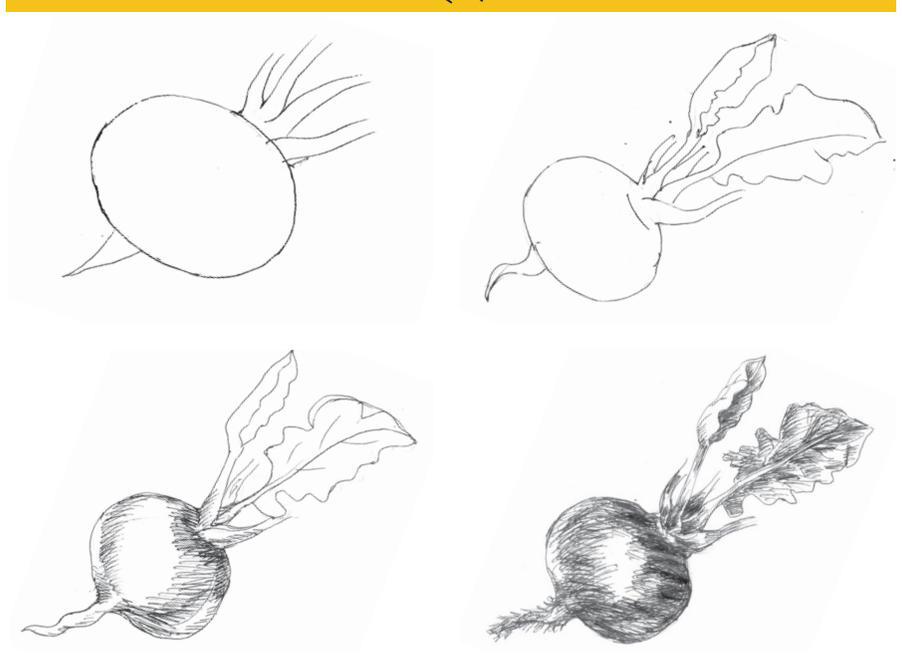

পূজা মান্না, চতুর্থ শ্রেণি, তারাচরণ অরণ্যকুমারী বিদ্যাপীঠ

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে

আগামী ৬ই এপ্রিল, ২০১৭,
বৃহস্পতিবার বেলা ৩টায়

বারাসতের কাছারি ময়দানে
বিশাল জনসভা
প্রধান বক্তা
শ্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়
সাংসদ, সভাপতি, সর্বভারতীয় তৃণমূল যুব কংগ্রেস

প্রচারে ঃ শ্রী তপন কুমার মল্লিক
উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সভাপতি,
এসসি, এসটি, ওবিসি সেল (টাউন)

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com